মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ;

প্রথম অভিনয়—শুক্রবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম. এ.

প্রকাশক—

মহেন্দ্র গুপ্ত

২৮ কালাচাঁদ পতিতুণ্ডী লেন,

পাইকপাড়া, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,

ও সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

মুদ্রাকর—

শ্রীপুলিনবিহারী দে

ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৪৩-এ, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

অতীন্দ্রিয় ভাব-জগতের কবি—

বিরাট চরিত্র-বিশ্লেষণে দক্ষ দার্শনিক—

সংহত...তীক্ষ্ণ ও রস-মধুর ভাষা-যাদুকর—

স্বর্গীয় নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের

পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে—

মধ্যযুগের এশিয়ার এক অতি জটিল ও বিস্ময়কর চরিত্র মহম্মদ তোঘলক। শ্রেষ্ঠদাতা...শ্রেষ্ঠজ্ঞানী...উদার বিশ্ব-প্রেমিক—অথচ ভয়াল ও নর-রক্ত-লোলুপ মহম্মদ! বর্ত্তমান নাটকে মহম্মদের পরস্পর-বিরোধী মনোবৃত্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রয়াস আছে। "I punish the most trifling act of contumacy with death. This I will do until I die—or until the people act honestly." মহম্মদের এই উক্তিটিকেই কেন্দ্র করে' আমি তাঁ'র দ্বৈধী-মনোভাবের সম্মিলন করতে চেয়েছি।

কাহিনী রচনায় যতখানি কল্পনার সাহায্য প্রয়োজন—তা আমি ইচ্ছামত নিয়েছি। কেউ কেউ শুনতে পাই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন···আমায় না কি শাসিয়েছেন! ইতিহাসের সন তারিখ নিয়ে তাঁ'দের কারবার—আমার কারবার রস-সৃষ্টি নিয়ে। আমার বিশ্বাস—"অভিযান"কে ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দিয়ে কোনো অন্যায় করি নি; কারণ "ঐতিহাসিক নাটক" মানে—সন তারিখ শুদ্ধ 'নির্জলা' ইতিহাস নয়।

লেখার সময় মনে হয়েছিল—মহম্মদের বিচিত্র চরিত্রটীকে যদি নট-নায়ক শ্রীযুত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী রূপায়িত করেন—তা হ'লে খুব ভাল হয়। আমার সে আশা সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। মিনার্ভায় অভিনয় কালে নির্ম্মল বাবু ঈপ্সিত ভূমিকাটী গ্রহণ করেছেন; শুধু তাই নয়, নাটকের পরিচালনাও তিনিই করেছেন। আমি তৃপ্ত।

কলিকাতা
১. ৯. ৩৯

—প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারীগণ—

সত্ত্বাধিকারী—	...	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহম্মদ দেলোয়ার হোসেন
পরিচালক	...	নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
কর্ম্মসচীব	...	আমেদ হোসেন (ছন্নু বাবু)
সুরশিল্পী	...	রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য
নৃত্যশিল্পী—	...	জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
মঞ্চশিল্পী—	...	রাজেন বাবু অনিল সর্ব্বাধিকারী
আলোক সম্পাতকারী—	...	ভোলানাথ বসাক ওহিযার রহমান
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	...	জানে আলাম
স্মারক	..	প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্য্য
রূপসজ্জাকর	...	বিভূতি ভূষণ দে

যন্ত্রী সঙ্ঘ—বংশী—লালবিহারী ঘোষ; হারমোনিয়াম—রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য; পিয়াণো—মাষ্টার রতন; বেহালা—কমলকৃষ্ণ শেঠ; সঙ্গত—বিশ্বনাথ কুণ্ডু; আবহ সঙ্গীত যোজনা—এ, হোসেন।

অভিনেতৃগণ

পুরুষ

গিয়াসুদ্দীন তোঘলক			দেবেশ্বর ভট্টাচার্য্য
মহম্মদ তোঘলক	.		নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
মালেক খসরু			কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়
বাহাউদ্দীন			শৈলেন চ্যাটার্জ্জি
ফিরোজ			দেবী মুখার্জ্জি পরে—সুনীল মুখার্জ্জি
জাফর খাঁ	.	...	সত্যেন রায়
পীর বাহরাম	..	...	জীবন মুখার্জ্জি
কিঁচলু খান	.	...	সন্তোষ শীল
আবদাল্লা	.	...	রজনী ভট্টাচার্য্য
ইব্রাহিম	.	...	অরুণ চট্টোপাধ্যায়
আমেদ	.	...	রবীন চট্টোপাধ্যায়
বুক্কারায়	.	...	বিজয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
রণমল্ল	.	...	মিহির মুখার্জ্জি
শিল্পী আমেদ হোসেন	.	...	পান্নালাল মুখার্জ্জি
গঙ্গুবাহমণী	.	...	রমেশ মুন্সী (দাশ গুপ্ত)
প্রদীপকুমার	..	...	শেফালিকা (বোদা)
আবদুল	.	...	খগেন দাস
হোসেন	.	...	হরিদাস ব্যানার্জ্জি (হরবোলা)

ফকিরগণ, সুবাদারগণ, বেদুইগণ, জনতা, প্রহরী ইত্যাদি — হারাধন ধাড়া, সন্তোষ শীল, খগেন দাস, রজনী ভট্টাচার্য্য, অমৃত রায়, বলাই চ্যাটার্জ্জি, মধুসূদন মিত্র, সন্তোষ দাস, কানাই বাবু, মাণিক বাবু, যতীন বাবু ইত্যাদি।

স্ত্রী

সানন্দা	...	...	শ্রীমতী নিভাননী
শিরিবাণু	...	...	মিস্ উমা মুখার্জ্জি
গুলবাণু	...	...	কিন্নরকণ্ঠি সুবাসিনী
মুন্না	...	...	মিস্ নীহারিকা দত্ত

সখি সঙ্ঘ—রেণুবালা (সুখ), দুর্গারাণী, বীণাপাণি, গীতা, ফিরোজা বালা, গৌরী, আশা, রাধারাণী (খেঁদী), মেনকা, দেবলা, আন্নাকালী, প্রভা, ইন্দু, কনকপ্রভা, পটল, আভা, সুশীলা, শেফালিকা (বোদা), করুণাময়ী, মুক্তারাণী ইত্যাদি।

চরিত্র পরিচয়

পুরুষ

গিয়াসুদ্দীন তোঘ্‌লক	...	...	ভারত-সম্রাট
মহম্মদ তোঘ্‌লক	...	...	ঐ পুত্র
মালেক খসরু	...	...	ঐ উজীর
বাহাউদ্দীন	...	...	মহম্মদের ভাগিনেয়
কিঁচলু খান্‌, জাফর খাঁ	...	...	ঐ সেনা-নায়ক
ফিরোজ খাঁ	...	...	তরুণ সেনানায়ক
আমেদ হোসেন	...	...	শিল্পী
পীর বাহরাম	.	...	সরল বিশ্বাসী বৃদ্ধ
গঙ্গু বাহমনী	...	...	হিন্দু জ্যোতিষী
প্রদীপকুমার	...	...	ঐ বালক পুত্র
বুক্কারায়	..	...	বিজয় নগরের রাজা
রণমল্ল	...	...	ঐ সেনানায়ক
আবদাল্লা	...	...	বেদুইন শেখ
ইব্রাহিম, আমেদ, হামিদ, ওসমান	...	...	ঐ অনুচর
আবদুল, হোসেন	...	...	নাগরিক।

সুবাদারগণ, বেদুইনগণ, নাগরিকগণ, প্রহরী, জনতা ইত্যাদি।

স্ত্রী

সানন্দা	...	...	বিজয়নগরের রাণী
শিরীবাণু	...	...	মহম্মদের পালিতা কন্যা
গুলবাণু, মুন্না	...	...	ঐ বাঁদী

নর্ত্তকীগণ, প্রতিহারিণী ইত্যাদি।

অভিযান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—যমুনা নদীর তীরে নব-নির্ম্মিত বিচিত্র কাষ্ঠ তোরণ-

তোপধ্বনি···নর্ত্তকীদের প্রবেশ।

গীত

জাগে, দুর্জ্জয় বীর জাগে—
পূর্ব্ব গগনে নব অভিযান নবীন অরুণ রাগে ॥
কর্ম্ম গরীমা পিধানে খড়্গ
সূর্য্য কিরণে ঝলমল,
ধর্ম্ম-বর্ম্ম বক্ষে তাহার—
বীর্য্যে ধরণী টলমল।
সিন্ধু শঙ্খ রোলে
বন্দনা গান তোলে
দিগন্ত ঘেরি' মন্দ্রিত ভেরী, তন্দ্রা বিদায় মাগে ॥

[প্রস্থান।

তোরণ পথে বৃদ্ধ সম্রাট গিয়াসুদ্দীন, উজীর মালেক খসরু ও
তোরণ নির্ম্মাতা আমেদ হোসেনের প্রবেশ।

গিয়া—উজীর মালেক খসরু!

মালেক—জাঁহাপনা!

গিয়া— আমার অভ্যর্থনার জন্য তোমরা এই যে উৎসবের আয়োজন করেছ, এর জন্য আমি সত্যই আনন্দিত। সুবে বাঙ্গলার বিদ্রোহ দমন করে', রাজধানীতে ফেরবার পথে দেখতে পেলাম যে সুদূর ইলাহাবাদ থেকে আরম্ভ করে', আলিগড়, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনপদগুলি উৎসব সজ্জায় সজ্জিত হ'য়েছে! বিশেষ করে', রাজধানী দিল্লী নগরীর সমারোহের তো কথাই নাই! প্রতি গৃহে, প্রতি বিপনিতে, প্রতি রাজপথে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে' চলেছে! আমি খুসী হয়েছি, বড় খুসী হ'য়েছি। তবে. যাই বল মালেক,—সবার চেয়ে মুগ্ধ করে'ছে আমাকে এই চন্দন কাষ্ঠনির্ম্মিত অভ্যর্থনা তোরণের অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশল! উজীর, এ তোরণের নির্ম্মাতা?

মালেক - শিল্পী আমেদ হোসেন জাঁহাপনা।— [আমেদের অভিবাদন।

গিয়া— শিল্পী-শ্রেষ্ঠ আমেদ হোসেন, তোমার উপাধি—আজ হ'তে খাজা জাহান!

আমেদ—সাহানশার অনুগ্রহ অবনত মস্তকে গ্রহণ করে' গোলাম আজ ধন্য হ'ল! কিন্তু সাহানশা/ এ তোরণ নির্ম্মাণের উপলক্ষ আমি হ'লেও এর প্রকৃত স্রষ্টা আপনার পুত্র এবং প্রতিনিধি শাজাদা মহম্মদ! তাঁরই বিচিত্র কল্পনাকে আমি সাধ্যমত রূপ দিতে চেষ্টা করে'ছি সম্রাট, কিন্তু হয়তো—কিছুই পেরে উঠি নি!

গিয়া— জানি খাজা জাহান, শাজাদা মহম্মদ আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। শিল্প বল, বিজ্ঞান বল, গ্রীক ও হিন্দু দর্শন বল, সমস্ত শাস্ত্রে তা'র অসাধারণ ব্যুৎপত্তি আমায় বিস্মিত ক'রেছে। শাজাদার রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েছি আমরা বরঙ্গল ও বিদরের দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধ কালে। অবশিষ্ট ছিল শুধু তা'র রাজ্যশাসন যোগ্যতার পরীক্ষা—

মালেক—সাহান শা, আপনার প্রতিনিধিরূপে এই তিন মাসকাল রাজ্যশাসন ক'রে শাজাদা সে ক্ষমতারও অতি অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উদার রাজনীতি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজার অন্তর জয় ক'রেছে!

গিয়া— বড় সুসংবাদ মালেক; এই বার্দ্ধক্য-পীড়িত শিথিলদেহে রাজত্বের যে গুরুভার আমি আর বহন ক'রতে পারছি না— আমার প্রিয়পুত্র শাজাদা মহম্মদ, সেই ভারগ্রহণে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে জেনে এবার থেকে আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম। কিন্তু, কই উজীর, শাজাদা তো এখনো এলেন না! আমি যে তাঁর দর্শন কামনায় নিতান্ত উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছি!

নেপথ্যে (কোলাহল) মৎ যাও—মৎ যাও!—

গিয়া— ও কিসের কোলাহল! একদল ফকির না! ডাকো···ডাকো উজীর, প্রতিহারীগণ ওদের বাধা দেয় কেন? ওদের ডেকে আনো।

ফকিরদের প্রবেশ।

ফকিরগণ—বিচার—বিচার···আমরা শাহানশা গিয়াসুদ্দিন্ তোঘ্‌লকের কাছে বিচার চাই।

মালেক—ফকির, মহামান্য শাহানশা তোমাদের সম্মুখে।

ফকিরগণ—আপনিই শাহানশা গিয়াসুদ্দিন তোঘ্‌লক! [অভিবাদন।

গিয়া— কা'র বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তোমাদের ফকির?

১ম-ফকির—শাহানশা ন্যায়ের অবতার; সুবিচার লাভের আশায় নির্ভয়ে বলছি—আমাদের অভিযোগ আপনার নাস্তিক পুত্র শাজাদা মহম্মদের বিরুদ্ধে!

মালেক—উদ্ধত ফকির—

গিয়াসু—চুপ্,…ওদের ব'লতে দাও মালেক! শাজাদার বিরুদ্ধে তোমাদের কি অভিযোগ?

সকলে— শাজাদা আমাদের অপমান ক'রেছে, ভয়ানক অপমান ক'রেছে—

গিয়াসু—সকলে একসঙ্গে কোলাহল ক'র্‌লে তোমাদের বক্তব্য আমি শুন্‌তে পারবো না! একজনে বল; শুনে, যদি বুঝি শাজাদা অপরাধী, আমি নিশ্চয়ই তা'র অন্যায়ের প্রতিবিধান করব!

১ম-ফকির—তবে শুনুন সম্রাট! আমি অতি দীর্ঘকাল খোদতালাকে স্মরণ করে অবশেষে তাঁব প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ ক'রেছি। আমার প্রতি এই ঐশ্বরিক অনুগ্রহ ও লোক-সমাজে আমার প্রতিপত্তি দর্শনে এই সব ভণ্ড ফকিরেরাও খোদাতালার সাক্ষাৎ পেয়েছে ব'লে প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছিল। এদের ফকিরী পরীক্ষা করবার জন্য, আমি এদের খোদাতালা সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি! সে প্রশ্নের উত্তরে এরা যা ব'লেছিল, সে যে নিতান্তই অযৌক্তিক. তাই প্রমাণ করবার জন্য আমি এদের নিয়ে শাজাদা মহম্মদের শরণাপন্ন হই।

আমাদের কথা শুনে শাজাদা বললেন; "তোমাদের সকলেরই বিচার বুদ্ধি সমান, কেউ কারুর চেয়ে ছোট নও, তোমাদের বুদ্ধির তুলনা হ'তে পারে একমাত্র—

সকলে— গর্দ্দভের সঙ্গে—"

গিয়াস্থ—ছি ছি ছি, ফকিরের অসম্মান !

মালেক—গোলামের গোস্তাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা,—ফকিরদের সেই প্রশ্নটা—

১ম-ফকির—প্রশ্ন ? আমার প্রশ্ন ছিল—"খোদাতালা এখন কি ক'র্চ্ছেন ?"

গিয়া—খোদাতালা এখন কি ক'র্চ্ছেন ! এতো বড় অদ্ভুত প্রশ্ন ফকির ! এর উত্তর—

১ম ফকির—যথার্থ উত্তর একমাত্র আমিই দিতে পারি ; কারণ আমি খোদাতালার সকল কার্য্য দিব্য-দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তিনি এখন শুধু মুসলমানদের জন্য বেহেস্তের ব্যবস্থা ক'র্চ্ছেন।—

২য় ফকির—মূর্খ ! মুসলমানদের মধ্যে সুন্নী সম্প্রদায়ই তাঁর অধিক প্রিয়। তাই সুন্নীদের জন্যই বেহেস্ত—

১ম দল— তোবা তোবা—

গিয়াস্থ— ক্ষান্ত হও তোমরা, সাম্প্রদায়িক কলহের দ্বারা কখনও সমস্যার সমাধান হয় না ফকির।

১ম ফকির—সমাধান ! সে তো হ'য়েই গেল ! এ প্রশ্নের এর চেয়ে সদুত্তর আর কে দিতে পারে ? আমি উচ্চৈস্বরে আহ্বান ক'রে বল্‌ছি—হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক্, তামাম দুনিয়ার মধ্যে এমন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কে আছে—যে এ প্রশ্নের অন্য উত্তর দিতে পারে ?

মহম্মদের প্রবেশ ।

মহ— পারে পারে···উত্তর একজন দিতে পারে। সে হচ্ছে—এই শাজাদা মহম্মদ !

গিয়াসু— শাজাদা মহম্মদ !

মহ— পিতা, এরা একবার এক প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিল। এদের আবার কী সে এমন প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হ'ল··· যার জন্যে এরা আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ?

১ম ফকির—সে শুনে আপনার কি লাভ শাজাদা ? আপনি তো নাস্তিক ! আপনি আমাদের বুদ্ধিকে গর্দ্দভের সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন।

মহ— সত্যই বড় অন্যায় করেছি। তোমাদের সকলের দেহের প্রতি সেবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখি নি ; তা দেখ্‌লে তোমাদের ঐ শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বতাকার হাতীর সঙ্গেই তুলনা ক'র্‌তেম। কিন্তু এবার তোমাদের কি প্রশ্ন—সে তো বল্‌লে না ?

গিয়া— জিজ্ঞাসা কর ফকির, শাজাদার মুখে তোমাদের প্রশ্নর উত্তর শুন্‌তে আমরা সকলেই কৌতূহলী।

সকলে— আমাদের এবারও সেই একই প্রশ্ন—"খোদাতালা এখন কি কর্চ্ছেন ?"

মহ— এর উত্তর—খোদাতালা এখন ক'জন ভণ্ড ফকির সেজে এক আজগুবী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, এবং নাস্তিক মহম্মদ তোঘ্‌লক সেজে সেই আজগুবী প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

গিয়া— চমৎকার, চমৎকার, হাঃ হাঃ হাঃ !

মহ— পিতা, আপনার শারীরিক কুশল তো? সুবে বাঙ্‌লা থেকে এই দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে আপনার কোনও ক্লেশ হয় নি তো?

গিয়া— না পুত্র, পথশ্রমের সকল ক্লেশ তোমার দর্শনে উপশম হ'য়েছে!

মহ— পিতা, আমি নিজে উপস্থিত থেকে আপনাকে অভ্যর্থনা ক'র্‌ব ব'লে বহুক্ষণ পূর্ব্বেই প্রাসাদ-দুর্গ ত্যাগ ক'রেছিলাম। পথে আস্‌তে দেখ্‌তে পেলাম, দুটী ভিখারী এক গাছ তলায় ব'সে নেওয়াজ প'ড়ছে—আমিও তাদের ছিন্ন-কন্থার এক পার্শ্বে উপবেশন ক'রে নেওয়াজ সেরে এলাম। তাই আমার এ বিলম্ব—

গিয়া— নেওয়াজ! তাইতো···কথায় কথায় সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল! আমারও তো এখনো নেওয়াজ পড়া হয়নি! ওরে বার্দ্ধক্য-পীড়িত বধির মন, আজানের পবিত্র আহ্বান·· সে কি এখনো তোর কানে পৌছুবে না? মহম্মদ,—আমি ঐ মীনারের ওপর ব'সে নেওয়াজ পাঠ ক'রে নিচ্ছি। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরো; পিতা পুত্রে একসঙ্গে প্রাসাদ-দুর্গে প্রবেশ ক'র্‌ব!—

[গিয়াসুদ্দিন ও অন্যান্য সেনানীদের প্রস্থান।

ফকিরগণও চলিয়া যাইতেছিল, মহম্মদ ডাকিলেন—

মহ— দাঁড়াও!—আমি নাস্তিক···আমি ধর্ম্মদ্রোহী...আমার বিরুদ্ধে তোমরা বাদশাহের কাছে অভিযোগ কর্‌তে এসেছিলে!

১ম ফকির—না—কখনো না—আমরা এসেছিলাম বাদশাহকে দু'একটা ধর্ম্মকথা শোনাতে!

মহ— ওঃ, ধর্ম্মকথা শোনাচ্ছিলে! তবে পুরস্কার না নিয়ে কোথায় যাবে বন্ধুগণ?—

১ম ফকির—পুরস্কার! আমাদের পুরস্কার দেবেন আপনি? আহা হা! শাজাদার প্রতি খোদাতালার অসীম অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে! আমি স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি…খোদাতালা এখন শুধু শাজাদার প্রতি করুণা বর্ষণেই ব্যস্ত রয়েছেন! দিন্ শাজাদা, কি পুরস্কার দেবেন আমাদের!

মহম্মদ—হুঁ, পুরস্কার! জানো ফকির সাহেব, ধর্ম্মের নামে যারা ভণ্ডামী করে—তাদের একমাত্র যোগ্য পুরস্কার—মৃত্যুদণ্ড!—কৈ হ্যায়—

সকলে— শা-জা-দা— [পদতলে পড়িল।

মহ— কিন্তু, আজকের দিনে আর জীব-হত্যা ক'রব না। যাও ভণ্ড ফকিরের দল, তোমরা অবিলম্বে দিল্লীর সীমা পরিত্যাগ কর। তোমরা নির্ব্বাসিত!—

সকলে— দোহাই শাজাদা, আমাদের প্রতি অবিচার ক'র্ব্বেন না! খোদার কসম, আমরা ভণ্ড নই; আমরা সত্যিকারের ফকির!

মহ— হাঃ হাঃ হাঃ! সত্যিকারের ফকির কখনো শাজাদা বাদশাহের পায়ের তলায় বসে দয়া ভিক্ষা করে না! [প্রস্থান।

১ম ফকির—আমরা নির্ব্বাসিত—

২য় ফকির—আমরা গর্দ্দভ—

৩য় ফকির—আমাদের বুদ্ধি হস্তী আকৃতির তুল্য—

৪র্থ ফকির—হস্তী আকৃতি! হস্তী আকৃতি! রোসো…মাথায় একটা মতলব গজিয়ে উঠ্‌ছে! ভাই সব—যখন অপমানিত হ'লেম…

যখন দেশ ছেড়ে চ'লে যেতেই হ'চ্ছে, তখন এ অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে যাব আমরা !

সকলে— কি প্রতিশোধ নেবে ?

৪র্থ ফকির—ঐ দেখ, রাজ-হস্তীর দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ; ওদের মাহুতেরা সবাই এখন ওদের ছেড়ে নেওয়াজ প'ড়্তে ব্যস্ত ! এই অবসরে আমরা...চ'লে এসো, ব'ল্ছি সব ।—

[সকলের প্রস্থান ।

খানিক বাদে চীৎকার শোনা গেল ।

নেপথ্যে—সামাল—সামাল ! হাতী ক্ষেপে গেছে, হাতী ক্ষেপে গেছে,—সামাল—সামাল—

ছুটিয়া মালেক খস্রুর প্রবেশ ।

মালেক— কি সর্ব্বনাশ ! কে এমন ক'রে হাতীগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিলে ? দলে দলে নাগরিকদের নিষ্পেষিত ক'রে পাগলা হাতী যে এই দিকেই ছুটে আসছে ! সর্ব্বনাশ ! হাতীর পায়ের চাপে মীনার বুঝি এখুনি ভেঙ্গে পড়্বে ! হো বাদশাহী ফৌজ, সামাল—সামাল !　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান ।

নেপথ্যে আর্ত্তধ্বনি—গেল গেল মীনার ভেঙ্গে গেল !

গিয়া— (মীনারের উপর হইতে) একি হ'ল ! তোরণ টল্ছে কেন ? মীনার কাঁপছে কেন ? ভূমিকম্প···ভূমিকম্প···মহম্মদ ! মহম্মদ !—

মহ— পিতা···পিতা, আমি এসেছি পিতা ! বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের ভেতর থেকেও আমি আপনাকে বুকের ভেতর আগ্লে নিয়ে আসব ! ভয় নাই, ভয় নাই পিতা !—

মহম্মদ ছুটিয়া মীনারে উঠিতে গেলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই
মীনার সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আহত বাদশা
ভগ্নস্তূপের অন্তরাল হইতে কহিলেন—

ওঃ মহম্মদ···মহম্মদ···পুত্র · বিদায়।

মহ—পিতা !—পিতা !

শৃঙ্খলিত ফকিরদের লইয়া মালেক খসরুর প্রবেশ।

মালেক— দুর্বৃত্ত দুষমণ, দাঁড়া এখানে। শাজাদা, এরাই নিশ্চয় হাতী ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

মহ— হাতী ক্ষেপিয়ে দিয়েছে—হাতী ক্ষেপিয়ে দিয়েছে !

ফকির— দোহাই সাজাদা—

মহ— পাষণ্ড শয়তানের দল, আমি তোদের জীবন্ত দেহ নগর প্রাচীর গাত্রে লৌহ শলাকায় আবদ্ধ ক'রে···অগ্নিবর্ণ জলন্ত সাঁড়াশী দিয়ে তোদের জিহ্বা উৎপাটিত ক'রে আনব ! নির্ম্মম মৃত্যুর বিভীষিকা দিয়ে তিলে তিলে তোদের আমি—না · না, আমি কিচ্ছু কর্‌বনা !—হে ফকির, হে ঈশ্বর বিশ্বাসী সাধু, হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ আমি, তোমাদের পদতলে নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চাইচি—তোমরা আমার ঐশ্বর্য্য নাও, বাদ্‌সাহী নাও, শুধু আমার পিতাকে ফিরিয়ে দাও···পিতাকে ফিরিয়ে দাও —!

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাহাউদ্দিনের গৃহ সংলগ্ন উদ্যান।

বাহাউদ্দীন ও রণমল্ল।

বাহা— কই দোস্ত, তোমাদের রাজা সাহেব যে এখনও এলেন না! তাঁর অপেক্ষায় এই বাগান পথে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে, চলো না প্রমোদ গৃহে গিয়ে একটু নৃত্য গীতাদি উপভোগ করা যাক্!

রণ— নৃত্য গীতাদিতে বিশেষ অরুচি নেই; তবে আমাদের রাজা বুক্কারায় বড় বদ্‌মেজাজী লোক! এসে যদি আমাদের কাউকে দেখ্‌তে না পান, অম্‌নি ঘোড়ার লাগাম টেনে সোজা রওনা হ'য়ে যাবেন—নতুন বাদ্‌শা মহম্মদ তোঘ্‌ল-কের দরবারে! তুমি বরং তোমার নর্ত্তকীদের এইখানেই—

গুল্‌বাণু (নেপথ্যে)—আমি কি আস্‌তে পারি খাঁ সাহেব?

বাহা— আরে গুল্‌বাণু যে! এসো...এসো, শাজাদীর পিয়ারের বাঁদী তুমি; তোমার জন্য আমার গৃহ সর্ব্বদা অবারিত। এঁকে লজ্জা ক'রনা, ইনি বিজয় নগর রাজ বুক্কারায়ের প্রধান অমাত্য রণমল্ল দেব। আমাদের বহুকালের দোস্ত এবং বর্ত্তমানে বহুমান্য অতিথি। এলেই যখন, তখন মরুপথের শ্রান্ত ক্লান্ত মুশাফিরকে তোমার অমৃত-নিস্যন্দী সুর ধারায় একবার অভিসিঞ্চিত ক'রে দাও না সাকী!

গুলবানু—

তোমার এই ফুল বাটীতে
এসেছি হুজুর আমি শুধু কি গান গাহিতে ?
আছে এক বাদশাজাদী খাম খেয়ালী
তারই বাঁদী গুল্‌বানু ;
হেথায় এলাম দিয়ে সালাম (শুধু) দুটি কথা চাই কহিতে ॥
হুকুম আছে শাহাজাদীর মিঠে বুলি নওজোয়ানীর—
শুন্‌বে তাহা অথবা গান—কোন্‌টা আগে চাও শুনিতে ?

বাহা— বাহবা খাপসুরাৎ ! তারপর, খবর কি গুল্‌বাণু ? শাজাদী কিছু ফরমায়েস্ ক'রে পাঠিয়েছেন বুঝি ?

গুল্— আজ্ঞে, হ্যাঁ জোনবালি। শা'জাদী শিরীবানু ইচ্ছা করেন যে, আজ বিকেল বেলা তিনি যখন নগর ভ্রমণে বাহির হবেন, তখন আপনি পায়দলে গিয়ে আস্তাবল থেকে তাঁর ঘোড়া বার ক'রে আন্‌বেন এবং যখন তিনি ফিরে আস্‌বেন, তখন প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে তাঁর ভৃত্যদের সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম ধরে আপনি আবার তাকে আস্তাবলে রেখে আসবেন।

বাহা— সেকি ! সাধারণ ভৃত্যদের সঙ্গে শাজাদীর অশ্বের পরিচর্য্যা করব আমি ! গুলবাণু, আমি যে তোমার হাত দিয়ে শাজাদীকে এক গুচ্ছ গোলাব ফুল উপহার পাঠিয়েছিলুম··· এ বুঝি তারই প্রতিদান ?

গুল— আজ্ঞে, এ হ'ল শাজাদী আর সম্রাটের ভগিণী-পুত্রের মধ্যে দান-প্রতিদানের ব্যাপার। মূর্খ বাঁদী আমি···এতো ভাল

বুঝ্‌তে পারব না! তবে, আপনার দেওয়া সে ফুলের তোড়া শাজাদী নিজে গ্রহণ করেন'নি, সম্রাটের কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাহা— সম্রাটের কাছে! কি সর্ব্বনাশ! কেন?

গুল— তিনি সম্রাটকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন যে, খাঁসাহেবকে যদি বাদ্‌শাজাদীর ফুল যোগান দেবার জন্যই মাসে মাসে মাইনে দেওয়া হয়, তাহ'লে যেন তাঁর কোষাধ্যক্ষ উপাধিটিও তুলে দিয়ে ফুলমালী উপাধি দেওয়া হয়।

বাহা— হুঁ, আচ্ছা তুমি যাও!

গুল— যাচ্ছি—কিন্তু সময় মত দড়ি নিয়ে আস্তাবলে হাজির থাক্‌তে ভুলবেন না যেন খাঁ সাহেব!—আদাব!— [প্রস্থান।

রণ— কি দোস্ত, ব্যাপার কি?

বাহা— আর ব্যাপার! এখন বাদ্‌শার কাছে কি জবাবদিহি করি বল'তো?

রণ— জবাবদিহি ক'রতে হবে কেন? তুমিও তো বাদশাহের ভাগিনেয়!

বাহা— রাখো তোমার ভাগিনেয়! নিজের বাপ্‌কে যে ইমারত চাপা দিযে খুন করতে পারে, তার কাছে আবার ভাগিনেয়!

রণ— লোকে কিন্তু বলে—ইমারত দৈবাৎ পড়ে গিয়েছিল।

বাহা— সে বলে মহম্মদের মোসাহেবেরা···দিল্লীর নাগরিকেরা নয়।— প্রজা সাধারণের মনে বাদশা গিয়াসুদ্দিন তোঘ্‌লকের মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, এবং সে সন্দেহকে আমি

সুদৃঢ় ক'রে দিয়েছি অপরিমিত অর্থ ব্যয়ে! আমার গুপ্ত-প্রচারকেরা এই নিয়ে স্থানে স্থানে জল্পনা পর্য্যন্ত কচ্ছে! তাদের কথায় বিশ্বাস করে' নগরের সর্ব্বত্র বিদ্রোহের লক্ষণ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে!—

রণ— দোস্ত, তা হ'লে এ সুযোগ আমরা অবহেলায় নষ্ট হ'তে দেবো না। মহম্মদের রাজ্য মধ্যে যদি অশান্তির আগুণ জ্বেলে তুলতে পার, তা হ'লে তোমার ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বলতর! রাজকোষ তো বর্ত্তমানে তোমারই অধীনে; সুতরাং এম্‌নি সুবিবেচনার সঙ্গে তার ব্যবহার করতে পারলে, একদিন দিল্লীর মস্‌নদ যে তোমার হবে, এরূপ আশা করা নিতান্ত অন্যায় নয়—

বাহা— এবং রাজা বুক্কারায় যে সামন্ত নৃপতিরূপে বাদশাহকে রাজকর দিতে দিল্লী আগমন ক'রেছেন—তাঁকে যদি আমরা প্রতিনিবৃত্ত করে'—অর্থাৎ দিল্লীর বশ্যতা সূত্র ছিন্ন ক'রে—বিজয় নগরে ফিরিয়ে দিতে পারি, তা হ'লে তোমার ভবিষ্যৎও কম উজ্জ্বল হবে না। বাদশাহী ফৌজ ও বিজয় নগরের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হ'লে উভয়ের শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য এবং সেই বিশৃঙ্খলায় সুযোগ নিয়ে তুমিও—

রণ— চুপ—চুপ, রাজা বুক্কারায়—

বুক্কারায়ের প্রবেশ।

বাহা— এই যে, আসুন মহারাজ বুক্কারায়। আমরা আপনার জন্যই প্রতীক্ষা করছি। তারপর, কি স্থির করলেন রাজা?—

বুক্কারায়—কিছুই স্থির করে উঠতে পারি নি খাঁ সাহেব। তবে ভাবছি, ভারতের এই চরমতম দুর্দ্দিনে, যখন সীমান্তের

পার্ব্বত্যজাতি ও মোগল প্রভৃতি বহিঃ শত্রুর আক্রমণে ভারতীয় শক্তিপুঞ্জ শতধা বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে, তখন আর অনর্থক অন্তর্বিপ্লব সাধন করে' নিজেদের হীনবল করা যুক্তিযুক্ত হ'বে না। বরং দিল্লীর বাদ্‌শাহকে যদি কিছু বার্ষিক কর দান করে' সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে বহিরাক্রমণকে বাধা দেওয়া যায়—সেইটিই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

রণ— মহারাজ! অধীনের নিবেদন, এ সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্ব্বে এই কথাটী দয়া করে' স্মরণ রাখবেন যে, আমরা বিজয়নগর থেকে যাত্রা করেছিলাম—মহানুভব সম্রাট গিয়াসুদ্দিন্ তোঘলকের বশ্যতা স্বীকার কর্‌তে—পিতৃঘাতী মহম্মদ তোঘলকের নয়।

বুক্কা— রণমল্ল! রণমল্ল!...খাঁ সাহেব, রণমল্ল অপনার বাল্য-সুহৃৎ...আশা করি, তা'র এই উক্তিতে আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না!

বাহা— মহারাজ, আমি মহম্মদ্ তোঘলকের ভাগিণেয় হ'লেও সত্যভাষণে বা সত্য উক্তি শ্রবণে কখনো মনঃক্ষুণ্ণ হই না।

বুক্কা— সে কি! আপনারও তা হ'লে বিশ্বাস—

বাহা— শুধু আমার কেন? আপনি কি এ ব্যাপার নিয়ে দিল্লীর নাগরিকদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেন নি রাজা?

বুক্কা— করেছি সত্যি...তারাও অনেকে হয়তো ঐরূপ সন্দেহ করে, কিন্তু...একি, কিসের কোলাহল?

বাহা— তাইত! গুলীর আওয়াজ এলো কোথা হতে! উন্মত্ত জনতা চারিদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে! ব্যাপার কি?

প্রতিহারীর প্রবেশ ।

প্রতি— হুজুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে ! বাদ্‌শা হুকুম দিয়েছেন সমস্ত দিল্লী-নগরীকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে, হিন্দু মুসলমান সমস্ত নাগরিককে কামান দেগে হত্যা করতে !—[প্রস্থান ।

বুক্কা— কি সর্ব্বনাশ ! নাগরিকদের অপরাধ ?

বাহা— অপরাধ বুঝতে পার্চ্ছেন না রাজা ? সত্যভাষণ…সত্যভাষণ… তা'রা সত্য কথা প্রচার ক'রেছে…এই তা'দের অপরাধ !

বুক্কা— এই অপরাধে ! ধিক্ ধিক্ আমাকে, আমি এই স্বেচ্ছাচারী নির্ম্মম বাদ্‌শাহের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে এসেছিলাম ! রণমল্ল, অবিলম্বে অশ্বারোহণে আমাদের বস্ত্রাবাসে ছুটে যাও । আমাদের দেহরক্ষী সেনাদের এক প্রাণীও আহত হ'বার পূর্ব্বে আমাদের দিল্লী পরিত্যাগ কর্‌তে হ'বে !

বাহা— কিন্তু বাদশাহ যখন এ সংবাদ শুন্‌বেন ?

বুক্কা— সংবাদ তাঁকে আপনি আগেই জানিয়ে দেবেন খাঁ সাহেব ; বল্‌বেন—বিজয়নগর আজ হ'তে দিল্লীর সামন্ত রাজ্য নয়—স্বাধীন রাজ্য । [প্রস্থান ।

বাহা— বল্‌ব বই কি রাজা ! দুর্দ্দান্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ কর্‌তে পারি না বলে—আমি তো এইরূপ সুযোগেরই প্রতীক্ষা কর্চ্ছি ! [প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী প্রাসাদ দুর্গের সম্মুখস্থ চত্বর

দূরে গুলি বর্ষণের শব্দ, অত্যাচারিত নগরবাসীদের আর্ত্তনাদ···

একদল ভয়ার্ত্ত নগরবাসীর প্রবেশ।

১ম-না— উঃ, একি অত্যাচার! মৃত্যু···মৃত্যু—যে দিকে তাকাই, মৃত্যু যেন মূর্ত্তিমান হ'য়ে ছুটে আস্ছে!

২য়-না— ঐ আবার গুলি-বর্ষণ সুরু হ'ল, রক্ত-লোলুপ রাজসৈন্যদল হয়তো এখানেও আবার ঐ পৈশাচিক লীলা আরম্ভ কর্‌বে! আর নয়···চল, যে দিকে চোখ যায় পালিয়ে বাঁচি!

সকলে— পালাও—পালাও— [প্রস্থানোদ্যত।

বালক প্রদীপ কুমারের প্রবেশ।

প্রদীপ— কোথায় পালাবে তোমরা? পালিয়ে কি মৃত্যুর হাত হ'তে নিস্তার আছে?

সকলে— কে রে তুই শিশু? চুপ! চুপ!

প্রদীপ— কেন চুপ কর্‌ব? মুক্ত-কণ্ঠে প্রচার কর সবে···নরঘাতক দস্যু ঐ মহম্মদ তোঘ্‌লক—আপনার পিতাকে হত্যা ক'রে সে দিল্লীর মসনদে আরোহণ ক'রেছে।

৪র্থ-না— খবর্দ্দার—খবর্দ্দার বালক,—এই জন্যই তো দিল্লীতে আজ এ অত্যাচার—খবর্দ্দার শিশু!

৩য়-না— কে...কেরে তুই? (চিনিতে পারিয়া সবিস্ময়ে) এঁ্যা···এযে প্রদীপ কুমার! গঙ্গু বাহমনীর পুত্র!

সকলে— কে ?

গঙ্গু-না— রাজ-জ্যোতিষী গঙ্গু বাহমনীর পুত্র। ওরে শিশু, পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়—বাদশা শুন্‌লে আর রক্ষা রাখ্‌বে না, পালিয়ে আয়! [প্রদীপ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রদীপ—যেতে হয় যাও তোমরা, আমি ফিরবো না। আমি যাবো··· যাবো ঐ রক্ত-কর্দ্দমপূর্ণ রাজপথে—যেখানে দিল্লীর অসহায় শত নাগরিক নির্ম্মম মৃত্যুর বুকে ঢ'লে প'ড়ছে! অত্যাচারী মহম্মদ—অত্যাচারী মহম্মদ— [ছুটিয়া প্রস্থান।

প্রদীপ—(নেপথ্যে) অত্যাচারী মহম্মদ মস্‌নদের লোভে নিজের পিতাকে···ওঃ—পিতা—পিতা—

(বহ্নিস্রাবী কামানের শব্দে বালকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। অন্ধকার পাষাণ দুর্গচূড়ায় মহম্মদের ছায়ামূর্ত্তি দেখা গেল)

মহম্মদ— গুলি, গুলি,—কামান দাগো—গুলি চালাও—

(দ্বিগুণ গুলিবর্ষণ)

ইয়া আল্লা—শোভান আল্লা—খুন···তাজি খুন! সাবাস্—সাবাস্ জোয়ান—সাবাস্—(বাহিরে আর্ত্তনাদ)—হাঃ হাঃ হাঃ—

নেপথ্যে—রক্ষা করো···রক্ষা করো দিল্লীশ্বর,—দয়া করো···দয়া করো!

মহম্মদ— দয়া! মস্‌নদের লোভে নিজের পিতাকে যে খুন্ কর্‌তে পারে,—পথের কুকুর—কতকগুলি সাধারণ প্রজার জীবন বিনাশে তা'র প্রাণে দেখা দেবে দয়া? গুলি—গুলি—বালক,

বৃদ্ধ,, হিন্দু, মুসলমান—সব সমান—কামান দাগো—গুলি চালাও—

একদল নাগরিক দুর্গ প্রাকার তলে আছাড়িয়া পড়িল।

১ম-না— দিল্লীশ্বর—দিল্লীশ্বর,—ঈশ্বর প্রেরিত প্রতিনিধি তুমি,—তুমি আমাদের প্রতিপালক; বাঁচাও—বাঁচাও তোমার হতভাগ্য প্রজাদের—

২য়-না— আমাদের অপরাধের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে—তোমার অকলঙ্ক নিষ্পাপ চরিত্রে দোষারোপের চরম শাস্তি হয়েছে, এবার বাঁচাও—প্রাণ ভিক্ষা দাও।

মহম্মদ— হয়েছে ? শাস্তি তোমাদেব হয়েছে? তবে স্বীকার কর্চ্ছ তোমরা যে আমি অকলঙ্ক নিষ্পাপ চরিত্র?

সকলে— হ্যাঁ সম্রাট্,—আপনি অকলঙ্ক নিষ্পাপ চরিত্র!

মহম্মদ— ভাল, ভাল,—হো রেসেলদার—

(শ্বেত পতাকা উড়াইলেন, অত্যাচার বন্ধ হইল, নীচে নামিয়া আসিলেন।)

মহম্মদ— আর কেন? আবার কি অভিযোগ আছে তোমাদের? এখনো দাঁড়িয়ে কেন?

১ম-না— সম্রাট, আপনার সৈন্যদের হাতে তো এখনো বন্দুক আছে—এর চেয়ে আমায় একেবারে মেরে ফেল্‌তে আদেশ দিন। ডান হাতখানি গেছে—এ জ্বালা আর সইতে পারি না…উঃ—

২য়-না— গুলি বুঝি আমার পাঁজর ভেদ ক'রেছে, তবু মৃত্যু আসে না—মৃত্যু আসে না তবু—

গুর-না— আমার দুটী চোখই হারিয়েছি সম্রাট্, দুটী চোখই—

মহম্মদ— বাহাউদ্দীন !

বাহাউদ্দীনের প্রবেশ।

মহম্মদ— দিল্লী নগরীতে কত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে ?

বাহা— অনুমান পঁচিশ-ছাব্বিশটী হ'বে শাহানশা !

মহম্মদ— পঁচিশ-ছাব্বিশ ! এত বড় ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরী, সেখানে পীড়িত ও আহতের চিকিৎসালয় মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশটী ? আর, এ কথা কেউ আমায় এতদিন জানাও নি ! অথচ এদিকে দেখ্‌ছি—(বাহাউদ্দীনের নূরে হাত দিয়া) প্রিয়তম ভাগিনেয়, বাদশাহী খানা আর ইস্পাহান হ'তে আতর গোলাব আমদানী কর্‌বার জন্য রাজকোষ হ'তে কত অর্থ নেওয়া হয় শুনি ?

বাহা— শাহানশা !

মহ— কোতোল—কোতোল—তোমাদের সব গুলোকে ধ'রে একসঙ্গে কোতোল করা দরকার ! কতকগুলো শয়তান এসে জুটেছো আমার চার পাশে—শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য, শুধু নিজেদের উদরপূর্ত্তি করবার জন্য !

বাহা— মাফ কিজিয়ে মেহেরবান্ !

মহম্মদ— যাও—অবিলম্বে রাজধানীতে পাঁচশত দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাঁচশত মুশাফিরখানা স্থাপনের ব্যবস্থা কর ; এদেরও সঙ্গে নিয়ে যাও। (নিজের রত্নহার প্রভৃতি বিতরণ করিতে করিতে)—আমি তোমাদের ওপর অত্যাচার ক'রেছি ;

কিন্তু সে অত্যাচারের ক্ষতি পূরণ কর্‌বার শক্তিও আমার আছে। সহস্র নাগরিকের জীবন নিয়েছি—কিন্তু জীবনের বিনিময়ে মানবের যা কাম্য, যা'র আশায় সহোদর সহোদরকে পর্য্যন্ত হত্যা ক'রতে দ্বিধা বোধ করে না—পুত্র পিতাকে পর্য্যন্ত···এই, বল তো কি সে বস্তু? জীবনের বিনিময়ে তোমরা কি পেলে খুসী হও?—বল···বল···হাঃ হাঃ হাঃ···বুঝেছি, আমার সাম্‌নে মুখে আস্‌তে ভয়! যাও বাহাউদ্দীন, রাজকোষ উন্মুক্ত কর; সহস্র সহস্র নাগরিকের বক্ষ-শোণিত-সিক্ত রাজপথের কর্দ্দম—আবার হীরা জহরৎ ছড়িয়ে শুকিয়ে ফেল।

সকলে— জয় হোক্ দিল্লীশ্বর। জয় হোক্ শাহানশা মহম্মদ বিন্ তোঘল্‌ক।

[বাহাউদ্দিনের পশ্চাতে নাগরিকদের প্রস্থান।

মহ—জয় হোক্ শাহানশা—জয় হোক্ মহম্মদ বিন্ তোঘলক!

গঙ্গু বাহমণীর প্রবেশ।

কে···গঙ্গু! এমন বিমর্ষ পাণ্ডুর মুখে এসে দাঁড়ালে যে—? কই বাহমণী, এদের সঙ্গে তুমি তো আমার জয়ধ্বনি কর্‌লে না?

গঙ্গু— না সম্রাট, আজ আমার জয়ধ্বনি করবার দিন নয়—আজ আমার কাঁদবার দিন! এ আপনি কি ক'ল্লে'ন শাহানশা? অন্তরের নিভৃত স্থলে আপনার যে দেবমূর্ত্তি গড়েছিলাম আমি, সে যে এক মুহূর্ত্তে চূরমার ক'রে ভেঙ্গে দিলেন! সমস্ত পৃথিবীর জীবের প্রতি আপনার সে অসীম ভালবাসা —তা'র কি আর কিছুমাত্র অবশেষ থাক্‌লো না!

মহ— ভুল, ভুল গঙ্গু,—দুনিয়ার প্রতি আমার ভালবাসা এতটুকুও হ্রাস পায় নি। দুনিয়া খোদাতালার সৃষ্টি; মানুষের অন্তর সেই পরমাত্মারই প্রতিচ্ছবি। সেই মানুষের অন্তরে যা'তে পাপের রাজত্ব বিস্তার লাভ ক'রতে না পারে—তাই আমি কঠোর হস্তে শাসন দণ্ড গ্রহণ ক'রেছি। পাপের ধ্বংস ক'রে, সমস্ত মানব জাতিকে জয় যাত্রার পথে অগ্রসর ক'রে দেওয়াই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

গঙ্গু— কিন্তু, সে ব্রত সাধন কর্‌বার জন্য কি এম্‌নি করেই মানুষের রক্ত-পাত করতে হ'বে শাহানশা?

মহ— রাজা নির্ম্মম শাসক…পক্ষপাতিত্বহীন কঠোর বিচারক। প্রয়োজন ঘটেছে বলেই, আমাকে ভাই-এর বুক হ'তে ভাইকে কেড়ে নিতে হয়েছে…স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসার বারুদের আগুনে পুড়িয়ে দিতে হয়েছে…এমন কি, গঙ্গু বাহ্মণীর স্নেহ-আবেষ্টন থেকে তার একমাত্র পুত্রকে পর্য্যন্ত ছিনিয়ে আন্‌তে হয়েছে।

গঙ্গু— কে—কে—কা'কে ছিনিয়ে আন্‌তে হয়েছে?

মহ— সেকি! তুমি কি এখনো শোন নি গঙ্গু, যে তোমার পুত্র মৃত?

গঙ্গু— কে! আমার প্রাণাধিক প্রিয় জাফর খাঁ?

মহ— আহা, জাফর খাঁ হ'তে যাবে কেন? তোমার প্রতিপালিত পুত্র জাফর খাঁকে আমি বিজয় নগরের বিদ্রোহ দমন কর্‌তে পাঠিয়েছি। আমি বল্‌ছি, তোমার শিশুপুত্র প্রদীপ কুমারের কথা।

গঙ্গু— প্রদীপ কুমার ! সম্রাট্, এ দীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরিহাস করা আপনার শোভা পায় না।

মহ— পরিহাস—!

গঙ্গু—হ্যাঁ, পরিহাস···নিতান্ত পরিহাস ! দশ বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত্রের কথা আমি আজও ভুলি নি সম্রাট। নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে...সেই রাত্রে কাবেরি-সলিলে নিমজ্জমান্ যে অসহায় শিশুকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন, আজ আবার তা'কেই স্বহস্তে বধ কর্‌বেন ! সম্রাট, এরূপ উক্তিকে পরিহাস ছাড়া আর কি বলা চলে ?

মহম্মদের ইঙ্গিতে হিন্দু প্রহরী প্রদীপের রক্তাক্ত দেহ লইয়া প্রবেশ করিল।—

মহ— হুঁ···কিন্তু দেখ তো গঙ্গু, তা' হ'লে এ-ও পরিহাস কিনা ?

গঙ্গু— কে···কে ··প্রদীপ ! প্রদীপ ! আমার প্রদীপ ! ওহোঃ—

(পুত্রকে বুকে জড়াইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন।)

মহ— ছিঃ গঙ্গু, এতটা উতলা হওয়া তোমার ন্যায় বিজ্ঞ-ব্যক্তির শোভা পায় না। স্বীকার কচ্ছি, আমি তোমার পুত্রের জীবন নিয়েছি ; কিন্তু তা'র বিনিময়ে তুমি কি চাও ? শপথ কর্চ্ছি, তুমি যে বস্তু প্রার্থনা কর্‌বে—আমি তোমাকে তাই দেবো।

গঙ্গু— বিনিময়—পুত্রের জীবনের বিনিময় !

মহ— হ্যাঁ, তোমার পুত্রের জীবনের বিনিময়। রত্ন ? মাণিক্য ?

হীরা? জহরৎ? জায়গীর? হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য? নাও, গ্রহণ কর ব্রাহ্মণ, গ্রহণ কর—(রাজমুকুট দানে উদ্যত)

গঙ্গু— তুমি…তুমি…তুমি কি মানুষ!

মহ— গঙ্গু—!

গঙ্গু— উত্তর দাও, তুমি কি মানুষ! পুত্রের জীবনের বিনিময়ে সাম্রাজ্যের উৎকোচ এনেছ! নির্ম্মম··হৃদয়হীন সম্রাট,— দরিদ্র পিতার স্নেহকে ব্যঙ্গ করতে এসেছ তুমি…এত স্পর্দ্ধা তোমার!—দরিদ্র পিতা, পিতা নয়—দরিদ্রের সন্তান সন্তান নয়—স্নেহ…ভালবাসা…বাৎসল্য—সে শুধু রাজ অধিরাজের?

মহ— স্তব্ধ হও··স্তব্ধ হও গঙ্গু, আমি তোমার দুনিয়ার নীতি পালন করেছি মাত্র।

গঙ্গু— দুনিয়ার নীতি!

মহ— হ্যাঁ, দুনিয়ার নীতি। তা হ'লে স্মরণ কর গঙ্গু, সেই সপ্তাহ কাল পূর্ব্বের ইতিহাস। বাঙলার বিদ্রোহ দমনান্তে, বিজয়ী পিতা যখন রাজধানী দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করলেন, আমার ইচ্ছা হ'ল যে তাঁ'র সম্মাননায় এমন এক কীর্ত্তি-সৌধ নির্ম্মাণ করব··যা'র মীনারে মীনারে, গম্বুজে গম্বুজে, শাশ্বত কাল ধরে'—শিল্পীর অপূর্ব্ব সাধনা অক্ষয়·অমর হ'য়ে রইবে! ক্ষীণা দুর্ব্বলা এই পৃথিবী;—তাই যে বিরাট স্বপ্ন আমার বুকের ভিতর জন্ম নিয়েছিল, সে তা'কে ধরে' রাখতে পারল না—চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত অপূর্ব্ব তোরণ মুহূর্ত্তে ভূমিস্মাৎ হ'য়ে গেল; তা'র সঙ্গে পিতার জীবন-

বায়ুও মহাশূন্যে বিলীন হ'য়ে গেল! তা'র ফলে তোমার দুনিয়া কি বলে শোনো গঙ্গু!—কিন্তু কে···কে আমার কথার সাক্ষ্য দেবে? ঐ—ঐ যে এক রত্তি দুধের বালক গোলার আঘাতে রক্ত-সিক্ত মাংস পিণ্ডের ন্যায় পড়ে' আছে —ঐ ওকে জিজ্ঞাসা কর গঙ্গু, ওর ঐ পাণ্ডুর হিম-শীতল ওষ্ঠ নেড়ে ও-ও প্রচার ক'রবে—মহম্মদ তোঘলকের তোরণ নির্ম্মাণে ষড়যন্ত্র···মহম্মদ তোঘলকের পিতৃভক্তিতে ষড়যন্ত্র··· আমি পিতাকে চাই নি—পিতাকে ভালবাসি নি···পিতার জীবনের বিনিময়ে রাজমুকুট ক্রয় করেছি!

গঙ্গু— সম্রাট—সম্রাট—

মহ— কে··কে! ও! (সংযত হইয়া) গঙ্গু, তোমাকে রাজমুকুট দান করতে চেয়েছিলাম, আমার সে দান গ্রহণ করলে পারতে; কারণ, তোমার দুনিয়ার নীতি বলে, মানুষের জীবনের চেয়ে রাজমুকুটের দাম অনেক বেশী!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী দরবার কক্ষ

বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদারগণ আসীন। স্বর্ণ পাত্র হইতে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া উঠিতেছে।

নর্ত্তকীদের প্রবেশ

ভোর সানাইএর ভঁয়রো বাজে
নিদ্-মহলার মীনার তলে।
কাজল মেঘের আঁচল চিরি'
রং বাহারী রোশ্‌নি ঝলে॥
বঁধুর বুকে লাজুক মেয়ে
তখনো চোখে ঘুম;
নিশুতি রাতে উঠ্‌ল জেগে
বঁধুয়া দিল চুম;
"এবার হ'ল যাবার সময়"
বঁধুয়া কহে, বধু চেয়ে রয়—
বিধুর দুটী অধর কাঁপে নয়ন ভাসে জলে॥

গীত শেষে সুবাদারগণ উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এমন সময় উজীর মালেক খসরুর প্রবেশ।

সিন্ধু-সুবা—এই যে উজীর সাহেব! সম্রাটের আগমনের আর কত বিলম্ব খাঁ সাহেব?

মালেক—আর বিলম্ব নাই সুবাদার, আমি তাঁরই আগমন বার্ত্তা আপনাদের পূর্ব্বাহ্নে জানাতে এসেছি। নর্ত্তকীগণ, তোমরা এবার বিদায় হ'তে পার।   [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সিন্ধু-সুবা—কেন খাঁ সাহেব, বিদায় ক'রে দিলেন কেন? সম্রাটের অভ্যর্থনা ক'রে ওরাও—

মালেক—মাফ ক'রবেন সুবাদার; আমাদের সম্রাট নৃত্য-গীত-বিলাসী নন্। আপনারা মান্য অতিথি, শুধু আপনাদের মনস্তুষ্টির জন্যই আজ এই বিশেষ আয়োজন হয়েছিল··· এবং সম্রাটের বিচিত্র ইচ্ছানুসারে সে আয়োজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল এই দরবার কক্ষেই!—   [নেপথ্যে নকীব হাঁকিল—

শাহেন্‌শাহে হিন্দুস্তাঁ মালিকে আমির ও ওম্‌রা মহম্মদ বিন্ তুঘলক্ নিগাহোঁবাঁ আমীর্‌ও গরীব—

মালেক— এই যে, সম্রাট এসে পড়েছেন!

(সুবাদারগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন)

মহম্মদ ও বাহাউদ্দিনের প্রবেশ।

মহ—   কনোজ, সিন্ধু ও বেহারের সুবাদার, আপনাদের উপঢৌকন আমি স্বচক্ষে দেখেছি—দেখে খুসী হ'য়েছি। বিশেষতঃ যে একখণ্ড বৃহৎ পদ্মরাগ মণি পাঠিয়েছেন—কোষাধ্যক্ষ বাহাউদ্দিন বলে, ওরূপ মহার্ঘ মণি আমার রাজভাণ্ডারে একটিও নাই।

কনোজ-সুবা—শাহান শা, আমার এক পূর্ব্ব-পুরুষ ঐ মণিখণ্ড দ্রাবিড় দেশ জয় ক'রে আনয়ন করেন। শুনেছি, ঐ মণি নাকি সেখানকার রাজ মুকুটের প্রধান শোভা ছিল।

মহ— রাজ মুকুটের চেয়েও যোগ্যতর স্থানে আমি তা'কে রেখেছি সুবাদার; আমি তা'কে বিতরণ ক'রেছি। শুধু ঐ একখণ্ড মণি নয়—তোমাদের সমস্ত উপঢৌকন—তা'র সঙ্গে রাজ-কোষের সমস্ত ঐশ্বর্য্য—দিল্লীর বহু-বর্ষের বুভুক্ষিত নরনারীর ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে নিঃশেষে ব্যয়িত হয়েছে। বাহাউদ্দীন, ভাণ্ডার ?—

বাহা— ভাণ্ডার কপর্দ্দক শূন্য জাঁহাপনা—!

মহ— শুন্‌লে মালেক—"ভাণ্ডার কপর্দ্দক শূন্য"—এই সহজ কথাটি উচ্চারণ কর্‌তে বাহাউদ্দীনের গলাটা কেমন শুকিয়ে গেল! যেন পত্নী বিয়োগ হ'য়েছে! দুঃখ কোরো না প্রিয়তম, আবার আস্‌বে···আবার ভাণ্ডার পূর্ণ হবে। যে দেবার ক্ষমতা অর্জ্জন ক'রেছে—নেবার ক্ষমতা তো তা'র মুঠোর আয়ত্বে! ভাল—এবার আমি আপনাদের অভিযোগ শুনব—একে একে বর্ণনা করুন সুবাদার—

সিন্ধু-সুবা—জাঁহাপনা,—আমার সুবার নিকটে বিজয়নগরের হিন্দু-রাজা বুক্কারায় নিজেকে স্বাধীন রাজারূপে ঘোষণা করেছে।

মহ— এ সংবাদের জন্য আপনাকে বহুৎ ধন্যবাদ সুবাদার; বিজয়-নগর বিদ্রোহ দমন কর্‌তে আমি ইতঃপূর্ব্বেই সৈন্যাধ্যক্ষ জাফর খাঁকে প্রেরণ ক'রেছি!—

প্রহরীর প্রবেশ ।

কি সংবাদ ?

প্রহরী— সাহান শা, সেনাপতি কিঁচলু খান্ দর্শন প্রার্থী !

মহ— (অতিমাত্র বিস্ময়ে) কিঁচলু খান্ ! আচ্ছা, আস্‌তে বল। কিঁচলু খাঁ ! কি আশ্চর্য্য !　　　　　[প্রহরীর প্রস্থান ।

নতমস্তকে কিঁচলু খানের প্রবেশ।

কিঁচলু খান্, তোমাকে না এক লক্ষ ফৌজ দিয়ে খোরাসান জয় করবার জন্যে প্রেরণ করা হ'য়েছিল ! তোমার এ অকস্মাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ ?

কিঁচলু— রসদের অভাব জাঁহাপনা। এই কনোজের সুবাদার উপস্থিত আছেন ; এঁকে জিজ্ঞাসা করুন। এঁর ওপরেই রসদ যোগাবার ভার ছিল। এঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা···ষড়যন্ত্রকারী-দের গোলযোগ—খোদার অভিশাপে ভীষণ দুর্ভিক্ষ--সমস্ত মিলে—

মহ— (তীব্রকণ্ঠে) কিঁচলু খান্ ! কৈ হ্যায়...

প্রহরীর প্রবেশ।

জহ্লাদ—

জহ্লাদের প্রবেশ ।

কিঁচলু—(করযোড়ে) শাহান শা—

মহ— চুপ্ রহো বেইমান্ ! অপদার্থ মূর্খ, তুমি জান না যে, এই খোরাসান অভিযান নিষ্ফল ক'রে দিয়ে তুমি আমার জয়যাত্রার

সূচনাতে কত বড় ব্যর্থতা এনে দিয়েছো ! আমার সঙ্কল্প ছিল তামাম দুনিয়া জয় ক'রে আমি সমস্ত মানব জাতিকে এক বিরাট আদর্শে গঠিত করব। মানুষকে পাপ-পঙ্ক হতে উদ্ধার ক'রে—তা'কে তা'র সৃষ্টি-কর্ত্তারই সিংহাসন পার্শ্বে অধিষ্ঠিত করাবো ; আমার সে কল্পনাকে তুমি এমন ক'রে নিষ্ফল ক'রে দিলে !—জহ্লাদ,—শির···শির···বেইমান কিঁচলুখানের শির—

কিঁচলু— দোহাই শাহান শা,—আপনার পদতলে প'ড়ে মিনতি জানাচ্ছি, ঘাতকের খড়্গে আমায় নিহত করবেন না। আজ ভাগ্য-বিড়ম্বনায় খোরাসান জয়ের আশায় বিফল হয়েছি সত্য—কিন্তু তবু আমি আজন্ম-সৈনিক,—রণক্ষেত্রে মৃত্যুই আমার চিরকাম্য। আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা কর্চ্ছি সাহানশা,—এর চেয়ে আমায় সেই বরণীয় মৃত্যুই দান করুন !

মহ— উত্তম, তাই হ'বে সৈনিক,—তোমার প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করলেম। এই নাও আমার ফার্ম্মান। এই ফার্ম্মান নিয়ে এই দণ্ডে কনোজ যাত্রা কর ; কনোজের ষড়যন্ত্রকারীদের—

কিঁচলু— দমন ক'র্‌ব ?—

মহ— দমন ! হত্যা···হত্যা···নর, নারী, বালক, বৃদ্ধ, মানুষ, পশু... সমস্ত নির্ব্বিচারে হত্যা ক'র্‌বে ! কনোজ বারুদের আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। এক পক্ষকালের মধ্যে আমি দেখ্‌তে চাই হিন্দু স্থানের মানচিত্র হ'তে কনোজ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে।

কনোজ-সুবা—সম্রাট্—মেহেরবান,—আমার হতভাগ্য প্রজাদের এত বড় গুরু দণ্ড দেবেন না শাহান শা—

মহ—　প্রজারা যে হতভাগ্য তা'তে আর সন্দেহ নাই সুবাদার,—নইলে তা'দের উচিত ছিল…দিল্লীর সম্রাট-শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্‌বার পূর্ব্বে—আপনার ন্যায় অপদার্থকেই গুলি করে' বধ করা।…তা যখন তা'রা কর্‌তে পারে নি, তখন তা'রা নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে এবার কৃত-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বে! যান্ আপনারা—আপনাদের উপস্থিতি—আমার চক্ষু-পীড়ার উদ্রেক কর্চ্ছে—　[মহম্মদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মহ—বিদ্রোহ…বিদ্রোহ‥ চতুর্দ্দিক হ'তে কেবলই বিদ্রোহের সংবাদ! কিন্তু আমিও নিরস্ত হ'ব না…মানব মনের বিদ্রোহী শয়তানকে আমি টুঁটী চেপে মারব!…ভুল ক'রে চেয়েছিলাম এই দুষিত ব্রণকে শান্তির প্রলেপ দিয়ে স্নিগ্ধ কর্‌তে! শান্তির প্রলেপ! না…না…শান্তির প্রলেপে হ'বে না! এর জন্যে প্রয়োজন নির্ম্মম অস্ত্রোপচার!

নেপথ্যে—(করুণ সঙ্গীত)

গীত

যায় নিভে যায় জীবনের যত আলো
　　জীবনের যত আলো।
বায়ু কাঁদে হায় হায়—সে কোথায়—সে কোথায়,-
আকাশ ভুবনে ছেয়ে গেছে শুধু
　　অমা-রজনীর কালো॥

বৃদ্ধ পীর বাহরামের প্রবেশ।

বাহরাম—জোনাবালি,—

মহ— এই যে, আমার প্রিয় বন্ধু বাহরাম ! মনে মনে বুঝি তোমাকেই স্মরণ ক'র্চ্ছিলাম ভাই ! কিন্তু—ও কে রাজপথ দিয়ে এমন করুণ গান গেয়ে যায় ? ওর গান, সে যেন ক্রন্দনেরই নামান্তর—!

বাহ— ও এক পাগলিনী জনাব,—আহা, বেচারী ওর স্বামীকে হারিয়েছে –

মহ— তাই বুঝি এই ক্রন্দন ?

বাহ— হ'বে না ? স্বামী স্ত্রীব প্রেম···স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা—

মহ— প্রেম ! ভালবাসা ! সত্য বটে, কেতাবে প'ড়েছি—সব দেশেই নাকি স্ত্রী পুরুষ—বিশেষতঃ তরুণ তরুণীদের মধ্যে ঐ প্রেমের কি রকম একটা দেওয়া নেওয়া আছে ! তা'র মধ্যে নাকি সত্যই কোন ভণ্ডামী নাই···কোন আবিলতা নাই ! কিন্তু নরনারীর সে প্রেম আমি কখনো চোখে দেখি নি ! তুমি দেখেছ বাহরাম ?

বাহ— ওকি চোখে দেখার বস্তু জোনাবালি ? ও শুধু মনে মনে বুঝে নিতে হয়। আমারও সাদী করা জরু রয়েছে তো ?

মহ— ও···তা হ'লে তোমরাও পরস্পরের নিকট থেকে যা কিছু পাওনা—কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নাও বুঝি ! আহা, আজ যদি আমারও একটা বিবাহিতা স্ত্রী থাক্‌তো !—

বাহ—এ আবার একটা কথা হ'ল জনাব ! আপনার স্ত্রীর অভাব ! আপনি হুকুম করুন···আমি নিজে দেখে শুনে ঠিক আমার বিবির মতই একটী খাপসুরৎ—

মহ— থাক্ বন্ধু.—তোমার মনোনীতা খাপসুরৎ বিবিকে আমি এখান থেকেই আদাব জানাই। আর, ছেলে বেলায় পিতার আদেশে বিবাহ তো একটা করেওছিলাম; কিন্তু নসীবে টি'কল কৈ!—

অশ্বারোহী বেশে শিরিবাণু ও তৎপশ্চাতে যুবক ফিরোজ খাঁর প্রবেশ।

শিরিণা—পিতা,—

মহ— এই যে, শিরিবাণু,—

শিরিণা—পিতা,—আমি তোমার কে?

মহ— কেন? তুমি আমার কন্যা!—এ বিষয়ে কি কেউ তোমার মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক ক'রে দিয়েছে?

শিরিণা—(সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ফিরোজকে দেখাইল।) আর···ও?—

(মহম্মদ ফিরোজের পানে তাকাইলেন)

ফিরোজ—আমি আপনার সেনা বিভাগের একজন কর্ম্মচারী জাঁহাপনা, নাম ফিরোজ খাঁ!

শিরিণা—ভৃত্য···ভৃত্য···সম্রাটের আজ্ঞাবহ ভৃত্য তুমি!···সম্রাট, তোমার ভৃত্য—তোমার কন্যাকে অভিবাদন জানায় না কেন?

মহ— ফিরোজ—(ফিরোজ নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।) —উদ্ধত যুবক—

ফিরোজ—শিরোধার্য্য আদেশ সম্রাট—(শিরিণাকে কুর্নিশ করিল।)

মহ— ব্যাপার কি শিরি ?—

শিরিণা—পিতা, আমি অশ্বারোহণে যমুনার তীরে ভ্রমণ ক'রে প্রাসাদে ফিরছিলাম হঠাৎ চাঁদনী চকের সাম্‌নে কোলাহল শুনে আমার ঘোড়া গেল ক্ষেপে ; বুনো জানোয়ার লাগাম ছিঁড়ে ফেলে…জনতা বিদলিত ক'রে·· উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল ! তখনই চেষ্টা ক'রে আমি আমার ঘোড়াকে সাম্‌লে নিচ্ছিলাম। এমন সময় এই উদ্ধত যুবক ঘোড়ার গতি রুদ্ধ ক'রে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। লাগাম আমার হাতে তুলে দিয়ে কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর মিশিয়ে বল্‌ল—"নারীর স্থান অশ্বপৃষ্ঠে নয়, অন্দরনে"—(মহম্মদ ফিরোজের পানে তাকাইলেন।)

ফিরোজ—সম্রাট কন্যার মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই শুধু নয় জাঁহাপনা,—আমি তাঁর জীবন রক্ষার জন্যও এ কার্য্য করেছি !—

শিরি— সম্রাট কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা…সম্রাট কন্যার জীবন রক্ষা—! এত স্পর্দ্ধা তোমার ! একথা উচ্চারণ করতে সাহস কর তুমি ! পিতা, পিতা,—তোমারই পয়জারের তলার ভৃত্য যে—সে আসে তোমার কন্যাকে করুণা ক'রতে ! দিল্লীর শত শত নাগরিকের সাম্‌নে ও যখন আমার হাতে লাগাম তুলে দিলে—তখন আমার উন্নত শির যে লজ্জায় মাটীতে নুইয়ে গেল পিতা ! হং, আমি নিজের শক্তিতে বাঁচতাম…না হয় মরতাম…ও কেন·· ও কেন আসে আমায় করুণা করতে ?—(কাঁদিয়া ফেলিল।)

মহ— একি,—একেবারে চোখে জল ! এ চোখের জলের অর্থ ?

মর্য্যাদায় আঘাত…না আর কিছু! দোস্ত, এরা দু'জনেই তো দেখছি তরুণ ও তরুণী…নয়? (ফিরোজকে) যুবক, সত্য বল, তুমি সেখানে কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলে? তোমার কি অভিপ্রায় ছিল?—

ফিরোজ—জাঁহাপনা,—আমি সেই উন্মত্ত অশ্বকে লক্ষ্য ক'রে গিয়েছিলাম!

মহ— শুধু অশ্ব? শুধু বাহনটি? না, আর কিছু?—

শিরি— পিতা—

মহ— শোন কন্যা, আজ আমরা ফিরোজের কথাই মেনে নেব। "নারীর স্থান অশ্বপৃষ্ঠে নয…অন্দরণে।" উত্তম, তোমার ঘোড়া ছেড়ে দাও…তোমায় আমি এতদিন যত পুরুষোচিত শিক্ষা দিয়েছি, সব ভুলে গিয়ে—আজ হ'তে তুমি অন্দরণের শোভা বর্দ্ধন করো। আর, এই যুবক,—এর কাজ তোমার মহলের পাহারা দেওয়া, এবং সম্পূর্ণরূপে তোমার আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে থাকা।—

শিরিণা - পিতা!!

মহ— যাও কন্যা,—আজ হ'তে তুমি অন্দরণ-বিহারিণী। আমি দেখ্‌তে চাই—পর্দ্দা ও বোরখার আড়ালে গিয়েও আমার এত কালের শিক্ষাকে তুমি নিষ্ফল হ'তে দেবে না। যাও—অন্দরণে যাও—(চলিতে চলিতে ফিরিয়া) বাহরাম,—এরা কিন্তু তরুণ ও তরুণী! শিরি, খু-ব হুঁসিয়ার—

[বাহরাম ও মহম্মদের প্রস্থান।

(ফিরোজও অপরদিকে প্রস্থানোদ্যত)

শিরিণা—দাঁড়াও যুবক,—এ সকলের অর্থ কি ?

ফিরোজ—আমি কি ক'রে বল্‌বো বাদ্‌শাজাদী !—সবই আপনার মহান পিতার অভিরুচি !

শিরি— তাহ'লে তুমি এখন হ'তে আমার অন্দরণের প্রহরায় নিযুক্ত হবে নাকি ?

ফিরোজ—আপনার পিতার অভিপ্রায় তো স্বকর্ণেই শুনেছেন শাজাদী !

শিরি— পিতার অভিপ্রায় ! পিতার অভিপ্রায় ! কেন, এই যে খানিক আগে আমায় গলা উঁচু ক'রে বলা হ'চ্ছিল—"নারীর স্থান অশ্ব পৃষ্ঠে নয়—অন্দরণে"...এখন ? এখন বুঝি সেই নারীর পরিত্যক্ত ঘোড়ার লাগাম বাগাতেই পুরুষ হয়েও—অন্দরণে ঢুকে প'ড়ছ ! পুরুষ ! লজ্জা করে না তোমার ? তুমি জাহান্নামে যাও। [বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিজয়নগর প্রান্তের বস্ত্রাবাস। রাত্রিকাল। রণমল্ল।

প্রতিহারিণীর প্রবেশ।

প্রতিহারিণী—সেনাপতি, মহারাণী বিজয়নগরের যুদ্ধের সংবাদ জান্‌তে উৎসুক।

রণমল্ল— তাঁ'কে ব'লো সংবাদ এখনো পাই নি। এলেই তাঁ'কে জানাবো— [প্রতিহারিণীর প্রস্থান।

রণ— মহারাণী সানন্দা! সে এখন রাজা বুক্কারায়ের! অথচ এই সানন্দা ছিল আমারই বাল্য-সঙ্গিণী!—সে হয়তো আমারও হ'তে পারতো;—বুক্কারায় আমার জীবনের নিষ্ঠুর কুগ্রহ! ওদের সুখের জীবন আমি সইতে পারবো না। যদি দেবগিরির বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে···একি, দূরে যেন মশালের আলো··· না নিভে গেল! আলো না আলেয়া?

ত্রস্তপদে সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক— সৈন্যাধ্যক্ষ, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—

রণ— কি? শীঘ্র বল্—

সৈনিক— মহারাজ বন্দী!

সানন্দার প্রবেশ।

সানন্দা— কি—কি সংবাদ এনেছ তুমি দৌবারিক?—

সৈনিক— মহাদেবি,—সর্ব্বনাশ! সেনাপতি জাফর খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়-নগর পরাজিত, মহারাজ বন্দী!

সানন্দা—কি, বন্দী! উঃ—মা বিজয়নগর অধিশ্বরী, শেষে এই হ'ল—এই তোমার মনে ছিল মা!—

রণমল্ল— উতলা হবেন না দেবি! সৈনিক, অবিলম্বে শিবির তুল্‌তে আদেশ দাও।

সৈনিক— যথা আজ্ঞা সেনাপতি-- [প্রস্থান।

রণ— মহাদেবি—

সানন্দা— রণমল্ল,—কি হবে? কেমন ক'রে আমার স্বামীকে রক্ষা করবো?

রণ— ঐ···দূরে আবার সেই আলেয়ার আলো !—ব্যাপার তো বোঝা যাচ্ছে না, দেখে আসতে হ'লো ! সানন্দা, তুমি অধীর হ'য়ো না···এখনি আমরা দেবগিরি যাত্রা ক'র্ব্ব !

সানন্দা--- দেবগিরি কেন ?—

রণ--- কি আর ক'র্‌ব ? বিজয়নগর পাঠানের অধিকৃত—সেখানে ফির্‌বার উপায় নাই। উজ্জয়িনীতে তোমার পিতা পরলোকগত···বিমাতার পুত্রেরা তোমার এ বিপদে দিল্লীশ্বরের বিপক্ষে তোমায় সাহায্য ক'র্ব্বে না—সুতরাং সেখানেও যাওয়া অসম্ভব !—একমাত্র যা'বার স্থান র'য়েছে দেবগিরি ; সেখানে আমার বহু অনুরক্ত লোক আছে। আমাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তা'রা নিশ্চয় সাহায্য করবে।—প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবে না...

সানন্দা--- না—না—দেবগিরি গিয়ে কাজ নাই। স্বামী আমার শত্রু হস্তে বন্দী হ'য়ে দিল্লীতে নীত হ'য়েছেন---আমি দিল্লী যাবো !

রণ— আবার···আবার যেন বহু লোকের পদশব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি ! নিকটে মশালের আলো সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি···আর তো অপেক্ষা করা চলে না ! সানন্দা,—আমার আদেশ—এখনি তোমায় দেবগিরি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে। তুমি দিল্লী যেতে পাবে না। [প্রস্থান।

সানন্দা— এর অর্থ ! রণমল্ল আমায় আদেশ করে—আমি দিল্লী যেতে পাবো না !—স্বামীর কাছে যেতে পার্‌বো না ! তবে কি ওর মনে কোন কূট অভিসন্ধি আছে !

(নেপথ্যে কোলাহল, বন্দুকের আওয়াজ)

সৈনিকের প্রবেশ ।

সৈনিক—মহাদেবি, বিপদের ওপর বিপদ হযেছে—বেতুইন দস্যুগণ আমাদের তাঁবু আক্রমণ ক'রেছে। আমরা মাত্র পঁচিশ জন—আর তা'রা সংখ্যায় যথেষ্ট বেশী—আপনি সাবধান থাকবেন দেবী ! [প্রস্থান ।

সানন্দা—দস্যুদল আক্রমণ ক'রেছে !—করুক আক্রমণ—যে বিপদে প'ড়েছি এর চেয়ে বড় বিপদ তা'রা আর কি ঘটাতে পারে ?—

মশাল ও বল্লমধারী একদল উচ্ছৃঙ্খল বেতুইনের প্রবেশ ।

১ম বেতু—ইযে আল্লা,—মেহের বান্ ! এ কোন্ হুরী ! কত জড়োয়া গহনা !—হাজার আশ্রফীর মাল...

২য় বেতু—হঠ্ যাও—এ আমার গুলে-বকাউলি!

সানন্দা— কে—কে তোমরা !

১ম বেতু—আরে, কথা বলে—কি মিষ্টি কথা—শিরীন্ বুলি !

২য় বেতু—নার্গিস্ ফুলের মত চোখ, এ আমার পিয়ারী—সব তফাৎ থাকো !

সানন্দা— সাবধান—এগিযো না—আমায় স্পর্শ কোরো না—

১ম বেতু—ভয় নাই রূপওযালী,—আমি তোমার গোলাম—

সকলে— আমার পিয়ারী—আমার বিবি—

(সম্মুখে অগ্রসর হইল)

সানন্দা— খবর্দ্দার—খবর্দ্দার দস্যু···

বেদুইন ইব্রাহিমের প্রবেশ।

ইব্রা— (বল্লম তুলিয়া) খবর্দ্দার উল্লুকের দল,—এক পা এগিয়ে আস্‌বি তো—জান্ নেব !

সকলে— কে রে দুষমন্—

১ম বেদু—ইব্রাহিম, তুই ! আমাদের ভাগিয়ে ..ভেবেছিস্ শয়তান, নিজে ওকে নিয়ে মজা লুটবি ! মার্—মার্—

সকলে— মার্ মার্—(ইব্রাহিমকে আক্রমণ করিল।)

আবদাল্লা—(নেপথ্যে) হো "বেদুইন !"—

১ম বেদু—আরে, শেখ্ আস্‌ছে—পালা—পালা—

আবদাল্লার প্রবেশ।

আব— এরে কুত্তা,—হল্লা কেন এখানে ! (সানন্দাকে দেখিয়া) আরে—এই যে !—হুঁ —একে নিয়ে বুঝি হল্লা ?—

১ম বেদু—শেখ.—ঐ ইব্রাহিম শয়তান—

২য় বেদু—ঐ ইব্রাহিম—

আব— চোপ্ রহ উল্লু ! বাইরে দুষমনেরা এখনো ল'ড়ছে—গুলী ছুড়ছে···আর লড়াই ছেড়ে এখানে সব—এই কুত্তা, এই হারামজাদ্—

সকলে— যাচ্ছি—সর্দ্দার, যাচ্ছি—(প্রস্থানোদ্যত)

আব— দাঁড়া—কিন্তু সব গেলে এটাকে পাহারা দেবে কে ?—

সকলে— আমি থাক্‌বো সর্দ্দার—আমি পাহারা দেব—

আব— চোপ্ !—গোস্ত্ পাহারা দিতে জানোয়ার বহাল কর্‌বো ! কিন্তু ···তবে · এই ইব্রাহিম···

ইব্রা— হুকুম…

আব— তোকে বিশ্বাস কর্‌লেও করা যেতে পারে…থাক্‌বি ?

ইব্রা— থাক্‌বো সর্দ্দার !

আব— কিন্তু, ফিরে এসে যদি না পাই ? জামিন তোর শির্…

ইব্রা— বেশ, শির জামিন—

আব—হঠ্ যা—হঠ্ যা সব— [আবদাল্লা ও অপর বেদুইনদের প্রস্থান ।

(নেপথ্যে বেদুইনদের যুদ্ধ বাজনা বাজিতে লাগিল, গুলীর আওয়াজ ও চীৎকার শোনা গেল)

ইব্রা— এই উত্তম সুযোগ—শীঘ্র পালাও—

সানন্দা— পালাবো ?

ইব্রা— হ্যাঁ, পালাও—ওরা লড়াইতে মেতেছে—অন্যদিকে নজর দেবার ফুরসুৎ পাবে না…এই ফাঁকে যেখানে হয় পালাও…যদি একা যেতে ডর্ লাগে আমার সঙ্গে এসো—তোমায় বাইরে রেখে আস্‌ছি।

সানন্দা— তুমি আমায় বাইরে নিয়ে যাবে—কিন্তু কি জামিন রেখেছ' স্মরণ আছে—?

ইব্রা— জানি আমার শির জামিন আছে ! না হয় যাবে শির…খাঁটী বেদুইনের বাচ্চা কখনও শির দিতে ডর্ খায় না—চলে এসো—মিছামিছি বাৎচিৎ ক'রে উদ্ধারের আশা নষ্ট ক'রো না—জল্‌দি—

সানন্দা— না,—তোমার জীবন বিপন্ন ক'রে এ ভাবে আমি কোথাও যেতে পার্‌বো না—

ইব্রা— আঃ, তুমি কি পাগল বনে গেছ?—যাবে না—তবে কি এই লুঠ্‌তরাজী জানোয়ারদের হাতে জান কব্‌জ্‌ করবে?—না, কোনো মেয়েছেলেকে আমি কখনও এদের হাতে প'ড়তে দিই না!—বিশেষ করে তুমি—(সানন্দার নিকটে গিয়া নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া) চোখ দুটি উজ্জ্বল—মুখে তেমনি আলো—যেন এ দুনিয়ার নয়—এ যেন দুনিযার উপরে—হ্যাঁ, সেই মুখ...ঠিক তা'রই মত ..

সানন্দা— কা'র মত?—

ইব্রা— আমার মা!—মুশাফির ছিলাম আমি...সে ছিল আমার পথে কুড়িয়ে পাওযা মা! সেই মাকে আমাব—ঐ বেদুইন জাতের কলঙ্ক—ওই শয়তান আবদাল্লা—না, না,—সে কথা এখন থাক্ ··ওরা এসে প'ড়ল,—কোথায় যাবে জল্‌দি ব'লো—

সানন্দা— তুমি ওদের ব'লে ক'য়ে আমায় দিল্লী পৌছে দিতে রাজী করাতে পারো?

ইব্রা— দিল্লী!! সে কি···দিল্লী কেন?...

সানন্দা— সেখানে আমার স্বামী বন্দী অবস্থায় নীত হযেছেন, যদি সম্রাটের কাছে প্রার্থনা জানিযে কোনোরূপে তাঁকে মুক্ত করতে পারি...তাহ'লে এরা যত অর্থ চায় আমি এদের প্রদান করবো।...

ইব্রা— ব্যস্—আর বাৎ নয়! ..তোমায় যদি দিল্লী নিয়ে যায়···এদের আশরফির ভাবনা নেই।...তা এরা নিজেরাই যথেষ্ট পাবে!... তুমি ভেব না!...

সানুচর আবদাল্লার পুনঃ প্রবেশ।

আব— দুষমন পালিয়েছে।—(সানন্দাকে)—শোনো, তোমার ডর নেই···মেয়ে ছেলেদের আমি ধ'রে রাখতে চাই না···তা'রা এই সব হারাম-জাদ্‌কে মাটী ক'রে দেয়···আমি তোমায় খালাস দিচ্ছি···তুমি আমায় পঞ্চাশ হাজার আশরফি এখনি গুণে দিয়ে চলে যাও···

সানন্দা— পঞ্চাশ হাজার আশরফি !

আব— হাঁ হাঁ,—পঞ্চাশ হাজার! বেশী টাকার দিকে আমার লোভ নেই···নইলে, তুমি একটা হিন্দু বাদ্‌সার বেগম··· তোমার কাছ থেকে দশ-বিশ লাখ দাবি করতে পারতাম্ ···ঐ পঞ্চাশ হাজারই মঞ্জুর, ফেল— ।

সানন্দা— কোথায় পাব এখন ?···

আব— কোথায় ?·· দেখতে চাও কোথায় পাই ?···

সানন্দা— কোথায়—

আব— এ হামিদ্—ওস্‌মান—আমেদ,·· (ইঙ্গিত মাত্রে বেদুইনগণ সানন্দাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল,—সানন্দা ভয়ার্ত্তকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিল।—ইব্রাহিম মধ্যস্থলে দাঁড়াইল।—)

ইব্রা— সর্দ্দার···সর্দ্দার···

আব— আঃ, হঠ্ যা ইব্রাহিম্, নইলে তোর জান্ কব্‌জ হ'বে·· হঠ যা···

ইব্রা— শোনো···একটা বাৎ শোনো···

আব— আশরফি···আশরফি · অন্য বাৎ জানি না···

ইব্রা— হ্যাঁ,—আশরফি মিল্‌বে···থামাও ওদের।

আব— বহুৎ আচ্ছা।—(থামিতে ইঙ্গিত) কোথায় আশরফি?…

ইব্রা— পাবে…কিন্তু এখানে কি ক'রে মিল্‌বে…এখানে যা' ছিল তা'র সবই তো লুঠ তরাজ হয়েছে।

আব— হুঁ…তা হ'লে ও চিঠি দিক্…পঞ্চাশ হাজার আশরফির জন্মে ওর হিন্দু বাদ্‌শার কাছে লিখে দিক্।—ইরফান্ তাই নিয়ে যাবে…কিন্তু, ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ও নিজে থাক্‌বে এখানে জামিন্।…

ইব্রা— কিন্তু, ইরফান্ যা'বে কোথায়…কা'র কাছে? ওর দেশ দিল্লীর বাদ্‌শা দখল করেছে…ওর স্বামী সেখানে কয়েদ হয়েছে…

আব— তা হ'লে আশরফি মিল্‌বে কোথায়…এত মেহনৎ, এত খুন্ জখম ক'রে ওকে গ্রেপ্তার করা হ'ল…শুধু রুক্ষু হাতে ফিরে যেতে…!

ইব্রা— না, আশরফি মিল্‌বে।

আব— কী ক'রে—?

ইব্রা— বলছি।—আচ্ছা, তোমরা একবার দিল্লী যাবে তো?

আব— দিল্লী…হ্যাঁ…সে তো যাবোই…সেটাকে একবার দেখতে,—আমি নয়…এই আমেদ,…ও দেখতে চায়। আমেদ আমার শাকৃরেৎ…বুড়ো হয়েছি…আর কদিনই বা আছি…তারপর ঐ আমেদই ত পাবে তোদের সর্দ্দারী।—ও যখন একবার দেখতে চায় তাকে…তখন যাবো দিল্লী—সেই সঙ্গে বাদ্‌শাকে চেপে হয়তো কিছু আশরফিও আদায় করা যাবে।…

ইব্রা— আমি বলছিলাম—একেও দিল্লী নিয়ে গেলে হয় না?…

আব— একে— !

ইব্রা— ওকে দিল্লী নিয়ে বাদ্‌শার কাছে দাও···চাপ্‌ দিয়ে অনেক আশরফি পাবে···বাদ্‌শা তো তেমন দিয়েই থাকে — !

আব— ওঃ, বহুৎ খুব।—সাবাস্‌ ইব্রাহিম,—সাবাস্‌!—বিবি, তুমি দিল্লী যাবে?—তোমার ওপর কোনো জুলুম হ'বে না।

সানন্দা— যাবো।

আব— আইয়ে—[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী প্রাসাদ সংলগ্ন উপবন

নর্ত্তকীদের প্রবেশ।

গীত

নয়ন তোলো সখি, নয়ন তোলো—
আঁধারে লাজ কা'রে,···ঘোম্‌টা খোলো।
যৌবন-ঢালা নিটোল তনুর আভরণ ফেলে খুলি'—
ঝঝ'র জল ঝর্ণা নিচোল, পর গো মেঘ-কাঁচলি।
দেখিবে না কেহ, যবে এসে বঁধু,—
মাগিবে গোলাপী অধরের মধু,—
হিয়ে হিয়া দিয়া, সোহাগে গলিয়া—
কাণে কাণে কথা বোলো॥

শিরীণার প্রবেশ।

শিরীণা— গুল্‌বাণু,—

গুল— এই যে।—আর একখানা হ'বে শাজাদী? চমৎকার গায় এরা।—সিন্ধুদেশ থেকে একেবারে হালে আমদানী —।

শিরী— চমৎকার গায় তো বখ্‌শিস্‌ ক'রে বিদায় কর —

১ম-নর্ত্তকী—হজরৎকে গান শোননই আমাদের প্রচুর বখ্‌শিস্‌···

শিরী— না—না, আমার সময় হ'বে না।— [নর্ত্তকীদের প্রস্থান। গুলবাণু,—বল্‌তে পারিস্‌ এর অর্থ কি?

গুল্— কিসের অর্থ সাজাদী— ?

শিরী— আমাকে এই অন্দরণে আবদ্ধ কবে রাখায় পিতার উদ্দেশ্য কি?

গুল্— কি জানি; হয় তো শাহান্‌শার ইচ্ছা নয় যে তাঁ'র তরুণী কন্যাটী হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করে বেড়ান; কিম্বা বাদশাহী তক্‌মা এঁটে দরবারে পাহারাওয়ালার কাজ করেন!···

শিরী— না গুল্‌বাণু,—এ চল্‌বে না। এমন ক'রে অন্দরণের কোণে পর্দ্দা টেনে বাস করা আমার ধাতে সইছে না। এখানকার এই হালকা আমোদ, ঠুন্‌কো গান,—আতর গোলাপের মাতাল গন্ধ···না, না—এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পার্চ্ছি না! পিতাকে বলবো, আমায় আবার বাইরে ছেড়ে দিতে। এখানে আর দু'দিনও থাক্‌লে—আমি ম'রে যাবো··· নিশ্চয় মরে যাবো গুল্‌বাণু...

গুল— কি জানি,—আমরা আর পাঁচজনে তো দিব্যি আছি। মেয়ে ছেলে আমরা···হারেমের পর্দ্দা আমাদের কাছে গারদ-খানার আঁটা কবাটও মনে হয় না; প্রাণটাও হাঁপিয়ে

ওঠে না। আপনাদের বাদশাহী দিল···লহমায় লহমায় তা'র হরেক রকম মর্জ্জি, হরেক রকম ফরমাস...

শিরী— বাঁদী! (গুলবাণু সভয়ে অভিবাদন করিল) আমি দেখ্‌তে চাই, মহম্মদ তোঘলকের কন্যার সম্বন্ধে এর পর তোমরা কোনও তুলনা-মূলক ইঙ্গিত না করো।—দুনিয়ার অন্য কোন রমণী আর মহম্মদ তোঘলকের কন্যা এক বস্তু নয়—।

ফিরোজ—(নেপথ্যে)—আমি আসতে পারি সম্রাট কন্যা?—

শিরীণা—কে? ও তুমি!—এসো সৈনিক পুরুষ,—চলে এসো—চলে এসো—[গুল্‌বাণুর প্রস্থান।

ফিরোজের প্রবেশ।

ফিরোজ—আমায় স্মরণ করেছিলেন?—

শিরীণা—তোমায়...? না,—স্মরণ তো হয় না!—

ফিরোজ—সে কি!

শিরীণা—হাঃ হাঃ হাঃ।—আৎকে উঠলে যে?—কিন্তু সে কথা যাক্।—তোমায় ভেতর—হ্যাঁ দেখ—তোমার ভেতর হঠাৎ যেন একটা পরিবর্ত্তন এসেছে, সে আমি লক্ষ্য করেছি। —তোমার পূর্ব্বের ঔদ্ধত্য চলে গেছে—তুমি অনেকটা বিনয়ী হযেছ। এ দেখে এক দিকে যেমন আমি খুসি হয়েছি · আবার তেমনি একটা ভয়ানক ·অস্বস্তিও বোধ কচ্ছি। ওকি! অমন ক'রে আমার পানে চাইছ কেন? —দেখে আমার বড্ড হাসি পায়···হ্যাঁ, একটু অনুকম্পাও হয়...

ফিরোজ—শুধু হাসি···শুধু অনুকম্পা ?···

শিরীণা—তবে আর আর কি হ'তে বল ?

ফিরোজ—সম্রাট কন্যা,—

শিরীণা—হ্যাঁ, আমি সম্রাট কন্যা···কি বলতে চাও ?···

ফিরোজ—না,— কিছু নয়···

শিরীণা—হাঃ হাঃ হাঃ—বেচারী! দেখ, ঐ আষাঢ়ের মেঘে হঠাৎ মুখ ঢেকে ফেলা···ঐ কথা বলতে বলতে আচম্‌কা থেমে যাওয়া—ও খুব ভাল লক্ষণ নয়! আচ্ছা, অমন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাও কেন বল তো ?—

ফিরোজ—না,—কিছু নয়···আমি যাচ্ছি সাজাদি,—

শিরীণা— সেকি—চলে যাবে!

ফিরোজ—আমার তো কোন প্রয়োজন নেই এখানে!···

শিরীণা— প্রয়োজন না থাকলে কি থাকা যায় না ?

ফিরোজ—না।

শিরী— না!—কেন ?

ফিরোজ—কারণ আপনি সমস্ত হিন্দুস্থানের শাসনকর্ত্তা শাহানশা মহম্মদ তোঘলকের কন্যা···আর আমি তাঁরই অধীনস্থ একজন সামান্য আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

শিরীণা—চমৎকার, চমৎকার বিনয়!···তুমি—তুমি যেন একটি নির্ব্বিবাদী শান্ত শিষ্ট জানোয়ার!···কিন্তু, তোমায় আমি অন্য মূর্ত্তিতে দেখতে চাই···তোমায় আমি একটি জীবন্ত মানুষ করে তুলতে চাই।...যাবে···যাবে তুমি আমার সঙ্গে — ?

ফিরোজ—কোথায় ?

শিরীণা— যেখানে হয়—চলো বেরিয়ে পড়ি। দু'জনে দুটো তাজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে—কত দুর্গম অরণ্যভূমি, পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে আমরা পথ কেটে চলে যাবো !—সে যে কি বিরাট আনন্দ—সে যে কী অসীম উত্তেজনা ! যাবে—যাবে তুমি— ?

ফিরোজ—এ কি সত্য !!

শিরীণা—সত্য···সত্য···বল···বল, · যাবে ?

ফিরোজ—যাবো···কিন্তু—কিন্তু সে অধিকার কি আমার আছে ?

শিরীণা—অধিকার !

ফিরোজ—হ্যাঁ···অধিকার, শুধু তোমার পার্শ্বে দাঁড়াবার অধিকার··· সে কি তুমি আমায় দেবে ? এই অধিকারটুকু চাইবার জন্য দীর্ঘ দিনরাত্রি আমার অন্তর আকুল হয়েছে ; কিন্তু সাহস ক'রে চাইতে পারি নি আমি···বলো—?

শিরীণা—(আপন মনে) কি ব'ল্‌ছিলাম—কা'র সঙ্গে কি কথা ব'ল্‌ছিলাম !!!

ফিরোজ—বলো···বলো তুমি—

শিরীণা—'তুমি' !

ফিরোজ—শিরীণা—শিরীবানু, আমার অনেক দিনের স্বপ্ন...(হাত ধরিল)

শিরীণা—বাঁদী—

গুল্‌বানুর প্রবেশ।

একে বাইরে যেতে বল্, আমার আদেশ—আজ হ'তে এর অন্দরণে প্রবেশ নিষেধ। [প্রস্থান।

গুল্— বড় এগিয়ে এসেছিলেন খাঁ সাহেব,—বড় এগিয়ে এসেছিলেন! শাজাদী ত' মেয়েছেলে নন্—ও একটি আগুণের ফুল…ওকে নিয়ে আমোদ কর্‌তে হ'লে—নিজের হাতখানাকেও একটু দূরেই রাখ্‌তে হয়! নইলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে!

[ফিরোজের প্রস্থান।

মুখখানা একেবারেই কালো ক'রে চ'লে গেল।…তা দুঃখ তো হ'তেই পারে।…হাজার হোক্…জোয়ান মর্দ্দ ব্যাটাছেলে তো?…কি জানি, এ সব হ'ল বাদ্‌শাহী কার্‌বার! নইলে আমাদের মত গরীবের ঘরে হ'লে…

শিরীণার প্রবেশ।

শিরীণা— ফিরোজ চ'লে গেছে গুল্‌বানু—?

গুল্— হ্যাঁ, তা গিয়েছেন বৈকি—

শিরীণা— যাক্ গে, চুলোয় যাক্! ওর হঠাৎ বড় স্পর্দ্ধা বেড়ে উঠেছিল! কিন্তু,—ওকি একেবারে অন্দরণের বাইরে চলে গেছে?

গুল্— তিনি যেরকম রুখে চ'ল্‌তে সুরু ক'র্‌লেন—তাতে তো সেই রকমটাই মনে হ'ল।.. কেন, আপনি কি তাঁকে সেই আদেশ করেন নি?—

শিরীণা—ক'রেছি! কিন্তু পিতার আদেশ ছিল অন্যরূপ। তিনি ওকে আমার অন্দরণের রক্ষী নিযুক্ত ক'রেছেন।

গুল— তাহ'লে তাঁকে আপনার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসি?—

শিরীণা—আমার কাছে কেন? আমি তাকে দ্বিতীয়বার দেখ্‌তে চাইনে। তবে সে যদি পিতার আদেশ বিস্মৃত হ'য়ে অন্দরণের

বাইরে গিয়ে থাকে—তুই তাকে সেই আদেশ স্মরণ করিয়ে দিবি। আমার কথা বল্‌বার কোনো প্রয়োজন নেই। যা...

গুল্—　হুঁ! আসল কথা···ফিরিয়ে আনা। সে কাজ আমি খুব পার্‌ব—　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

প্রতিহারিণীর প্রবেশ।

প্রতিহারিণী—সাজাদী, এক অপরিচিতা স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে ব্যাকুল হয়েছে—

শিরীণা—না—না,—এখন হবে না···বলে দাও—

প্রতিহারিণী—সে কোন কথা শুন্‌তে চায় না শাজাদী। বরাবব এই-খানেই চ'লে আস্‌ত! জোর ক'রে তাকে পাশেব ঘরে আট্‌কে রেখেছি।—এই যে,—সে আপনিই চ'লে এসেছে—

শিরীণা—কে এ! কি প্রয়োজন আমাব কাছে!—আচ্ছা, তুই যা!—

[প্রতিহাবিণীর প্রস্থান।

সানন্দার প্রবেশ।

সানন্দা— বোধ হয় আমি সম্রাট নন্দিনীর সম্মুখেই এসেছি!—

শিরীণা— তুমি সত্য অনুমান ক'রেছ···কিন্তু কে তুমি? কোথা থেকে আস্‌ছ?—

সানন্দা— আমি ভিখারিণী···এসেছি বহু দূর থেকে—

শিরীণা—ভিখারিণী!·· তুমি এখানে প্রবেশ ক'র্‌লে কি ক'রে?

সানন্দা— প্রবেশ করা কি আমার নিজের সাধ্য ছিল বাদ্‌শাজাদী? আমার অন্দরণ প্রবেশের পথ অবারিত করে দিয়েছে,—আমার এই অঙ্গুরীয়—

শিরীণা—অঙ্গুরীয়···কোন্ অঙ্গুরীয় ! দেখি,—(সানন্দার অঙ্গুরীয় প্রদান।) একি ! এযে আমার পিতার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় ! (নিজ অঙ্গুলির অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে মিলাইয়া) কী আশ্চর্য্য ! এযে ঠিক আমার হাতের সেই অঙ্গুরীয়টির অনুরূপ ! একেবারে এক,···আশ্চর্য্য !···আশ্চর্য্য ! এ তুমি কোথায় পেলে ?

মুন্না বাঁদীর প্রবেশ।

—কে।—কি চাস্ তুই ?

মুন্না— আমায় কি ডেকেছেন সাজাদী ?—

শিরীণা—না—না,—চলে যা—(বাঁদীর প্রস্থান।) বলে',—কোথায় পেলে ?—

সানন্দা—যেখানেই পাই—এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে সম্রাট-কন্যা ?—

শিরীণা—আছে, আছে,—আশ্চর্য্য হ'বার প্রচুর কারণ আছে !···তুমি বুঝতে পারবে না···তুমি জান না !···কি বিচিত্র !·· পিতা যে দিন আমাকে এই অঙ্গুরীয়টী দান করেন, সেই দিন আমাকে বলেছিলেন—"শিরীণা, আমার এই অঙ্গুরীয়টীর মত আর একটি মাত্র অঙ্গুরীয় ছিল ;—সেই অঙ্গুরীয় আমি একজনাকে দান করেছি। যাকে দান করেছি. সে তোমার জীবনের ঘনিষ্ঠতম রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত।"···কি সে রহস্য··· কতবার আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি জবাব দেন নি।···শুধু একটুখানি হেসেছেন !

সানন্দা—সম্রাট-কন্যা, সত্যই আপনার জীবন এক বিচিত্র রহস্যের জালে আবৃত···

শিরীণা—তুমিও তা হ'লে সে রহস্যের কথা জানো !···আমায় বলো··· আমায় বলো—

বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ।

আবার এসেছিস্ কেন?···কি চাস্ তুই এখানে?—

[বাঁদীর অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।

চুপ করে রইলে যে?···আমার জীবনের রহস্য তুমি নিশ্চয় জানো—

সানন্দা—জানি সম্রাট কন্যা,—আপনার জীবন রহস্য! আগে জানতাম না···সম্প্রতি জেনেছি। কিন্তু সে তো আমি বল্‌তে পার্‌বো না···

শিরীণা—কেন? কেন পার্‌বে না?···

সানন্দা— না পার্‌ব না!···আর, তা ছাড়া, এ রহস্যের সঙ্গে আমাকে এতটুকুও বিজড়িত মনে করবেন না।—এ অঙ্গুরীয় আমার নিজেরও নয়।

শিরীণা—তবে কা'র কাছ থেকে তুমি পেলে?

সানন্দা—পরিচয় দিলে তাকে চিন্‌বেন না সাজাদী,···তবে···এই মাত্র সে আমায় অন্দরণের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল!···

শিরীণা—অন্দরণের দ্বারে এসেছিল সে!!···তবে কোন দিকে গেল··· কোথায় গেল···(ছুটিয়া প্রস্থানোদ্যতা···যাইতে যাইতে) বাঁদী,— ওর প্রতি নজর রাখিস্— [প্রস্থান।

মুন্নার প্রবেশ।

মুন্না— হুজুরাইন,—আমি আপনার কোনও মঙ্গলার্থীর নিকট হ'তে এই পত্র বহন করে এনেছি।

সানন্দা—আমার পত্র !— [পত্র গ্রহণ ও পাঠ।

মুন্না— আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে গোপন পথ দিয়ে আপনার স্বামীর নিকটে নিয়ে যাবো। দ্বারে কোনো পুরুষ প্রহরী নেই; দু'একজন প্রতিহারিণী যাঁ'রা আছে, তাঁ'রাও আমার বশীভূত। বিলম্ব করবেন না; সাজাদী হয়তো এখনি ফিরে আসবেন···

সানন্দা—কে এ বাহাউদ্দীন···তিনি···তিনি কেন অযাচিত ভাবে আমাদের প্রতি এতখানি দয়া—

মুন্না— চুপ···সাজাদী এসে পড়েছেন।— [প্রস্থান।

শিরীণার পুনঃ প্রবেশ।

শিরীণা—কৈ ?—কাউকে দেখতে পেলাম না ! সত্য বল, এ অঙ্গুরীয় কা'র ?—

সানন্দা—বলেছি তো বাদ্‌শাজাদী,···সে চ'লে গেছে। তাকে আপনি চিন্‌বেন না·· দেখলেও চিন্‌বেন না !

শিরীণা—কিন্তু, তুমি তো জানো···তুমিই বলো আমার জীবনের কি সে গোপন রহস্য !—

সানন্দা—সে আমি পার্‌বো না—

শিরীণা—পার্‌বে না !—বাঁদী—

মুন্নার প্রবেশ।

এর ওপর কড়া নজর রাখবি, কোনো উপায়ে বাইরে যেতে না পারে। এ আমাদের বন্দিনী··· [প্রস্থান।

মুন্না— আর বিলম্ব নয়···শীঘ্র পালিয়ে আসুন—

[সানন্দাকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লী প্রাসাদ—পাঠাগার।

এক পার্শ্বে উচ্চবেদীর উপরে পাঠনিরত মহম্মদ তোঘলক। দ্বারে দ্বারে শস্ত্র ধারী দেহ রক্ষী সৈন্যদল···বেদী তলে বাহাউদ্দীন দণ্ডায়মান··· একটু পরে মহম্মদ মুখ তুলিলেন।—

মহম্মদ— কে, বাহাউদ্দিন!

বাহা— অধীনকে কি জন্য স্মরণ করেছেন শাহান্‌শা?

মহ— হুঁ···স্মরণ করেছিলাম। বাহাউদ্দিন,—তুমি আমার স্নেহ-পালিত ভগিনী পুত্র। ভবিষ্যত জীবনে অনেক আশার স্বপ্ন দেখে থাক। কিন্তু, তোমার সম্বন্ধে আমি যে স্বপ্ন দেখে থাকি—তা বিশেষ আশাপ্রদ নয়।—

বাহা— শাহান্‌শা—

মহ— এই পত্রখানি পাঠ কর —(পত্র প্রদান)

বাহা— (পত্র পাঠ করিয়া ভীত কণ্ঠে) হজরত, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা—কোনও দুষ্ট লোক আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে! আপনি অপুত্রক বলে আপনার সিংহাসনের ওপর আমার লুব্ধ-দৃষ্টি আছে·· না—না—হজরত, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

মহ— স্বপ্নেও ভাব.নি!···তা হ'লে বল্‌তে চাও যে আমার নামাঙ্কিত জাল ইস্তাহার দেখিয়ে আজমীরের প্রজাদের ওপর জুলুম করে কর আদায় করা হয়েছে—এ সংবাদও মিথ্যা?

বাহা— শাহান শা—

মহ— থাক্, আজ নয়—তোমার তলব হবে কাল প্রত্যূষে···প্রকাশ্য দরবারে। যাও—। [অভিবাদন করিয়া বাহাউদ্দিনের প্রস্থান।

পীর বাহরামের প্রবেশ।

পীর— জোনাবালি।···

মহ— কে, বাহরাম! এস বন্ধু,—মৌলানা সাহেবরা চ'লে গেছেন?—

বাহ— হ্যাঁ জোনাব,—যাচ্ছেন। যেতে কি সহজে পারেন? গাড়ি গাড়ি টাকা মোহর সব বোঝাই হ'চ্ছে।···সে গুলো নিয়ে তবে তো যাবেন—

মহ— হুঁ—আচ্ছা যাও—ঘুমোও গে—

বাহ— জোনাব—

মহ— কিছু বল্‌তে চাও।

বাহ— জোনাব,—বলছিলাম যে আপনার বেহেস্তের পথ একেবারে সাফ্—

মহ— সাফ্। ঝর্ ঝরে পরিষ্কার বলো। ভাল,—একথা তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

বাহ— জান্‌ব না জোনাব? একি না জানার কথা! সারা দিন খেটে খুটে রাতের বেলা যখন একটু ফুরসুৎ পান— অম্‌নি তো দেখি—ঐ মত মোটাসোটা পুঁথী কেতাব খুলে বেহেস্তের পথ ঘাটের ঠিকানা করেন··ভারিক্কি মত মোল্লা মৌলানা সাহেবদের সঙ্গে কতো সব বেহেস্তের হদিস্

বাৎলান্। খুসী হ'য়ে তাদের গাড়ী বোঝাই আশরফি মোহর দিয়ে তবে বিদায় করেন। আপনারও বেহেস্ত হ'বে না জনাব,...তবে কি হবে এই সব বুনো ছুঁচোর ?—

মহ— কিন্তু বলো তো বেহেস্তে গিয়ে কি লাভ ?

বাহ— বেহেস্তে গিয়ে কি লাভ!...বল্লেন কি জোনাব!...সেখানে কত সুখ...কত আরাম...

মহ— সে বেহেস্তের জন্য তোমার ভাবনা কি ? আমিই দিচ্ছি সে ব্যবস্থা করে। দিল্লী প্রাসাদের একাংশ আজ হ'তে তোমায় বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট হবে...বহুমূল্য রাজভোগে উদর পূরণ করবে...প্রচুর পরিমান সিরাজী আনিয়ে দিচ্ছি... আব দশটা সুন্দরী ক্রীতদাসী—

বাহ— থাক্ জোনাব, এক জনের তালাক-নামার ফতোয়া খুঁজতেই রাত দিন হদিস্ চ'ষে ফির্‌ছি...আর দশটা হ'লে...

মহ— তালাক-নামা! সে কি!

বাহ— হ্যাঁ জোনাব, সে জোয়ান মর্দ্দ মেয়ে—সে আমার মত বুড়োকে মান্‌বে কেন ?

মহ— মান্‌বে না! তোমার মত নির্ব্বিবাদী—সরল বিশ্বাসীজনকে! —আচ্ছা,—মানে কি না সে ব্যবস্থা আমি ক'চ্ছি... (প্রহরীকে)—এই,—

বাহ —রেহাই দিন জোনাব,—এ গায়ের জোর খাটিয়ে মানাবার জিনিষ নয়।...আর, আমিও ওকে চাই না। · বুড়ো হয়েছি, দু'দিন বাদে আজরাইল এসে টুঁটি চেপে দোজাখের গুদোম-খানায় পুরে দেবে; তার আগের ক'টা দিন একটু রোজা

নেওয়াজ নিয়েই কাটিয়ে দেব—এই মত ঠিক করেছি জনাব।...

মহ— ঠিক্—ঠিক্ ··গায়ের জোর দিয়ে যে মানুষের মন পাওয়া যায় না—এ আমি ভুলে যাই।—কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই নারী চরিত্র! এ জাত্‌টাকে আমি আজও ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না!···

বাহ— জোনাব,—ও যত না বোঝা যায়—ততই ভাল।

মহ— (আপন মনে) এমন বিচিত্র সৃষ্টির খেলায় মত্ত কে তুমি খেয়ালী যাদুকর!—যেই হও—সাবাস্—সাবাস্ বলি তোমায়—

বাহ— সাবাস্—বল্‌তে সাবাস্!···এই ধরুন না কেন জোনাব বেহেস্তের কথাটাই একবার—

মহ— (বিরক্ত হইয়া) আঃ,—আবার বেহেস্ত—

বাহ— না জোনাব,—বল্‌ছিলাম যে বেহেস্ত—

মহ— (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) পীর বাহরম—

বাহ— মাফ্ কিজিয়ে জোনাব—

মহ— (ঈষৎ স্নিগ্ধ কণ্ঠে) তুমি যাও···আমি এখন কেতাব পাঠ ক'র্‌বো!···আর একটি কথা কইবে তো তোমার পিছনে পঁচিশটা সুন্দরী লেলিয়ে দেব—

বাহ— আদাব—আদাব জোনাব,—আদাব—[সন্ত্রস্ত পদে প্রস্থান।

মহ— দিল্লীতে এই একটী মাত্র প্রাণী আছে যে নির্ভয়ে আমার মুখের দিকে সোজা হ'য়ে তাকায়। মাঝে মাঝে ওকে দেখে আমার ঈর্ষা হয়; মনে হয় সমস্ত ঐশ্বর্য্য—সমস্ত জ্ঞানের বিনিময়ে ওর অই সরল অনাড়ম্বর জীবনটাকে যদি

পেতাম…(সহসা প্রহরীদের উপর দৃষ্টি পড়িল, চকিত হইয়া আদেশ ব্যঞ্জক স্বরে) এই,—তোরা এখানে কি চাস্!—

প্রহরী— জঁাহাপনা,—উজীর সাহেব,—

মহ— উজীর সাহেব!…মালেক খস্রু—

মালেক খস্রুর প্রবেশ।

মালেক— গোলামকে স্মরণ করেছেন জঁাহাপনা ?—

মহ— হ্যাঁ,—এগুলো কেন—এগুলো কেন এখানে ?

মালেক— জঁাহাপনা,—আমি সেনাপতি জাফরখাঁর গতিবিধিতে সন্দীহান। আমার বিশ্বাস, সে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়েছে…

মহ— আমার বিরুদ্ধে !

মালেক— বিজয় নগর থেকে বন্দী বুক্কারায়কে নিয়ে ফিরে এসে গঙ্গুর মুখে সে তা'র শিশু পুত্রের নিধন বার্ত্তা শুনেছে। তাই সে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে…। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও রাতের অন্ধকারে এই প্রাসাদ প্রাচীরের নিম্নে আমি তা'র ছায়া মুর্ত্তি দেখেছি মনে হয়—

মহ— মালেক খস্রু,—হিন্দুস্থানের বাদ্‌শাকে একান্ত অসহায় জেনে দয়া ক'রে তুমি তাকে জাফরের হাত হ'তে বাঁচাতে এসেছ ?—

মালেক— সাহান্‌শা,—মার্জ্জনা করুন…আমি আপনার গোলাম।

[প্রহরীদের চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত…প্রহরীদের প্রস্থান ; পশ্চাতে মালেকের প্রস্থান।

মহ— ওরা ভাবে আমি মানুষের অস্ত্রে বধ্য। হাঃ হাঃ হাঃ—

কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত জাফরের প্রবেশ।

(দূরে দাঁড়াইয়া সে মহম্মদের কথা শুনিতেছিল; সুযোগ বুঝিয়া ছুরিকা বাহির করিল ··ইতিমধ্যে মালেক খস্‌রু সন্দিগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিল।)

মালেক— সম্রাট,—সম্রাট,—জাফর বোধ হয় এখানেই—

(মহম্মদ জাফরকে দেখিলেন ও তাহাকে আড়াল করিয়া মালেকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন।—)

মহ— মালেক,—জাফরের সঙ্গে রাজ-কার্য্য সম্বন্ধে আমার কিছু গোপন পরামর্শ আছে। তোমার উপস্থিতি আমাদের আলোচনায় বাধা জন্মাতে পারে।—

(মালেক এক মুহূর্ত্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া নীরবে প্রস্থান করিল) দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি আবার বিদ্রোহ করেছে জাফর খাঁ।—তুমি অবিলম্বে দেবগিরি যাত্রা কর!

জাফর— সম্রাট··· !

মহ— এই নাও আমার ফার্ম্মান— ।

জাফর—আপনি পরিহাস কচ্ছেন, ও ফার্ম্মান নয়—আমার মৃত্যু দণ্ড !—

মহ— জাফর খাঁ, গঙ্গুর পুত্র নাশে তুমি উম্মাদ হ'তে পার—তা বলে আমি তো উম্মাদ নই—এই নাও—যাও— ।

[জাফরের প্রস্থান।

আবদাল্লা—(নেপথ্যে) আঃ—পথ ছাড়্—আমি বাদ্‌শাহের কাছে যাবই—

মহ— কোন্ হ্যায়—

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী— জাঁহাপনা। এক বেদুইন সওদাগর।

মহ— বেদুইন সওদাগর!...

প্রহরী— আফ্‌গানিস্থানের সীমান্তে নাকি জাঁহাপনার স'ঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল—

মহ— আফ্‌গানিস্থানের সীমান্তে পরিচয়! বেদুইন!—কোথায় সে?—

আবদাল্লার প্রবেশ।

তুমি! তুমি এখনো হিন্দুস্থানে!

আব— বহুৎ খোস্‌ খবর আছে। জনাবকে তাজিম্‌ জানাবার জন্যে আমি একটা বড়িয়া সওগাত বহন ক'রে এনেছি—

মহ— কি সওগাত? ..

আব— বিজয় নগরের হিন্দু বেগম।

মহ— বিজয় নগরের হিন্দু বেগম,—বুক্কারায়ের রাণী? সেকি!... তা'কে পেলে কেমন ক'রে?...কোথায় পেলে?

আব— পেয়েছি বিজয় নগর প্রান্তে—বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে বিজয় নগরের লড়াইয়ের সময়ে।...আর, কেমন করে পেয়েছি সে কথাটা জনাব না হয়—না-ই জান্‌লেন।...কারণ আমার সওগাতী মাল, সে তো—শাহসালামতে দিল্লীতে এনে হাজির করেছি।

মহ— ক'বে দিল্লীতে এসে পৌছেচেন? তাইতো, তাঁকে নিয়ে এখন আমি কি করি! তাঁর সম্বর্দ্ধনার কিরূপ বন্দোবস্ত...

আব— বন্দোবস্তের জন্যও জনাবকে ভাবতে হবে না···সেও আমিই ঠিক ক'রে দিয়েছি···আমি আর ঐ ইব্রাহিম—। এ কয়দিন পথের উপবাসের পর রাণী এতক্ষণে খোশ মেজাজে বাদ্‌শাহের হারেমে কোর্ম্মা কাবাব খাচ্ছেন।

মহ— হারেমে প্রবেশ করালে কেমন করে ?

আব— কেন পারব না! জনাব দেখছি ভুলে গিয়েছেন যে একদিন আফ্‌গান সীমান্তে তিনিই আমাকে দয়া করে' একটি নিশানী আঙ্গুটী দিয়েছিলেন।

মহ— ওঃ—স্মরণ হয়েছে···স্মরণ হয়েছে। সেই অঙ্গুরীয় সাহায্যে তুমি তাঁকে হারেমে প্রবেশ করিয়েছ! কিন্তু ··(তীব্র কণ্ঠে) আবদাল্লা—

আব— জোনাব,—

মহ— আমি তোমায় যে প্রশ্ন করবো, আশা করি, তার জবাব দিতে তুমি প্রতারণার সাহায্য নেবে না।

আব— কি প্রশ্ন ?

মহ— অঙ্গুরীয় দেবার সময় তুমি বিজয়নগর রাণীর কাছে ঐ অঙ্গুরীয় সঙ্গে বিজড়িত সেই রহস্যময় রাত্রির কাহিনী ব্যক্ত করেছ ? (আবদাল্লা চমকিয়া উঠিল)—জবাব দাও,

আব— হ্যাঁ...কিন্তু আমি নয়.. সে ইব্রাহিম...

মহ— ইব্রাহিম! কে তোর ইব্রাহিম! শয়তান, তোমার দিল্লী আগমনের উদ্দেশ্য এতক্ষণে আমার কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।···কিন্তু আমার সঙ্গে বেইমানি ক'রে নিস্তার পাবে ভেবো না। বুনো-হারাম শায়েস্তা কর্‌বার ফন্দী আমি

জানি। এখনই তোমার জ্যান্ত কবরের ব্যবস্থা কর্চ্ছি। এরে—

আব— ব্যস্—মেজাজ খারাপ করবেন না। সে এ কথা কাকেও বল্‌বে না।

মহ— প্রমাণ কি তা'র? ..বিশ্বাস করি কেমন করে! এতক্ষণে হয়তো সে অন্দরণে আমার লেড়কীর কাছে—

আব— লেড়কী! তোমার লেড়কী!

মহ— খবর্দ্দার···খবর্দ্দার শয়তান,—আর একটি কথা উচ্চারণ করবে তো—

আব— আচ্ছা···বহুৎ আচ্ছা···আমি কিছু বলতে চাই না। এত বড় হিন্দু বেগম বাদ্‌শাকে সওগাত দিলাম; এখন জনাব মেহেরবানি করে' কিছু আশরফি দিলেই বিদায় হই।

মহ— আশরফি। মালেক খস্‌রু—।

মালেক খস্‌রু ও মুন্নার প্রবেশ।

মহ— মালেক,—এ বাঁদী?

মালেক— জঁাহাপনা, গুপ্ত সংবাদবাহী—

মহ— গুপ্ত সংবাদবাহী!

মালেক— হাঁ জাহাপনা! আজ এক নবাগত ব্যক্তি দিল্লীর রাজপথে সম্রাটের ভাগিনেয় কোষাধ্যক্ষ বাহাউদ্দিনের সঙ্গে আলাপ ক'চ্ছিল। আমাদের গুপ্তচর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হুসেন খাঁ বলে—সে ব্যক্তি দেবগিরির গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা। কোষাধ্যক্ষ বাহাউদ্দিন ব'ল্‌লেন—এ ব্যক্তি আমার

বাল্যবন্ধু ! এর সম্বন্ধে কোন কথা আপনি সম্রাটের কর্ণগোচর করবেন না ! কারণ হুসেন খাঁর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন !—

মহ— তারপর ?

মালেক— বাহাউদ্দিনের আশ্বাসে আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত না হ'য়ে—বরাবর তা'র প্রতি লক্ষ্য বেখেছি। সে বাহাউদ্দীনের গৃহে অতিথি হল ; তা'র কিছুক্ষণ পরেই এই বাঁদী সম্রাটের হারেম থেকে এক রমণীকে গুপ্ত পথ দিয়ে বা'র ক'রে বাহাউদ্দীনের গৃহে পৌছে দিয়েছে !

মহ— (বাঁদীকে) এই, কে সে রমণী ?

মুন্না— হুজরৎ, ছুনিয়ার মালেক,—আমি গরীব বেচারী—আমার কোন অপরাধ নেই...আমি কোনো—

মহ— চোপ্ !. শোন বাঁদী,—নির্ভয়ে যা'রা সত্য জবাব দিতে জানে—তাদের সহস্র অপরাধ আমি মার্জ্জনা করি !

মুন্না— শাহান্ শা.—আমি আপনার ভাগিনেয় কোষাধ্যক্ষ বাহা-উদ্দিনের আদেশে হারেমে বন্দিনী হিন্দু রমণীর কাছে গিয়েছিলাম -

মহ— বাহাউদ্দীনের আদেশে ! হারেমের হিন্দু রমণীর কাছে !— (এক মুহূর্ত্ত আবদাল্লার প্রতি চাহিলেন) কি অভিপ্রায়ে ?

মুন্না— সম্রাটের ভাগিনেয় আমার মারফতে সেই বিবিকে এক পত্র লিখে দিয়েছিলেন ! আর আমায় ব'লে দিয়েছিলেন— বিবিকে গোপন পথ দিয়ে তাঁর জিম্মায় এনে হাজির ক'র্তে—

মহ— তারপর—তুই রাণীকে বাহাউদ্দীনের গৃহে রেখে এসেছিস্ ?

মুন্না—শাহানশা,—গরীব বেচারী·· প্রাণের ভয়ে, এ কাজ ক'রেছি !— দোহাই ছুনিয়ার মালেক,—আমার জান্ নেবেন না।

মহ—মালেক, এই বাঁদী—সত্য কথা ব'লে আমার পরম উপকার করেছে ; এ মুক্ত—। (প্রস্থানোদ্যত)

আব— হজরৎ !

মহ— এই বেদুইন সত্য কথা ব'লেছে, এর ইনাম হাজার আসরফি। আর—আর সেই বাহাউদ্দীন—

মালেক— ব'লুন জাঁহাপনা ?—

মহ— না ! সে সম্রাটের ভাগিনেয়—তাকে ইনাম দেবে—তোমরা নও...সম্রাট নিজে !　　　　[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বাহাউদ্দিনের গৃহ।

রণমল্ল আসীন

নর্ত্তকীদের প্রবেশ—

গীত

লাল পিয়ালার সরাব বঁধু, লাগ্‌ছে কিগো মিঠে !
যাও পিয়ে যাও আরও রঙীন্ মুখ-মধুর ছিটে॥
আমার তনুর গুল-বাগিচায় গান গেয়ে যায় বুল্‌বুলি,
সুরের ছোঁয়ায় বোবথা ঘুচায় চোখ মেলে চায় ফুলগুলি।
দুয়ার ঠেলে রাতের ভোমর,
　　　　কয় সে সখি, এল' মনচোর ;
নিরালা রাতে, ভোমর সাথে তুমিও এসো মিতে॥

বাহাউদ্দিনের প্রবেশ।

বাহা— বন্ধু,—তুমি এখনো নৃত্য-গীতে মত্ত! ওদিকে যে বড় বিপদ উপস্থিত হ'ল!

রণ— কি?—

বাহা—এখানে এলে রাজা বুক্কারায়ের সঙ্গে দেখা হ'বে—এই পত্র দিয়ে রাণী সানন্দাকে এখানে এনেছি। কিন্তু বুক্কারায়কে না দেখে রাণী বড় অধৈর্য্য হ'য়ে পড়েছে!—

রণ— চল—তা'হলে আর বিলম্ব না ক'রে—এই বেলা আমরা সানন্দাকে নিয়ে পালিয়ে যাই।

বাহা— রাত আর একটু গভীর না হ'লে—পলায়নে বিপদের আশঙ্কা আছে। আর, রাণী কি তা'তে রাজী হবে?

রণ— না হয়, জোর ক'রে রাজী করাতে হবে।

বাহা— বেশ, যা হয় কর! আমি রাণীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তবে—কেমন?

রণ— বন্ধু, তোমার এই উপকার—এই আমার জন্য নিজের জীবন এমন ভাবে বিপন্ন কর্চ্ছ—

বাহা— জীবন আমার বহু পূর্ব্বেই বিপন্ন ভাই, ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি রাজরোষে পতিত···কাল প্রভাতে আমার বিচার—

[প্রস্থান।

রণ— বাহাউদ্দীন চিরকালই একটা অপদার্থ। রাজ-কোষ যার হস্তে সে রাজ-রোষকে ভয় করে···এ তো বড় অদ্ভুত কথা!

সানন্দার প্রবেশ।

সানন্দা—এই যে রণমল্ল! তুমিও এখানে!

রণ— হ্যাঁ সানন্দা! তুমি বেদুইন দস্যুর হস্তে বন্দিনী...তাই তোমার মুক্তির ব্যবস্থা ক'র্‌তে আমি দিল্লী এসেছি!

সানন্দা— কিন্তু মহারাজ কোথায়?

রণ— মহারাজ—

সানন্দা— গৃহস্বামী বল্‌ছেন শীঘ্রই মহারাজের সাক্ষাৎ পাব! কিন্তু ওঁর আচরণে আমি বড় সন্দিগ্ধ হচ্ছি! রণমল্ল, তুমি জান'— মহারাজ কোথায়?

রণ— তিনি এখানে নেই!

সানন্দা—নেই!—তবে আমায় প্রতারিত ক'রেছ তোম্‌রা!—

রণ— মহারাজের জন্য ভেব না—তুমি রমণী—আগে তোমায় মুক্ত করে দেবগিরি নিয়ে যেতে পার্‌লে—

সানন্দা—দেবগিরি নিয়ে যাবে—? তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি মুক্তি চাই না—শুধু বল, আমার স্বামী কোথায়?

রণ— মুক্তি চাও না, বাল্য জীবনে যাকে একদিন প্রাণ ভরে ভালবাস্‌তে, আজ সেই আমাকেও তুমি সন্দেহ ক'চ্চো?

সানন্দা—হ্যাঁ ক'চ্চি! তোমার দৃষ্টি—তোমার কণ্ঠস্বর সে সন্দেহের সৃষ্টি ক'র্‌চে! এখন বুঝ্‌ছি আমি মস্ত ভুল করেছি তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে'।

রণ— কিন্তু—একদিন ঐ বর্ব্বর বেদুইন-দস্যুদলকে বিশ্বাস ক'রে দিল্লী আস্‌তে পেরেছিলে—!

সানন্দা—পেরেছিলাম,—কারণ বর্ব্বর দস্যুও নারীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে জানে—তা জানে না সুসভ্য দস্যু !—

বাহাউদ্দিনের পুনঃ প্রবেশ।

বাহা— বন্ধু, শীঘ্র প্রস্তুত হও আমি যেন' কিসের সন্দেহ ক'চ্ছি··· দূরে যেন' অশ্ব-খুর ধ্বনি শুন্‌ছি ! দ্বারে রইলুম, শীঘ্র এস!

[প্রস্থান।

রণ— এসো সানন্দা, আমার সঙ্গে চলে' এসো—

সানন্দা—রণমল্ল—

রণ— তোমায় মিনতি ক'চ্ছি সানন্দা—আমার প্রতি তুমি এমন নিষ্ঠুর হো'য়ো না। স্বামীর আশা ত্যাগ কর—তিনি দিল্লীর অন্ধ কারাকক্ষে—কিন্তু আমি—আমি তোমার জন্য নিজের জীবনকেও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত···এস সানন্দা—!

সানন্দা—উঃ—এতদূর···এতদূর ! এযে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি··· রণমল্লের মনে দীর্ঘকাল ধ'রে লুক্কায়িত ছিল—এই বিষধর কালসর্প !—

রণ— সানন্দা—সানন্দা—

সানন্দা—স্তব্ধ হও রণমল্ল,—আমার নাম ধরে ডাক্‌বার কোনো অধিকার আজ থেকে তোমার নেই।...

রণ— কিন্তু, তুমি দেবগিরি যাবে কি না—

সানন্দা—যদি না যাই—কি কর্‌তে চাও...?

রণ— বাধ্য হয়ে বল প্রয়োগ কর্‌ব !

সানন্দা—বল প্রয়োগ ! আমার অঙ্গে !—

বণ— অবিলম্বে এসো বল্‌ছি···নইলে···

(সানন্দার দিকে অগ্রসর হইল)

সানন্দা—একি !···সৃষ্টি পুড়ে গেল···বিশ্বসংসার ভূমিকম্পে চৌচির হ'য়ে তলিয়ে গেল !···দূরে দাঁড়াও—দূরে দাঁড়াও সয়তান, আমি বুক্কারায়ের সহধর্ম্মিনী···সতী-সীমন্তিনী সাবিত্রী, দময়ন্তীর পবিত্র শোণিত ধারা আমার ধমনীতে প্রবাহিত—স্পর্শ কোরো না—পুড়ে যাবে—ধ্বংস হবে ! স'রে যা পিশাচ—

রণ— হ্যাঁ—আমি পিশাচ—আজ আমি পিশাচই হ'য়েছি—কারও সাধ্য নেই—এই পিশাচের কবল হ'তে আজ তোমায় রক্ষা করে !

সানন্দা—একি ! একি :হ'ল !—বিশ্বদেবতা জাগো—বিশ্বদেবতা—জাগো—

বাহাউদ্দীনকে ধরিয়া মহম্মদ তোঘ্‌লকের প্রবেশ।

মহম্মদ— হো ফৌজ—এ—ইস্‌লাম্‌—

দুইদিক হইতে উন্মুক্ত কৃপাণ ধারী সৈন্যগণের প্রবেশ ।

রণ— (পদতলে পড়িয়া) মার্জ্জনা···মার্জ্জনা···অপরাধ···মার্জ্জনা···

মহ— কতল্‌ গাহ—কতল্‌ গাহ···

সৈন্যগণ রণমল্লকে ও বাহাউদ্দিনকে লইয়া গেল—
সানন্দা স্তব্ধপ্রায় দাঁড়াইয়াছিলেন···মহম্মদ
তাঁহার সম্মুখে গেলেন।

মহ— বহিন,—আদাব !

সানন্দা— আপনি—আপনি আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌লেন ! আপনি কে ?

মহ— তোমার ভাই। এ অধীনকে দিল্লীর লোকে অত্যাচারী মহম্মদ—তোঘ্‌লক ব'লে জানে !—

সানন্দা— সে কি ! ..আপনি সম্রাট ! ..ভারতেশ্বর !!

মহ— হ্যাঁ ভগ্নী,—তুমি যে দয়া ক'রে তোমার এই বিশ্বনিন্দিত ভাই-এর গৃহে একদিন পায়ের ধূলো দিয়েছ—সেই আনন্দের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ আমি তোমার জন্যে একটি ক্ষুদ্র উপহার বহন ক'রে এনেছি; এই নাও সেই উপহার ! এই মুক্তি-পত্র নিয়ে তোমার স্বামীকে সঙ্গে ক'রে আবার সগৌরবে মহামান্বিত সম্রাজ্ঞীর মত আপন রাজধানীতে ফিরে যাও।...আর শপথ ক'র্চ্ছি ভগিনী, যতদিন তোমার এই ভাই দিল্লীর মস্‌নদে অধিষ্ঠিত থাক্‌বে—ততদিন ভারতবর্ষের কোনো রাজশক্তি তোমার বিজয়নগর রাজ্যের সীমানায় পা বাড়াতে সাহসী হবে না।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী— শাহানশা,—সর্ব্বনাশ হয়েছে ··সেনাপতি জাফর খাঁ ষড়যন্ত্র ক'রে—

মহ— জাফর খাঁ ষড়যন্ত্র ক'রে—

প্রহরী— বন্দী বিজয়নগর রাজাকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন।

মহ— কী···কী বল্‌লি বান্দা···(তরবারি তুলিলেন।)

প্রহরী— (মাটীতে পড়িয়া) হজরৎ, গোলাম শুধু খবর বহন ক'রে এনেছে—

মহ— মেহেদী বিল্লা··· মালেক খসরু···আমেদ হোসেন···

সৈন্যাধ্যক্ষগণের প্রবেশ।

সকলে— সম্রাট—আদেশ,—

মহ— আদেশ!—যে পারো এনে দাও আমায়—শির—শির! ঐ বেইমানদের শির—জাফর খাঁর শির—বুক্কারায়ের শির—

সানন্দা— (আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন) সম্রাট!—

(সানন্দার দিকে দৃষ্টি পড়ায় সংযত হইয়া)

মহ— না—যাও, তাদের পাকড়াও ক'রে উপযুক্ত দেহরক্ষী সঙ্গে দিয়ে নিরাপদে বিজয়নগর পৌছে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দাও!—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

গুল্‌বাণু ।

ললিত কাজল লতা উতল হাওয়ায়,
বিরহী চাতক তা'রে কী কথা সুধায়?
গগনে গরজে দেয়া
শিহরে কদম কেয়া
কেন ঝরে রাঙা গান, ভাঙ্গা আঙ্গিনায় ?
ঘুমায়ে আছিনু আমি নিঝুম রাতে,
স্বপন লেখন কে গো দিল আঁখি পাতে ?
মনের গহন মাঝে
সোনার হরিণ নাচে,
উজান বহিয়া যায় প্রেম দরিয়ায় ॥

গুল— (গীতান্তে) কি আশ্চর্য্য, হোসেন এখনো এলো না ! অন্য দিন ঘুর্ ঘুর্ ক'রে অন্দরণের পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখন আমার ছুটী মঞ্জুর হবে, কখন আমার দেখা পাবে ! বেচারা আমায় কী যে ভালবাসে তা' বল্‌তে পারি না। কিন্তু, আজ

সে এত' দেরী ক'র্চ্ছে কেন ? মিঞাজানের যে এখনো দেখাই নেই !

হোসেন—(নেপথ্যে) কোন হ্যায়...হঠ্ যাও। বড় মিঞাকা বেটা পীর পয়গম্বর খাঁজাহান হোসেন আলি জঙ্গ বাহাদুর আতা হ্যায়... জেনানা লোক ভাগো !

গুল— ওমা, বল্‌তে বল্‌তেই মিঞাজান এসে প'ড়েছেন !

ফকির বেশে হোসেনের প্রবেশ।

একি মিঞা, একি পোষাক !

হোসেন—চোপ্...হাম ফকির বন্ গিয়া। জেনানা লোক্‌কা সাথ আউর এক বাত্ নেহি ক'রুঙ্গা !

গুল— বল কি মিঞা ! জেনানার সাথে আর কথাই ব'লবে না ?

হোসেন—উঁহু...নেহি নেহি—কভি নেহি !

গুল— তা বেশ ত'—কথা না হয় না বল্‌বে···এখন এসো···আমি বড় পেরেশান—সারাদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনী খেটেছি · আমার জুতো জোড়া খুলে দাও তো বড় মিঞা !

(বসিয়া পা বাড়াইয়া দিল)

হোসেন—ক্যা, জুতি ! পীর পয়গম্বর জিন্দা ফকির হোসেন আলি বড়-মিঞাকা বেটা···আউরাৎকা জুতি !·· দোজাক্—দোজাক্··· তুমি আভি দোজাক্‌মে জায়েঙ্গী ! [প্রস্থান।

গুল— হাঃ হাঃ হাঃ—মিঞাজানের আজ ভয়ানক গোঁসা হয়েছে। আমার বাড়ী আস্‌তে একটু দেরী হয়েছে···কী ক'র্‌বো··· বাদ্‌শাজাদীর হুকুম ফিরোজকে অন্দরণে ফিরিয়ে আনো··· তাইত' আমার আসতে দেরী হ'য়ে গেল ! এদিকে হোসেন

মিঞা গোঁসা ক'রে ফকির সেজে বস্‌লেন! আচ্ছা···দাঁড়াও— তোমার ফকিরী আমি ভাঙ্গ্‌ছি!

আবদুল—(নেপথ্যে) "বড় মিঞা"—!

গুল— কে, আবদুল না; তাইত! ছোঁড়া আবার এখানে ম'র্‌তে এসেছে···রাতদিন কেবল আমার পিছনে ফেউয়ের মত লেগেই রইল! ওকে এখন···ওকে এখন···রোসো, ওকে দিয়েই বড় মিঞার ফকিরী ভাঙ্‌ছি···মিঞাজান নিশ্চয়ই কাছে কোথাও লুকিয়ে আছেন···ওকে ডেকেই···খাসা মতলব···খাসা মতলব···হাঃ হাঃ—

আব— "বড় মিঞা"—!

গুল— আসুন—আসুন···মিঞা সাহেব···

আব— এঁ্যা···এঁকি গুল্‌বাণু সাহেবা! বড় মিঞা···

গুল— বড় মিঞাকে দিয়ে আর কি হবে সাহেব, সে এখানে নেই।

আব— নেই—!

গুল— কিন্তু, আমি আছি সাহেব!

আব— আছেন! আছেন! আহা, বিবি আপনার কথা ভারি মিষ্ট।

গুল— হুঁ!···আর আমার গান?

আব— গান!—তেমন নসিব কি এ গোলামের হবে!

গুল— নসীবের কথা কিছু বলা যায় না মিঞা সাহেব। কার যে কখন নসীব খোলে···কার দিকে কখন—কার মন ধায়—

আব— বাহবা—বাহবা বিবি, তোমার জুতো জোড়া খুলে দিই এসো···

(পায়ের নিকট বসিয়া জুতা খুলিতে লাগিল)

দ্বৈত—   গীত

গুল্—আমার হিয়ার গোপন কথা জান্‌বে বল কে ?
আব—আমায় বল, বুঝব আমি আঁখির পলকে।
গুল—তুমি নাকি ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাসালে আমায় ;

হোসেনের প্রবেশ ও একধারে দণ্ডায়মান।

আব—হাসো বধু, আহা—আহা—
(তোমার) হাসির সুধা পান করিতে (আমার) নয়ন চকোর চায় !

হোসেন—কি বিপদ ! রোসো ! নয়ন সুধা পান করাচ্ছি, রোসো !—
[প্রস্থান।

(পুনঃ দ্বৈত গীত)

গীত

গুল—গোলাপ হযে ফুট্‌ব আমি নিবিড় গহন বনে।
আব—নেশায় পাগল ভোম্‌রা আমি যাবো তোমার সনে।
গুল—আমি হব ঝর্ণাধারা—
আব—আমি শিলার বাঁধ,
গুল—আমি হব উজল তারা
আব—আমি সেই গগনের চাঁদ।
গুল—নীড় হারানো পাখী হব
আকাশ পানে উড়ন দেব—
চাঁদ,—ধর্‌বে কেমন করে ?
আব—আমি হব বটের শাখা
ক্লান্ত হবে যখন পাখা,
একটুখানি ব'স সখি,—
আমার হিয়ার পরে।
গুল—তবে সেই ভাল—
আব—তবে সেই ভাল—
উভয়ে—যুগল হিয়ার প্রেমের কোয়েল
ধরায় আনবে ফাগুন মাস।

হস্তে হোসেনের প্রবেশ ও আবহুলকে প্রহার।

হোসেন—(সুরে) তোমার পিঠে ভাঙ্গব আমি তেল পাকানো বাঁশ!

[আবদুলের ছুটিয়া প্রস্থান।

গুল···গুলবাণু,···মেরি পিয়ারী···মেরি জান, মেরি একেবারে আস্ত কলিজা (হস্তধারণ)।

গুল্— আঃ—হাত ছাড়! কে তুমি ভিখারী ফকির,···কোন সাহসে বাদ্‌শাজাদীর খাস্‌মহলের বাঁদী গুল্‌বানুর হাত ধরো?

হোসেন—পিয়ারা—

গুল্— চোপ্···কে তোমার পিয়ারা? তোমাকে আমি চিনি না—

হোসেন—সে কি বিবি! আমি যে তোমার বড় মিঞা, আমি তোমার সেই আদরের "ওগো!"—চিন্‌তে পার্চ্ছ না? এই দেখ!

(আলখাল্লা খুলিল)

গুল— বটে!—কিন্তু আমার বড় মিঞার পরিচয়?

হোসেন—পরিচয়! পরিচয়! আবার কি পরিচয়! ওঃ··মনে পড়েছে···বড় মিঞা হ'তে হ'লে বিবিজানের জুতো খুলে দিতে হয়। দিচ্ছি...দিচ্ছি...এসো

গুল— কিন্তু, জুতো আবদুল খুলে দিয়েছে যে—

হোসেন—কি? আবদুল খুলে দিয়েছে...তার এত বড় আস্পর্দ্ধা? সে কি জানে না যে দিল্লী সহরের মধ্যে বিবির পায়ের জুতো খুল্‌বার অধিকার এক মাত্র আমি ছাড়া আর কারু নেই! কত বড় বুকের ছাতি নিয়ে সে উল্লুক তোমার জুতিতে হাত দিলে! হারামজাদকে শিক্ষা দিচ্ছি! সে

তোমার যে জুতো একবার খুলেছে, সে জুতো আমি তোমার পায়ে, একশ' সাতাশীবার পরাবো, আর একশ' সাতাশীবার খুলে দেব! এসো পা বাড়াও···পা বাড়াও! এক...এক, দুই···দুই, তিন...তিন, চার···চার, পাঁচ···পাঁচ! (পরাইতে লাগিল)।

গুল্— (গুণগুণ সুরে) 'আমার তরুণ আঁখির বাণে দুনিয়া পাগল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিরিণার কক্ষ।

চিত্রাঙ্কনরতা শিরীণা।

ফিরোজের প্রবেশ।

ফিরোজ—আমার স্মরণ করেছেন সম্রাট্ কন্যা?

শিরীণা—(রঙ্ তুলি রাখিয়া ফিরোজের কাছে আসিল) দেখ'—তোমার প্রতি সেদিন আমি অন্যায় ব্যবহার ক'রে ফেলেছি। (সহসা আত্ম-সংবরণ করিয়া) না...না—ঠিক অন্যায় নয়...ভুল। ফিরোজ তুমি মন খারাপ কর নি তো?

ফিরোজ—সম্রাট্ কন্যা—!

শিরীণা—তুমি কিছু মাত্র দুঃখ কোরো না। বিশেষতঃ পিতা যখন তোমায় আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছেন—তখন আমারই বা তোমায় ত্যাগ.করবার কি অধিকার আছে? আজ হ'তে তুমি আবার পূর্ব্ব স্থানে অভিষিক্ত হ'লে!

ফিরোজ—আপনার এ অনুগ্রহ আমি বহু ভাগ্য ব'লে মানব !

শিরীণা—কেন ফিরোজ, আমার কাছে থাক্‌তে পেলে,—তুমি কেন এত খুসী হও ?

ফিরোজ—সম্রাট কন্যা,—

শিরীণা—বলো—(ফিরোজ একবার মুখ তুলিয়াই মাথা নত করিল)। না ··না···বলো তুমি

ফিরোজ—আপনি রাজ্যেশ্বরী—আমি আপনার দুয়ারে দীনাতিদীন

শিরীণা—সত্য···আমার হীরা জহরৎ·· রাজ সম্পদ···সবই আছে। কিন্তু কিসের অভাবে আমি তোমাকে কামনা করি ! কেন—এই ক'দিন তোমাকে না দেখে আমার সমস্ত অন্তর শুধু তোমার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল !

ফিরোজ—(আপন মনে) এও কি সম্ভব ! (শিরীণাকে) না, না—শাজাদী, আমি নত জানু হ'য়ে মিনতি কর্চ্ছি—আপনি আমায় ছলনা করবেন না !

শিরীণা—ছিঃ—ওঠো ফিরোজ ! তোমার ন্যায় যুবকের অমন কাতরতা দেখ্‌তে আমার দুঃখ হয় ! হয় তো আগে হ'লে আমি হাস্‌তাম—কিন্তু এখন তা পারি না ; পরকে দেখে হাস্‌বো কি ! আমার নিজের জীবনকে ইঙ্গিত ক'রে কে যেন নির্ম্মম হাসি হাস্‌ছে !

ফিরোজ—সে কি সম্রাট নন্দিনী ?

শিরীণা—হ্যাঁ, হাস্‌ছে !—আমি তার ক্রূর হাসি শুনেছি। তুমি জানো না ফিরোজ, আমার জীবনকে বেষ্টন ক'রে এক রহস্য-

সাগর ফেনিল হ'য়ে উঠেছে। কি সে রহস্য···বল্‌তে পারি না! পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি—তিনি কিছু বলেন না! বন্দিনী—বিজয় নগর রাণী সে রহস্যের সন্ধান জান্‌ত, কিন্তু সেও চ'লে গেল! ফিরোজ, আমার বড় ভয় হয়! মনে হয়—এ জগতে আমি বড় একা! তুমি আমার সহায় হও···তুমি আমার অবলম্বন হ'য়ে আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়াও ফিরোজ।

ফিরোজ—সম্রাট কন্যা,—আপনার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে—আপনার কোনো কাজে লাগ্‌তে পার্‌লে—আমি জীবন ধন্য মানবো!

শিরীণা—ফিরোজ, আজ আমার বড় আনন্দের দিন! তোমাকে কাছে পেয়ে জীবনের আঁধার পথে আমি আবার যেন আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি! এসো, তাঁরই স্মরণে আজ আমরা এই মুহূর্ত্তটীকে আনন্দের গানে ভরে নিই! –

গীত

ওকি, সোণার হরিণ নাচে!
তার নাচের ছন্দে দোল দিয়ে যায়,
আমার হিযার মাঝে॥
তালে তালে তার নাচে বনতল.;
আলো ছাযা দোলা দোলে—
তটিণী নটিণী রুণ্ ঝুণ্ ঝুণ্ নূপুর মধুর বোলে—
বোলে···আমার হিয়ার মাঝে॥

সহসা মহম্মদ তোঘ্‌লকের প্রবেশ।

মহম্মদ— আরে...বা—বা—বা! এতো চমৎকার গান গাইতে শিখেছে! শিরী, বলি'—ফিরোজ আজ কাল রীতিমত

অভিবাদন টভিবাদন করে তো ?—বাহরাম, পীর বাহরাম···চ'লে এসো বন্ধু,···এটাকে ঘাড়ে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছ, তোমার আবার সঙ্কোচ...হেঃ! মজা দেখ্‌বে···চলে এসো—

পীর বাহরামের প্রবেশ।

শুনেছ বাহরাম, শিরী কেমন গাইতে শিখেছে! ও গান গায়—আর ও হাঁ ক'রে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে··· দেখেছ' ?—দু'টিতে যেন···কি বলে ওকে···এই···এই···মনেও পড়ে না ছাই···এই···মাণিক জোড়···মাণিক জোড়···হাঃ হাঃ হাঃ—

(শিরীণা মাথা নত করিয়া অলক্ষ্যে পলায়ন করিল)।—

(ফিরিয়া দেখিয়া) ঐ—যাঃ, একটা তো পালিয়ে গেছে! (ফিরোজকে) কিন্তু, তোমার মতলবখানা কি ? এক দিন না হয় বাদ্‌শাজাদীর ঘোড়াটাকেই লক্ষ্য ক'রে ছুটেছিলে...কিন্তু এখনো কি লক্ষ্য সেই ঘোড়ার উপরেই আছে...না ঘোড়া ছেড়ে এবার—তার সওয়ারীর ওপরে গিয়ে পড়েছে ?···কেবল ঘামই দিচ্ছে! যাক্—যা লক্ষ্য করেই হয়—এখন ছুটে পড়—ছুটে পড় ..

[ফিরোজের প্রস্থান।

ব্যস্‌। বাহরাম, তুমি আমার শিক্ষাদাতা গুরু; তাই তোমাকে আমি সালাম করি।

বাহ— সে কি শাহান্‌শা, আমি আপনার গোলাম। গোলামের সঙ্গে পরিহাস—

মহ— না বাহরাম, পরিহাস নয়। সে দিন তোমার কথায় বিশ্বাস করি নি ; কিন্তু এখন জান্‌লেম...প্রেম নামক সত্যই একটা হাওয়া-পরী বা দানা দৈত্য আছে, যে অনায়াসে ছুটো জোয়ান জ্যান্ত মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে। শুধু তাই নয়...তলোয়ারধারী সৈনিককে দিয়ে সে আবার কবিতাও লেখায়! জানো বাহরাম, ফিরোজ আজকাল লুকিয়ে লুকিয়ে রীতিমত কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেছে।

বাহ— এরূপ অবস্থায় সেটা স্বাভাবিক জাঁহাপনা,—

মহ— স্বাভাবিক! তুমি একে স্বাভাবিক বলছ বাহরাম! কিন্তু আমি একে বলব—ব্যাধি। সুস্থ সবল মস্তিষ্কে কখনও কবিতা রচনা করা চলে না। তুমি যাও, আমি শীঘ্রই ফিরোজের এই ব্যাধির চিকিৎসা করাবো। [বাহরামের প্রস্থান। মালেক খসরু,—

মালেকের প্রবেশ।

মালেক—সম্রাট,—

মহ— তুমি শুনেছ যে বুক্কারায়ের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বিশ্বাস-ঘাতক জাফর খাঁ আমারি প্রদত্ত ফারমানের সাহায্যে বিনা বাধায় অক্লেশে দেবগিরি অধিকার করেছে ?

মালেক— শুনেছি সম্রাট। দিল্লী হ'তে বিজয় নগর রাণীকে তাঁর স্বামীর কাছে পৌছে দিতে গিয়ে শুনে এসেছি যে জাফর খাঁ তথায় বাহমনী রাজ্য নামে এক নূতন রাজ্য স্থাপন ক'রে নিজেকে সে স্থানের স্বাধীন নরপতি বলে ঘোষণা করেছে।

মহ— শুনেছ…ভাল! কিন্তু, মালেক খসরু—

মালেক—সম্রাট—

মহ— এই দেবগিরির কথা তোমর স্মরণ আছে?

মালেক—আছে, কিন্তু সে স্মৃতি বড় অস্পষ্ট। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর সেই সময়েই আমার জননী আমাকে বুকে িয়ে দেবগিরি হ'তে চির বিদায় নিয়ে আসেন। পথে তাঁর দেহত্যাগ হয়। সেই হ'তে আমি সম্রাটের পরলোক-গত পিতাব দয়ায় এবং মহানুভব সম্রাটের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হ'য়ে এসেছি।

মহ— মালেক, দেবগিরি তোমার জন্মভূমি। তুমি কি তাকে ভালবাস না? সেই স্থানকে দেখবার জন্য তোমার অন্তরে কি একটা কামনা জাগে না?

মালেক—শাহানশা, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন।

মহ— কেন?

মালেক—কারণ, আমি সম্রাটের ভৃত্য—সম্রাটের চরণে বিক্রীত দাসানুদাস। আত্মীয়, বান্ধব, জননী জন্মভূমি, কা'কেও সম্রাটের প্রাপ্য সেবার কণা মাত্র অংশ দিয়ে আমি সম্রাটের কাছে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হ'তে পারব না!

মহা— মালেক,—একি সত্য! আমার আদেশ পালন করাকেই তুমি জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ ক'রে নিয়েছ!

মালেক—শাহানশা, কখনো কি তা'র ব্যতিক্রম দেখেছেন?

মহ— না, দেখি নি। কিন্তু তবুও—

মালেক— আদেশ ক'রুন সম্রাট ?

মহ— তোমার প্রভু-ভক্তির পরিমাণটা যদি আর একবার যাচাই ক'রে নিতে চাই !

মালেক—উত্তম, কি ক'র্‌তে হবে ভৃত্যকে আদেশ ক'রুন—

মহ— তা হ'লে অতি সত্বর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে দেবগিরি আক্রমণ করো। বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ—নির্ব্বিচারে হত্যা ক'রে দেবগিরিকে একটা কবরখানায় পরিণত ক'র্‌বে...একি···, মালেক, তুমি কাঁপছ' ?—

মালেক—না—না—না, আমি কাঁপি নি···আমি প্রভুর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক নই···আমি স্থির · আমি অচঞ্চল। সম্রাট, আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে···দাসের অভিবাদন গ্রহণ করুন !——

(প্রস্থানোদ্যত)

মহ— দাঁড়াও মালেক,—কৈ হ্যায় !—ফিরোজ খাঁ—! মালেক, আমি ফিরোজকেও তোমার সহকারী রূপে প্রেরণ করব মনস্থ ক'রেছি—

মালেক—সহকারী ! ফিরোজ খাঁ আমার সহকারী ! বুঝেছি, শাহানশা আমার অটল প্রভুভক্তিতে সন্দীহান হ'য়েছেন, তাই ফিরোজ খাঁকে সঙ্গে পাঠাচ্ছেন !

মহ— না মালেক, আমি তোমার প্রভুভক্তিতে সন্দীহান নই। বরং আমি ইচ্ছা করি—তোমার প্রভুভক্তি আমার সমস্ত অপদার্থ কর্ম্মচারীর আদর্শ স্বরূপ হোক্ ! সেই আশাতেই আমি ফিরোজ খাঁকে তোমার সঙ্গে প্রেরণ ক'চ্ছি !—

ফিরোজের প্রবেশ।

এসেছ ফিরোজ! আমি দেবগিরি বিদ্রোহ দমনের জন্ম মালেক খসরুকে প্রেরণ ক'চ্ছি এবং আমার ইচ্ছা তুমিও তা'র সহকারী হ'য়ে অবিলম্বে দেবগিরি যাত্রা করো—

ফিরোজ—দেবগিরির যুদ্ধক্ষেত্রে!—সম্রাট,···

মহ— এ আদেশ কি তোমার মনঃপূত হ'ল না?

ফিরোজ—শাহনশা, আমার—আমার একটা আর্জ্জি—!

মহ— স্মরণ রইলো···যুদ্ধ ক্ষেত্র হ'তে ফিরে এসে তোমার আর্জ্জি পেশ কোরো—আমি তখন শুনব; আপাততঃ আমার অবসর নাই—

ফিরোজ—সম্রাটের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্! আমি দেবগিরিতে যুদ্ধ যাত্রা করব। (আপন মনে) বিদায়ের পূর্ব্বে সাহাজাদীকে একবার—

(অভিবাদনান্তর অন্দরণ অভিমুখে প্রস্থানোদ্যত।)

মহ— উঁহুঁ—উঁহুঁ—ওদিকে নয়—ওদিকে নয়—দেবগিরির যুদ্ধ ক্ষেত্রটা দিল্লীর হারেমের অভিমুখে নয়—এই দিকে—এই দিকে! মালেক—

মালেক—এসো ফিরোজ!—

[মালেক ও ফিরোজের অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

শিরিণার প্রবেশ।

শিরিণা—পিতা!—

মহ— কে! শিরি!—

শিরী— আপনি···আপনি বুঝি দেবগিরিতে সৈন্য পাঠালেন ?

মহ— হ্যাঁ—

শিরী— পিতা— !

মহ— কি তোমার বক্তব্য ? তুমিও কি যুদ্ধে যেতে চাও না কি ?

শিরী— আমার যে অন্দরণের বাইরে যাবারও আদেশ নেই পিতা !

মহ— আচ্ছা, যদি আমি সে আদেশ প্রত্যাহার করি ?

শিরী— পিতা !

মহ— হ্যাঁ, শিরীণা, আমি আদেশ প্রত্যাহার ক'র্চ্ছি ! আজ হ'তে তুমি মুক্ত ! বলো, যাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ?

শিরী— যুদ্ধে যেতে আমার খুব ইচ্ছে হয়। আঃ —কত কাল···কত যুগ যেন বাইরে যাই নি ! পিতা, আমি দেবগিরি যাবো !—আজ আমার সত্যই আবার দূর দেশে ঘোড়া ছুটাতে ইচ্ছা ক'র্ছে—

মহ— হুঁ···ঐ ঘোড়া ছুটানো রোগটা তোমায় এখনও ছাড়ে নি দেখছি ! আবার ঐ ঘোড়াকেই লক্ষ্য ক'রে হয় তো···না—না—এতো ভালো কথা নয় ! আমি এর প্রতিবিধান · না··· তাই বা কেন ? দেখা যাক্ না···কত দূর কি হয়। শিরী, আমি সঙ্কল্প ক'রেছি—আমরা অবিলম্বে দেবগিরি যাত্রা ক'র্ব !

শিরী— আমরা···সকলে ?—

মহ— হ্যাঁ···সকলে—

তৃতীয় দৃশ্য

দেবগিরি—মালেক খসরুর শিবির।

ফিরোজ।

ফিরোজ—এ জীবনের প্রথম স্বপ্ন যার নির্ম্মম আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল···তা'রই প্রভুত্ব মেনে এমন ক'রে নর-হত্যা ক'র্‌তে আমি পারব না। আমার সমস্ত অন্তর আজ বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে। এর চেয়ে বরং আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'র্‌ব···আমার জন্মভূমি পারস্যে চ'লে যাবো।...যাবার আগে একবার···শুধু একটিবারও যদি তা'র দেখা পেতাম! না—সে অসম্ভব! রাজাদেশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর আমাদের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিদায়—বিদায়—শিরীবানু, বিদায়!—

[প্রস্থান।

জাফর খাঁ ও মালেক খস্‌রুর প্রবেশ।

মালেক—তুমি নিজে এলে জাফর খাঁ,—আমার কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে!

জাফর—নিজেই এলাম উজীর সাহেব। আমার অনুরোধ—অসংখ্য মানুষের রক্ত-পাতে স্বর্ণভূমি দেবগিরি আর আপনি রঞ্জিত ক'র্‌বেন না।

মালেক—তুমি সম্রাটের প্রদত্ত ফার্ম্মান সাহায্যে দেবগিরি প্রবেশ ক'রেছ—তুমি এখানে স্বাধীন বাহমনী রাজ্য স্থাপন ক'রেছ। তুমি রাজদ্রোহী জাফর খাঁ।

জাফর— এ রাজদ্রোহ নয় উজীর সাহেব। নির্য্যাতিত দেবগিরিকে রক্ষার জন্যই—বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা,—নির্য্যাতন হ'তে অসহায় প্রজাকে রক্ষার জন্যই বুক্কারায়ের বিজয় নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা—

মালেক—তর্ক ক'র্‌তে চাই না—শুধু জেনে রাখ, এ সন্ধি অসম্ভব। তুমি যাও জাফব খাঁ,—প্রভাত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওগে!

জাফর— প্রভাত যুদ্ধ! কিন্তু, ভেবে দেখুন উজীর সাহেব, কি নিয়ে আমবা প্রভাত যুদ্ধ ক'রব! আমাদেব রসদখানা আপনার অধিকারে। দেবগিরির এ দুঃসময়ে রসদ আটকিয়ে রাখা শুধু শত্রু পক্ষকে দুর্ব্বল কবা নয়—এর ফলে অসংখ্য অসহায় বালক, বৃদ্ধের অনাহারে জীবন নাশ ঘট্‌বে। আমি আপনার শিবিরে যাত্রাব পূর্ব্বেই দেখে এসেছি নগরে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হযেছে! গৃহে গৃহে আতঙ্কগ্রস্ত মাতা—শিশু সন্তানকে বুকে নিয়ে ক্রন্দন ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেছে! আপনারই স্বদেশবাসী···আপনারই পরমাত্মীয় তা'রা—

(দূরে কোলাহল)

মালেক—চুপ্—! ও কিসের কোলাহল?

জাফর— বুভুক্ষা-কাতর দেবগিরিবাসীর আর্ত্ত-ক্রন্দন। আপনি এই দেশেরই সন্তান···এই দেশেরই ফলে জলে প্রতিপালিত; আপনি কি নিশ্চল দাঁড়িয়ে এ ক্রন্দন শ্রবণ কর্‌বেন উজীর সাহেব?

মালেক— তাই ত'·· কি করি···কি করি!···হে প্রবল প্রতাপ দুনিয়া-জয়ী সম্রাট, আমার এ মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা আপনি ক্ষমা করুন!

জাফর— উজীর সাহেব,—

মালেক— কে আছিস্?

দূতের প্রবেশ।

মোফাজ্জেলকে বল, রসদখানার অবরোধ তুলে নিতে। যাও জাফর খাঁ, যথাযোগ্য আহার্য্য নিয়ে দেবগিরিবাসীর মধ্যে বিতরণ করো—

জাফর— উজীর সাহেব, আপনার এ মহানুভবতার জন্য দেবগিরিবাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম জানাই!

[প্রস্থান।

মালেক—কি ক'রব! কিছুতে স্থির থাকতে পারলাম না। নীল মেঘ-শ্রেণীর ন্যায় উদার গিরিমালা শোভিত·· নির্ঝরিণীর জলধারা-স্নাত এই অপূর্ব্ব দেশ···এর প্রতি একটা দুর্ব্বার আকর্ষণ আমার রক্তের প্রতি বিন্দুটীর সাথে মিশে আছে। এ দেশের নরনারীব মুখে আর্ত্ত কাকুতি···সে আমি সইতে পারি না··· আমার বুক ভেঙ্গে যায় !

নেপথ্যে—(দূরে সমবেত কণ্ঠে) "জয়তু দেবগিরি···জয়তু দেবগিরি··· জয়তু দেবগিরি"—

মালেক—অই—অই তা'রা খাদ্য পানীয় লাভ ক'রে সানন্দে দেবগিরির জয়ধ্বনি ঘোষণা কর্চ্ছে! আহা হা, কি সুন্দর কি সুন্দর —ওদের কণ্ঠের ওই জয়ধ্বনি! যখনি শুনি, আমার বুকের রক্ত নেচে ওঠে! হে দিল্লীশ্বর-দত্ত-তরবারি,—আমায় মার্জ্জনা করো···তোমায় এক মুহূর্ত্ত ত্যাগ করে আমায় প্রাণ খুলে বল্‌তে দাও···জয়তু দেবগিরি···জয়তু দেবগিরি ..

নেপথ্যে—জয়তু দেবগিরি···জয়তু দেবগিরি।

মালেক তরবারি রাখিয়া বাহিরের জয়ধ্বনির সঙ্গে
জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ঠিক তাহারই প্রতি-
ধ্বনি করিয়া অতর্কিতে কন্যাসহ মহম্মদ
তোঘ্‌লকের প্রবেশ।

মহ— জয়তু দেবগিরি—জয়তু দেবগিরি—!

মালেক—একি! কে! সম্রাট! স্বয়ং সম্রাট!

মহ— হুঁ! আমি সম্রাট! কিন্তু আমার অকস্মাৎ এখানে উপস্থিত দেখে তুমি বিস্মিত হ'য়েছ মালেক? একি! আমার তরবারি পরিত্যাগ ক'রেছ তুমি!

মালেক—না শাহানশা, তার জন্য নতজানু হ'য়ে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছি। এই আমি তরবারি গ্রহণ ক'রে—

(তরবারি গ্রহণে উদ্যত)

মহ— মালেক, তোমার কি বিশ্বাস যে তোমার হৃদয়ের ওপর আমার প্রভুত্বের আসন ট'লেছে জেনেও আমি তোমায় ধ'রে রাখ্‌তে চাইব? না মালেক, মহম্মদ তোঘ্‌লক অত হীন নয়, অত স্বার্থপর নয়! নিজের দেশকে ভালবাসাটা অপরাধ নয় মালেক। যাও, আজ থেকে তোমাকে আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। জীবনের বাকি দিন ক'টা তোমার স্বদেশের সেবায় নিয়োজিত করে ধন্য হও।

মালেক—সম্রাট, শাহানশা, এ কি আদেশ ক'চ্ছেন গোলামকে? এ জীবনে একমাত্র আপনার সেবা ক'রেছি···কঠোর সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে দেশ হ'তে দেশান্তরে দিল্লীশ্বরের জয়

পতাকা বহন করাকেই একমাত্র কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ ক'রেছি। প্রভু, সে পদ হ'তে আমায় বিচ্যুত ক'র্‌বেন না। আপনি আমায় ত্যাগ ক'র্‌লে আমার জীবন দুর্ব্বহ হ'বে!

মহ— একে ত্যাগ করা বোলো না মালেক,—ত্যাগ নয়···আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি! আজন্ম-সৈনিক, অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌তে যদি কুণ্ঠিত হও তবে এই নাও অস্ত্র—দাসত্বের প্রতিরূপ নয়—এ আমার সম্মানের দান! এই অস্ত্র নিয়ে তুমি তোমার জন্মভূমির গৌরব রক্ষা কর—প্রয়োজন হয় এই অস্ত্র নিয়েই অত্যাচারী মহম্মদ তোগ্‌লকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ো। নাও—গ্রহণ করো অস্ত্র···

মালেক সম্রাট দত্ত তরবারি গ্রহণ করিল। এক মুহূর্ত্তে সম্রাটের মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিল, তারপর দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

মহ— শিরীণা—

শিরীণা—পিতা।

মহ— এক দৃষ্টে কি দেখ্‌ছিলে কন্যা?

শিরীণা—দেখ্‌ছিলাম···দেখ্‌ছিলাম ঐ উজীর সাহেবকে। যাবার বেলায় ওর মুখ দেখে আমার ভয় হ'ল!

মহ— ভয়?

শিরীণা—হ্যাঁ পিতা, ওর মুখ দেখে মনে হ'ল—ওর মনে যেন কি সর্ব্বনেশে ইচ্ছা লুকিয়ে আছে! আপনি ওকে সত্যই ত্যাগ ক'র্‌লেন?

মহ— পুনরায় সে প্রশ্ন কেন কন্যা ?

শিরীণা—আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি। যারা আপনার একান্ত আজ্ঞাবহ তাদেরও এমন ক'রে পরিত্যাগ ক'রে আপনি শান্তির রাজত্বে অশান্তির ঝড় বইয়ে দিতে চান কেন ?

মহ— শান্তি !—শিরীণা, তাহ'লে তুমিও শান্তি প্রয়াসী ?

শিরীণা—পিতা !—

মহ— কিন্তু—আজ যদি একবার সেই বেদুইন দস্যুটার সন্ধান পেতাম !

শিরীণা—বেদুইন দস্যু !

দূতের প্রবেশ।

দূত— হুজরত, এক বেদুইন সর্দ্দার আপনার দর্শন প্রার্থী—

মহ— এসেছে, এসেছে ! কোথায় ?

দূত— শিবিরের দ্বারদেশে—

মহ— আচ্ছা, তা'কে এখানে—না—না—এখানে নয়—আমিই যাচ্ছি—আমিই যাচ্ছি। [প্রস্থান।

শিরীণা—এর অর্থ কি ! পিতা যেন কি গোপন রহস্য আমাকে এড়িয়ে চ'ল্‌তে চান ! কিন্তু আমিও ছাড়ব না। গুলবানু, বোর্‌খা··· বোর্‌খা— [প্রস্থান।

সন্তর্পণে মালেকের পুনঃ প্রবেশ।

মালেক—চ'লে গেছেন ! কিন্তু আমি চিন্তা ক'রেছি—বিচার ক'রেছি—বিচার ক'রে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। সম্রাট,—

তোমার সেবা ব্যতীত জীবনে আমার অন্য কর্ত্তব্য নাই—এ জেনেও যখন তুমি আমায় পরিত্যাগ ক'রেছ,—তখন আর জীবন ধারণ ক'র্‌ব কোন ভরসায়? না,—কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট জীবন নিয়ে উজীর মালেক খস্‌রু বাঁচতে পারে না—সম্রাট-প্রদত্ত তরবারির সাহায্যে এ কর্ত্তব্য হীন জীবনের পরিসমাপ্তি করি—

আত্মহত্যা করিতে উদ্যত—পশ্চাৎ হইতে সানন্দা আসিয়া তাহাকে বাধা দিল।

সানন্দা—ছিঃ সৈনিক,—আত্মহত্যা বীরের ধর্ম্ম নয—আত্মহত্যা করে কাপুরুষ—

মালেক—কে! কে তুমি! একি!—বিজয়নগর অধিশ্বরী,...তুমি এখানে—?

সানন্দা—দেশের রাজার কর্ত্তব্য হ'চ্ছে আজ জাব হত্যা.. কিন্তু দেশের রাণীর কর্ত্তব্য জীব-সেবা; সেই ব্রত নিয়েই দেবগিরির যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেছিলাম। জনরব শুন্‌লেম সম্রাট নিজে এসেছেন দেবগিরিতে, তাই তাঁর দশনের জন্য এখানে আসছিলেম! কিন্তু পথে আসতে দেখি সম্রাটের ভীষণ বিপদ!

মালেক—বিপদ! সম্রাটের বিপদ! সে কি...কি বিপদ দেবি?

সানন্দা—কি বিপদ তা এখনো ঠিক ব'ল্‌তে পার্‌ব না।...তবে মনে হয় সে বিপদের সুচনা হবে শিরীণাকে উপলক্ষ্য ক'রে! কারণ এক বেদুইন শেখ্‌কে আমি সম্রাটের সঙ্গে দেখেছি!

মালেক—বেদুইন শেখ্! সম্রাট কন্যাকে লক্ষ্য ক'রে বিপদ!...আমি আপনার কথার অর্থ যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

সানন্দা—বুঝবে…পরে বুঝবে। কিন্তু আমার অনুরোধ, সৈনিক, এ সময়ে তুমি সম্রাটের পার্শ্ব ত্যাগ কোরো না।

মালেক—কিন্তু সম্রাট কি আমায় আর তাঁর কাছে থাক্‌তে দেবেন ?

সানন্দা—বেশ, থাকৃতে না দেন তুমি আমার কাছে থাক্‌বে…আমার উপদেশ মত চালিত হবে। তোমার আপত্তি আছে ?

মালেক—আপত্তি ! আমার অন্তর ব'লে দিচ্ছে আমার কাছে তোমার একমাত্র পরিচয় তুমি আমার মা ! সর্ব্বহারা এতদিনে যদি মায়ের সন্ধান পেয়েছে‥ তাঁর স্নেহের ছায়া ছেড়ে সে কি দুনিয়ার অন্য কোথাও থাক্‌তে পারে ?

সানন্দা—উত্তম, তা হ'লে এসো পুত্র, আমরা আগে ফিরোজের সন্ধানে যাই।

মালেক—ফিরোজ !

সানন্দা—হ্যাঁ পুত্র ! সে অভিমান ভরে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে সঙ্কল্প ক'রেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমি তা'কে ঐ দিকে যেতে দেখেছি। অন্ধকার পার্ব্বত্য-পথে বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পারে নি…আমরা গিয়ে আগে তাকে ফিরিয়ে আনব। সম্রাট সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য—পথ চ'লতে চ'লতে তোমায় জানাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পার্ব্বত্য নদীর বাঁধ।

। এক পার্শ্বে একটি কামান।

ইব্রাহিম, শিরীণা ও গুলবানুর প্রবেশ।

ইব্রাহিম—সত্য পরিচয় দাও, তোমরা কা'রা ; কেন সম্রাটকে অনুসরণ ক'চ্চো ?

শিরী— তোমার তা'তে প্রয়োজন ?

ইব্রা— আমায় বিশ্বাস কর···আমি সম্রাটের হিতাকাঙ্খী ! বেদুইন সর্দ্দারের সঙ্গে এই নির্জ্জন স্থানে এসে সম্রাট বিপদের জালে পা বাড়িয়েছেন···জেনানা হয়ে তোমবা আবার কেন—সে বিপদে···

শিরী— বিপদ ? কিসের বিপদ ?

ইব্রা— সে আমি ব'ল্‌তে পার্‌বো না...আগে তোমাদের পরিচয় না জান্‌লে—

গুল— আমি শাজাদীর বাঁদী···আর ইনি স্বয়ং শাজাদী !

ইব্রা— শোভান আল্লা ! তুমি·· তুমিই সেই ! বহিন, আমার আদাব গ্রহণ কর !

শিরী— আগে বল—আগে বল—কি বিপদের জালে—

ইব্রা— চুপ···ওই তা'রা এসে প'ড়েছে, লুকিয়ে পড় ঐ বাঁধের পাশে···এসো—

শিরী— লুকোবো ?

ইব্রা— আমায় সঙ্কোচ নেই বহিন···আমি তোমার ভাই—

[সকলের প্রস্থান।

মহম্মদ ও আবদাল্লার প্রবেশ।

আব— আমি তো বলেছি, আমি হাজার আশরফি পেলেই চলে যাই। আপনার কাছে আর দ্বিতীয় বার কিছু দাবী ক'র্‌বো না।

মহ— আমি তোমায় এক কপর্দ্দকও দেব না। চলে যাও এখান থেকে।

আব— অত মেজাজ খারাপ কর্চ্ছেন কেন হুজুর? আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনার তাঁবু···আপনার লোকজন ...সব এখন অনেক দূরে। আমার সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আপনি এই পাহাড়ী নদীর বাঁধের কাছে এসেছেন। এস্থান নির্জ্জন—কেবল আশে পাশে বাঁধ আগলে র'য়েছে আমারই দু'চার জন সাক্‌রেদ?—

মহ— তাই ত',—বাঁধের ধারে ও কামান কা'র ?

আব— আগে আপনারই ছিল, এখন এই নফরের!

মহ - হুঁ!—আবদাল্লা তুমি ভেবেচ ভয় দেখিয়ে আমার কাছে আশ্‌রফি আদায় ক'র্‌বে !

আব— যাক্, আশ্‌রফি না দেন · আপনি আমার লেড়কীকে ফিরিয়ে দিন।···আমি চ'লে যাই।

মহ— লেড়্‌কী !

আব— হাঁ…আশ্‌রফি না মিলে…আমি লেড়কী চাই !…

মহ— তুমি তা'কে পাবে না—

আব— পাবো না !

মহ— না, পাবে না…কি অধিকারে তুমি আজ তাকে দাবী করতে এসেছ ?

আব— আমার অধিকার নেই..আমি তার বাপ…আমি তা'র জন্মদাতা…

মহ— জন্মদাতা ! ··সে তোমার অপরাধ। জন্ম দিয়ে যে তা'কে পালন করতে পাবে না…সন্তানের কাছে, নিজের কাছে, দুনিয়ার কাছে সে কেবল অপরাধী…

আব— হুজুরের বিচারে অপরাধী হই আর যা-ই হই…তা ব'লে আমাদের সম্বন্ধটা…

মহ— কিসের সম্বন্ধ ! কোনো সম্বন্ধ নেই·· যাও !—

আব— নেই—কোন সম্বন্ধ নেই—বাপের সঙ্গে লেড়কীর সম্বন্ধ—

মহ— না নেই !…সে ক্ষীণ বন্ধন রক্তের স্রোতে ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে ! আবদাল্লা,—তুমি পশু, তুমি শয়তান, তুমি হয় তো অনায়াসে ভুলতে পারো ; কিন্তু সে ছবি আজও আমাব চোখের সামনে সুস্পষ্ট হ'যে র'য়েছে ! · আফগান সীমান্তের সেই জীর্ণ বস্ত্রাবাস…তা'র মধ্যে রোগক্লিষ্ট অতিথি—আর তা'রই শয্যার পার্শ্বে ঘুমন্ত শিশু কন্যাকে বুকে নিয়ে এক সেবাময়ী নারীমূর্ত্তি! আমি নির্ম্মম…আমি কঠোর…তবু আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই—সে দিন সেই মহিমাময়ী নারীর সেই সেবা পরায়ণা মূর্ত্তি দেখে—আমি সত্যই বিমুগ্ধ

হ'য়েছিলাম···(উত্তেজিত হইয়া) কে তখন বুঝেছিল যে মানুষের অস্থি চর্ম্মের আড়ালে জানোয়ারের কলিজা লুকিয়ে থাক্‌তে পারে! কে তখন ভেবেছিল যে···মানুষেরই দেহে শয়তান আধিপত্য করে! তা যদি বুঝ্‌তে পার্‌তাম— তা হ'লে এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল—যে···আমারই চ'ক্ষের সম্মুখে এক অসহায়া রমণীর বক্ষরক্তে তোমার ঐ শাণিত খঞ্জর—

আব— ঢুষ্‌মনির প্রতিশোধ! আমি বেইমানির প্রতিশোধ দিয়েছি... অন্ধকার রাতে আস্তানায় ফিরে বেদুইনের বাচ্চা যদি দেখতে পায় যে···তারই জরু···তারই সাদী করা জরু...এক অজানা হারামজাদকে বিছানায় নিয়ে বসে আছে...তা হ'লে কলিজার রক্তকে সে ঠাণ্ডা রাখ্‌তে পারে না!...রূপ আর রূপেয়া আমরা কারও কাছে রেখে বিশ্বাস করি. না! ঢুষমণীর প্রতিশোধ নিতে তাই তার বুকে ছুরী বসিয়ে দিলাম।

মহ— আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌ল আর্ত্তনাদ,—সেই আহত মুমূর্ষু রমণীর শেষ আর্ত্তনাদ--আফগানিস্থানের আকাশে বাতাসে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল—আমার এই লৌহ-কঠোর বক্ষ পঞ্জর ভেদ ক'রে সারা অন্তর আলোড়িত ক'রে তুল্‌ল!···চ'ম্‌কে উঠে দেখ্‌লুম—রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে—আর সেই বন্যায় ভেসে চ'লেছে এক ফুলের মত শিশু...নিষ্কলঙ্ক—নিরাশ্রয় মাতৃহারা শিশু! তাকে লক্ষ্য ক'রে...সেই শিশুকে পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে—(আবদাল্লার প্রতি চাহিয়া) হ্যাঁ, অম্‌নি ক'রে—ঠিক অম্‌নি ক'রে জ্বলে উঠেছিল শয়তানের চোখ দুটী—! অম্‌নি ক'রে উর্দ্ধে তুলেছিল সে তার শাণিত কৃপাণ! কিন্তু তখনো সে জানে নি যে তার পাশবিক শক্তিকে বিদলিত করবার জন্যে

তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে···কি আবদাল্লা শেখ,—ছুরিকা অবনত কর্‌লে কেন ?

আব— তুমি···তুমিই আমায় হটিয়ে দিয়ে আমার লেড়কীকে ছিনিয়ে এনেছিলে ! কিন্তু, একবার হটেছি বলে চিরজীবন ভয় পেয়ে কাছে এগুবো না—তেমন বাপের পয়দা আমরা নই !···ওই লেড়কী···যাকে তুমি ছিনিয়ে আন্‌লে—ওর মায়ের বেইমানী শুধু ওর মায়ের খুনেই শেষ হয় নি। ওকেও আমি চাই...ওর সারা শরীরে ওর মায়ের দুষমণী বাসা বেঁধে আছে !···বাগে পেলে ও—ও একদিন মাথা তুলে আমায় দাঁত বসাতে চাইবে। ওকেও খতম্ না ক'র্‌লে আমার সোয়াস্তি নাই। বলো তুমি...কোথায়...কোথায় আমার সেই দুষমণ লেড়কী ?—

মহ— না···তা'র সন্ধান আমি দেব না—

আব— বলো—বলো—(মহম্মদ ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন।)

শিরীণার ছুটিয়া প্রবেশ।

শিরীণা—বলো...বলো পিতা,...কোথায় সেই লেড়কী ?

মহ— তুমিও তার পরিচয় জান্‌তে চাও—শিরীণা !

শিরীণা—পিতা...

মহ— পিতা আমি নই...পিতা তোর অই···

(আবদাল্লাকে নির্দ্দেশ···শিরীণা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।)

শিরীণা—য়্যাঁ...এই নরঘাতক দস্যু আমার পিতা ! ইয়ে খোদা মেহেরবান,—এ পরিচয় জান্‌বার চেয়ে—তুমি আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও— [ছুটিয়া প্রস্থান।

আব— দুষমণী পালিয়ে যায়—ওকে ধ'র্‌বো—ওকে ধ'রে আন্‌বো !—
দুষমণীর খুন্‌—দুষমণীর খুন্‌— (ছুটিতে গেল।)

মহ— খবরদার—(গুলি করিলেন)

আব— ওঃ,—হো বেদুইন...সর্দ্দার কতল্‌—সর্দ্দার কতল্‌—

(আবদাল্লা মাটীতে পড়িয়া গেল···নেপথ্যে রণদামামা বাজিল ও সমবেত স্বরে কোলাহল উঠিল)

বেদুইনগণ—সর্দ্দার কতল—সর্দ্দার কতল—তাজা খুন্‌—দুষমণের খুন—!

ইব্রাহিমের প্রবেশ।

ইব্রা— সর্ব্বনাশ—পাঁচ শ' বেদুইন—পাঁচ শ' বাঘের মত হাতিয়ার নিয়ে ছুটেছে—এখন উপায় ?

বেদুইনগণ—ধর্‌—ধর্‌—দুষমণকে ধর...

ইব্রাহিম কামান দাগিল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলস্রোতে প্লাবন বহিল।

বেদুইনগণ অন্য তীরে থমকিয়া দাঁড়াইল।

ইব্রা— শীঘ্র চ'লে আসুন হজরৎ···আসুন—

[মহম্মদকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমালয়ের পাদদেশে পার্ব্বত্য পথ।

সানন্দা ও মালেক খসরু।

সানন্দা—সংবাদ কি মালেক খসরু? ফিরোজকে ধ'র্‌তে পার্‌লে —?

মালেক—ধ'রেও ধ'র্‌তে পারলেম না মা, আমি তা'র পশ্চাতে ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঐ পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ পর্ব্বত-মধ্যে সে যেন 'ভেল্কীর মত অদৃশ্য হ'য়ে গেল। অনেক অনুসন্ধান ক'রেও কোন ফল হ'ল না!

সানন্দা—তা'র সঙ্গে কেউ ছিল!

মালেক—হ্যাঁ মা ছিল। দূর হতে তাদের চেহারা ভাল ক'রে দেখতে পারি নি। তবে মনে হ'ল একজন স্ত্রীলোক·· আর—আর দুটী পুরুষ···তা'র মধ্যে একজন বেদুইন।

সানন্দা—একজন বেদুইন! মুখে ক্ষত চিহ্ন?

মালেক—সে তো দেখতে পাইনি মা—!

সানন্দা—আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তা হলে সঙ্গের সেই স্ত্রীলোকটী বোধ হয়—সম্রাটকন্যা শিরীবাণু— ?

মালেক—শিরীবানু—

সানন্দা—শুনেছি সে রাত্রে দেবগিরিতে পিতৃ-পরিচয় পেয়ে শিরীবাণু সম্রাটকে ছেড়ে পাগলিণীর মত চ'লে যায়! সম্রাটও সেই রাত্রেই চীন্ অভিযানের উদ্দশ্যে সসৈন্যে হিমালয়ের দিকে ধাবিত হ'ন! ঐ বেদুইনদের মধ্যে এক মহাপ্রাণ যুবককে আমি জানি,—সে হয় তো শিরীবাণুকে আশ্রয় দিয়েছে!—সম্ভবতঃ সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্যে—শিরীবাণুকে সে পর্ব্বতের দিকে নিয়ে যাচ্চিল···পথে ফিবোজেব সঙ্গে তা'দের মিলন হ'য়েছে।

মালেক—কিন্তু—তা'দের সঙ্গের সেই অপর পুরুষটী কে তবে মা?

পুরুষ বেশে গুল্‌বাণুর প্রবেশ।

গুল— সে আমি!—

মালেক—হ্যাঁ···এই ত' বটে!

সানন্দা—তুমি—তুমি—তোমায় যেন' কোথায় দেখেছি?

গুল— আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না বিজয়নগর রাণী? পার্ব্বত্য পথে নিঃসঙ্গ ভাবে আস্‌তে হোয়েছে ব'লে আত্ম-রক্ষার জন্যে পুরুষ বেশ ধারণ ক'রেছি। আমি বাদশাজাদীর বাঁদী গুলবাণু!

মালেক—গুলবাণু!

সানন্দা—সাজাদী কোথায় গুলবানু?

গুল— ইব্রাহিম নামে এক বেদুইনের সাহায্যে আমি আব শাজাদী সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হ'বার জন্যে পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হ'চ্ছিলাম—ফিরোজ খাঁও আমাদের সঙ্গী হ'ল। খাড়ী

পাহাড় পার হ'য়ে—শেষে আমরা বাঘ গুহা নামে এক ভীষণ গিরি-গহ্বরের দ্বারে উপস্থিত হই। সেই পর্য্যন্ত পৌঁছে—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমি চলৎ-শক্তি-হীন হ'য়ে পড়ি! আর কোন মতে এগুতে পার্‌লাম না—তাই একা ফির্‌তে হ'ল আমায়।

সানন্দা—কিন্তু তা'রা গেল কোথায়?

গুল— তা'রা সেই বাঘ-গুহায় প্রবেশ ক'রেছে।

সানন্দা—বাঘগুহা! গুলবাণু, আমাদের সেই বাঘগুহা চিনিয়ে দিতে পার?

গুল— তা পার্‌ব না কেন?—

সানন্দা—মালেক,—সম্রাটের পার্ব্বত্য-শিবিরে কত সৈন্য আছে?

মালেক—আর সৈন্য কোথায় মা! লাখ' সৈন্যের মধ্যে বেশীর ভাগ সম্রাটের সঙ্গে পাহাড় ডিঙ্গাতে চ'লে গেছে · শিবিরে অনুমান হাজার দশেক আছে—তা'রাও হয় তো কাল প্রত্যুষেই যাত্রা কর্‌বে!

সানন্দা—ওর থেকে শ'পাঁচেক সৈন্য তুমি চেয়ে নিতে পার?

মালেক—আজীবন সম্রাটের সৈন্য পরিচালনা ক'রেছি.. আজ আমার ইচ্ছায় পাঁচ শ' সৈন্য—আমার সঙ্গী হবে না মা?

—তাদের নিয়ে কি ক'র্ব্বো—তুমি শুধু সেই আদেশ কর!

সানন্দা—এসো, আগে সেনা সংগ্রহ করি—কি ক'র্‌তে হবে, সে ব'ল্‌বো পরে। গুলবাণু,—তুমি আমাদের জন্য এইখানেই অপেক্ষা কর'—আমাদের সেই বাঘগুহা দেখিয়ে দেবে! এস' মালেক— [উভয়ের প্রস্থান।

গুল— সাজাদী সঙ্গী ছিলেন—তিনিও চলে গেলেন; আর এমন নিঃসঙ্গ হ'য়ে কত কাল ঘুরবো! আজ কেন জানি না বার বার হোসেনের কথা মনে হ'চ্ছে! হোসেন আমায় ভাল বাস্তো—সত্যই ভাল বাস্তো। আহা, বেচারীর উপর কত অত্যাচার-ই ক'রেছি!—রাগ ক'রে সে ঘর ছেড়ে সেনাদলে যোগ দিয়েছে। এবার দেখা হ'লে চোখের জলে তা'র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতাম! কিন্তু হায়,—আর কি তা'র দেখা পাব'!

গীত

অভিমানী আর কথা কহিবে না আসিবে না আর ফিরে।
সে যে চলে গেছে আলোছায়া-পথে একা একা ধীরে ধীরে॥
যাবার বেলায় গলে ছিল তা'র বিরহ-ব্যথার-মালা,
ছিল বুক জোড়া না-বলা-কথার বিষম দহন জ্বালা,
বনের আগুন নিভে বরিষায়, মনের আগুন নিভে না তো হায়
ঝর ঝর আঁখি নীরে॥

(নেপথ্যে কোলাহল)

কিসের কোলাহল! একদল সেপাই না! তা'র মধ্যে... তাই ত—কি তাজ্জব—খোদা কি সত্যই মুখ তুলে চাইলেন! যাই···আড়ালে গিয়ে দেখি সব—

একদল সেপাই ও হোসেনের প্রবেশ।

১ম সেপাই—এগিয়ে চল···এগিয়ে চলো হোসেন মিঞা—

হোসেন—এগুঁবো ! আমার বাপ ঠাকুর্দ্দা থেকে আরম্ভ ক'রে চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত কেউ কোন দিন এগোঁয় নি। আর, বংশের সুপুত্তুর হোয়ে আমি এগুবো ! উঁহু,—দরকার থাকে, তোমরা এঁগোও—আমি এবার পেঁছুবো !—

১ম-সি— সে কি হে ! সমস্ত সেপাই যে বাদ্শাহের সঙ্গে লড়াইতে চ'লে গেছে।—এতক্ষণ তা'রা হয় তো পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ফেল্‌ল' বলে ! আর, সেপাই হোয়ে তুমি পথে পড়ে থাক্‌বে !—

২য়-সি— পথে নয়,—মিঞা এবার ঘরের খোঁজে বেরুবে ! ওহে জান না,—বাদ্শা যখন দিল্লী ছেড়ে সমস্ত নাগরিককে দেবগিরি যেতে হুকুম করেন—তখন হোসেন মিঞা দিল্লীর —বাড়ীর তিন কাঠা জমির বদলে সরকারের কাছ থেকে এই এত'গুলি মোহর আদায় করেছেন !

৪র্থ-সি— অ্যাঁ,—বল কি হে !

হোসেন—তা তো নেই—সব ডাকাতে লুটে নিয়েছে···

৩য়-সি— কিন্তু, তোমার ও থলের মধ্যে ঝক্‌মক্ ক'চ্ছে কি হোসন মিঞা—(বাহিরে বংশীধ্বনি)

হোসেন—ওই—ওই হাবিল্‌দার সাহেব বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে তোমাদের ডাকছেন—যাও—যাও—

১ম-সি—তুমি যাবে না ?

হোসেন—যাচ্ছি ! তোমরা এঁগোও···আমি পিছিয়ে—পিছিয়ে আস্‌ছি !—হ্যাঁ, পিছিয়ে পিছিয়ে আস্‌ছি !—[সৈন্যগণের প্রস্থান]—যাক্···ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছাড়্‌লো ! গুলবাণুর জন্যে টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম—ব্যাটারা তা জেনে ফেলেছিল আর কি !

গুল্‌বাণুর প্রবেশ।

গুল— মিঞা সাহেব,—কিছু ভিখ্‌ মিলে ?

হোসেন—ভিখ্‌! ইয়ে আল্লা, শকুনের মত দৃষ্টি দিয়ে এই থলের দিকে তাকাচ্ছে ছোঁড়া!

গুল্— মিঞা সাহেব,—দয়া হ'বে!

হোসেন—দয়া! ভাগ ছোঁড়া, ভা—গ– (বিস্ময়ে হাঁ করিল।)

গুল্— ওকি মিঞা সাহেব! অমন হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন যে! গিলে খাবেন নাকি? কাজ নেই আমার ভিক্ষায়, —পালাই···

হোসেন—একেবারে ঠিক্ সেই—অথচ,—ওহে শোনো—শোনো—

গুল— কি বল্‌চেন ?

হোসেন—দেখ—তোমার কি একটী বোন্ আছে ?

গুল— ম'শাই ত' আচ্ছা লোক দেখ্‌ছি! আমি ভাবলুম ভিক্ষা দিতে ডাক্‌লেন! তা আমাব বোন থাক্—কিম্বা না থাক্—তাতে আপনার কি ?—

হোসেন—না···না...আমি বল্‌ছিলাম—

গুল— থাক্—বুঝেছি! এখন জিজ্ঞেসা কর্‌লেন—বোন্ আছে কিনা—এর পর সুধোবেন—বয়স কত···দেখ্‌তে কেমন··· গায়ের রঙ্‌ কি প্রকার...আরও কত কি!···আপনি লোক ভাল নন্···আমি পালাই— !

হোসেন—না রাগ কোরো না·· আমি বল্‌ছিলুম তোমার সেই বোনের মত আমার একটি ইয়ে ছিল—

গুল— খবর্দ্দার—

হোসেন—আহা হা . তোমার বোন্ বলি নি···তোমার বোনের মত বলেছি !

গুল— ইস্···আমার বোনের মত ! আমার বোন্ আশ্‌মানের চাঁদ···আর তোমার সে শ্যাওড়া গাছের প্যাঁচা ;—আমার বোন্ দুনিয়ার জ্বল জ্বল্ জ্বল জ্বল্ জ্যোতি···আর তোমার সে ভাতের হাড়ীর তলার নিকষ কালিমা ;—আমার বোন্ চাঁদনী রাতের গজল গানের ঝর্ণাধারা··আর তোমার সে—

হোসেন—খবর্দ্দার, মুখ সাম্‌লাও ; আমার বিবির নিন্দা ! হারে-রে-রে-দোজকের কীট,···তো'কে আজ···(পাগড়ী টান দিতে বেণী খুলিয়া গেল ।)—

গুল— কি মিঞা সাহেব !—আবার যে হাঁ ক'র্‌লেন ?···

হোসেন—তুমি ! গুল্ !···সত্যই তুমি !···না চোখে সর্ষে ফুল—

গুল— বড় মিঞা, আমার জুতি জোড়া একবারটি—

হোসেন—জুতি জোড়া খুলবো ! হয়েচে···তা হ'লে সত্যিই এসেচ··· আহা,...আদর ক'রে এমন মিষ্টি সুরে বড় মিঞাকে এই এক বছর আর কেউ ডাকে নি ! এসো···এসো বিবি,—পা বাড়িয়ে দাও !—

গুল— ছিঃ,—রহস্য কর্চ্ছিলাম প্রিয়তম । তোমাকে হারিয়ে আবার পেয়েছি !—এ হ'ল আমাদের নব-জন্ম । এবার হ'তে আর তুমি নও···বাঁদীই তোমার জুতো খুলবে ।—

গীত

নিশুতি মাধবী রাতে—
আঁখি পানে মোর আঁখি তুলে চাও
হাত রাখো দুটী-হাতে ॥
কেটে যাক্ দিন যামি—জেগে র'ব তুমি আমি—
মায়া-মৃগ শুধু নাচিয়া বেড়াবে
মন-বন-আঙীণাতে ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ অধিত্যকা ভূমি।

বেদুইন দস্যুদল।

আমেদ— শপথ স্মরণ করো বেদুইনের বাচ্চা সব—! যে আমাদের সর্দ্দারকে খুন ক'রেছে...সর্দ্দারের মেয়েকে লুকিয়ে রেখে আমাদের বেদুইন জাতিকে অপমান ক'রেছে—তাকে আমরা জান্ নিয়ে ফিরে যেতে দেব না···সেই জালিম্ দুষমণের তাজা লোহু দিয়ে এই পাহাড়কে আমরা রাঙিয়ে যাবো। আর— আর সেই বেইমান ইব্রাহিম...বেদুইন হয়ে যে দুষমণের তাঁবেদার···তাকে যদি পাই...

হামিদের প্রবেশ।

হামিদ— পেয়েছি ··সেই বেইমানের খোঁজও পেয়েছি সর্দ্দার—

আমেদ— বেইমানের খোঁজ!

হামিদ— হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি তা'কে দিল্লীর বাদ্‌শার সঙ্গে কথা ব'লে নীচে নেমে যেতে। সেখানেও আর দু'টো কা'দের সঙ্গে যেন' সে কথা বলছে · দূর হ'তে ভাল নজর হ'ল না,—বোধ হয় তা'র একটা জেনানা হবে।···

সকলে— হুকুম দাও সর্দ্দার,—তাকে ধ'রে এনে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলি···

আমেদ— খুব হুঁসিয়ার। একটা পিঁপড়েও যেন পালিয়ে যেতে না পারে।—পাহাড়ী পথ তোরা ঘিরে ফেল্···আমার হুকুম পেলেই, ঐ বাদ্‌শা আর বাদ্‌শার তাঁবেদার—যাকে পাবি ক'তল কর্‌বি।

সকলে — আমরা ছিঁড়ে ফেলবো ··টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলব··· খুন্...বেইমানের খুন্—[সকলের ছুটিয়া প্রস্থান।

ইব্রাহিম ও তৎ পশ্চাৎ শিরীণা ও ফিরোজের প্রবেশ।

ইব্রা — চ'লে এসো এই দিকে; হুঁসিয়ার—একটু পা পিছলে যায় তো একেবারে মিশমার হ'য়ে যাবে।—হাঁ—হাঁ—ব্যস্ ·· —এসো।

ফিরোজ—ওঃ, কি দুর্গম স্থান! এক পা অগ্রসর হ'তে যেন সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে আসে! ও—

ইব্রা— হাঁ…বড় মুস্কিলের পথ। কিন্তু, কি ফয়দা হ'ল তোমাদের এই খাড়ি পাহাড় বেয়ে এসে জান্ হায়য়াণি করে!… ভেবেছিলাম—সেই দারাজ্‌দিল বাদ্‌শার কিছু উপকার হবে।…কিন্তু তা কি পায়ব? বাদ্‌শা কি কা'রও কথা শুন্‌বেন—! দলে দলে ফৌজ নফ্‌সি নফ্‌সি ডাক ছেড়ে মিশমার হ'য়ে গেল—বরফ আর পাথর চাপা প'ড়ে। তবু বাদ্‌শাহ রাতদিন এগিয়েই চলেছেন—চোখে ঘুম নেই, পেটে দানা নেই, তিয়াসায় এক ফোঁটা পানিরও যোগাড় নেই—!

শিরীণা—নেই…পিপাসার এক ফোঁটা পানিও নেই! সমস্ত হিন্দুস্থানের মালেক আজ এক ফোঁটা পানির অভাবে…না, না, সে হ'তে পারে না—ইব্রাহিম, তুমি একটু পানির সংস্থান করো…

ইব্রা— পানি। কোথায় পাব পানি?—

শিরীণা—যেখান থেকে পাবো নিয়ে এসো।…ইব্রাহিম, ভাই,…আমার অনুরোধ…ভিক্ষা.

ইব্রা— ব্যস্…হুকুম…তোমার হুকুমই যথেষ্ট; আমি চললাম।… যদি পানি হাতে ক'রে ফিরি—খুব ভাল,…আর যদি না ফিরি—নজর করো,…ওই যে বাঁকানো যায়গাটা—ওর ডাইনে সেই বাঘ গুহা সুরঙ্গ আছে·· সেই সুরঙ্গ ধ'রে নেমে গেলে …অনেক হিন্দুস্থানীর ডেরা পাবে। চোখের আঁসু ঢেলে হোক্…হাজার সিজ্‌দা জানিয়ে হোক্…যে ক'রে পারো— পেরেশান বাদ্‌শাকে ঐ সুড়ঙ্গ পথে ফিরিয়ে নিয়ে যেও। মনে রেখো…এর ওপারে আর কদম্ এগুবার পথ নাই …

শুধু আশমান জোড়া তুহীন্ আর পাথরের চাপ। আমি পানির খোঁজে যাচ্ছি।—যদি না ফিরি···যা বল্‌লাম স্মরণ রেখো ..(প্রস্থানোদ্যত)

শিরীণা—দাঁড়াও ইব্রাহিম। 'যদি না ফিরি'—এ কথার অর্থ?—তোমার কি তা হ'লে বিপদের সম্ভাবনা আছে?

ইব্রা— বিপদ!—পানি আন্‌তে আমায় যেতে হ'বে—ঐ নীচের একটা ঝরণায়···হাতিয়ার হাতে যেখানে দুষমণ বেদুইনরা পাহারা দিচ্ছে। তা'দের শীকার হাত ছাড়া কর্‌বার ব্যবস্থা করেছি। রাগে তা'রা এক একটা জানোয়ারের চেয়েও ভীষণ হ'য়ে আছে। আমার খোঁজ একটিবার যদি পায়, তবে তো . হাঃ হাঃ···সম্‌ঝে নাও—কি হবে।

শিরীণা—সর্ব্বনাশ! তুমি নিজের জীবন এমন ভাবে বিপন্ন ক'র্‌বে। —না—না—কিন্তু···তা হ'লে উপায়—কি হ'বে ইব্রাহিম?—

ইব্রা— কিছু ভয় নেই বহিন্, আমি যাচ্ছি···খাঁটী বেদুইনের বাচ্চা কখনো জান্ কবুল কর্‌তে ভয় করে না···সত্যই যদি মরণের সাম্‌নে দাঁড়াতে হয়—সে হ'বে আমার সান্ত্বনা... আমার জাতির কলঙ্ক ক্ষালন।—

ফিরোজ—সেকি ইব্রাহিম—?

ইব্রা— বলছি—হয়তো আর বলবার সময় হবে না, তাই মোখ্‌ত-সরে ব'লে যাচ্ছি। শোনো,—আমার এক মা ছিলেন... আমি ঘর ছাড়া মুশাফির···তিনি আমার পথে কুড়িয়ে পাওয়া মা।···গলিত কুষ্ঠ রোগে সারা দেহ ক্ষয়ে গিয়েছিল —গায়ে পোকা ধরেছিল।.. মানুষে আমায় দেখে বেড়াল

কুত্তার মত তাড়িয়ে দিত—উপায় ছিল না···কি ক'র্‌বো—হর্‌রোজ কেঁদে কেঁদে শুধু খোদার কাছে নালিশ জানাতুম! ..সে নালিশ বুঝি তাঁ'র দরবারে পৌছেছিল। তাই একদিন আফগানীস্থান সীমান্তের এক ছোট তাঁবুর পাশে আমার মায়ের দেখা পেলাম —।

শিরীণা— কি বললে ইব্রাহিম! আফগাণীস্থান সীমান্তে! তোমার মা!

ইব্রা-- হ্যাঁ...আমার মা। রোগে গলা দুর্গন্ধ দেহ বুকের ভেতর টেনে...গায়ের পুঁজ রক্ত দু'হাতে মুছিযে দিলেন। জীবনে প্রথম আমি মায়ের ভালবাসা বুঝতে পার্‌লাম...মুখে আমার কথা সরল না...চোখ বেয়ে শুধু পানি গড়াতে লাগল। .. কিন্তু তারপর! ওঃ—! তারপর রাতেব অন্ধকারে খঞ্জর ·হাতে ফিরে এল দুষমণ—

শিরীণা—ইব্রাহিম! ইব্রাহিম!

ইব্রা— বেকারার হ'য়ো না বহিন্, আমায় বলতে দাও। আমার কলিজা পুড়িয়ে দিযে রাত দিন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ...সে আগুন আমায় একটুখানি বা'র কর্‌তে দাও —।

শিরীণা—না—না...আগে বল তুমি কে...? কে তোমার মা? কে সেই দুষমণ?—

ইব্রা— দুষমণ! তা'র পরিচয় পেয়েছ বহিন। সেই পরিচয় দিতে গিয়েই—সে তার শয়তানীর প্রতিফল পেয়েছে। দেবগিরিতে সেই জালিম আবদাল্লা শেখের মাজার তৈরী হয়েছে—

শিরীণা—তবে তুমি...তুমি সেই রোগাতুর। তোমার সেবা করতে গিয়েই আমার মা —

ইব্রা— হাঁ,...এই মুশাফির লেড়কার জান বাঁচাতে গিয়েই মা আমার শহীদ্ হোয়েছেন।...সে রাতে মায়ের সেই তাজা খুনে আমি ভেসে যেতাম···তাঁ'র কলিজার নিধি গোলাপ কুঁড়ির মত ছোট্ট লেড়কী এই শিরীবাণুও ভেসে যেতো। কিন্তু, খোদার প্রেরিত দূত...দারাজ-দিল বাদ্শাহ মহম্মদ তুঘলক—সেখানে উপস্থিত হোয়ে—সেই দুষমণের হাতের খঞ্জর কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁ'র দেনা শুধবার ক্ষমতা আমার নেই, কোন দিন তা পারবোও না।...রোগে বিকৃত চেহারা বলে আবদাল্লা শেখ আমায় চিনতে পারে নি,... তা'রই দলে ভিড়ে আমি হিন্দুস্থানে এসেছি...শুধু সেই মহিমান্বিত বাদ্শাকে···আর আমার সেই মায়ের কলিজার নিধি, আমার আদরের বহিন এই শিরিবাণুকে একটিবার চোখের দেখা দেখতে।

(শিরীণা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।)

ফিরোজ—শিরী...শিরীণা...

ইব্রা— ছিঃ বহিন্, চোখের পানি ফেল না...মা আমার শহীদ্ হোযেছেন ..খোদার দরবারে তাঁ'র স্থান হয়েছে ..

শিরীণা—ইব্রাহিম...ভাই...

ইব্রা— বহিন্—বহিন্ ..না. না,—তুমি আমায় ডেকো না,—তোমার গলার আওয়াজ শুন্‌লে আমার সেই মায়ের কথা মনে পড়ে যায়—আমি আপনাকে ঠিক্ রাখতে পারি না।··· চললাম বহিন্,...বাদ্শাহের জন্যে পানির খোঁজে চললাম।···

[প্রস্থান।

ফিরোজ—শিরী—শিরীণা, ..

শিরীণা—না, না...ওকে ফেরাও। এখনো যে আমার মায়ের কোনো কথা জানা হয় নি...আমার যে কতো কথা বাকী রয়ে গেছে! ডাকো...ডাকো ওকে....ইব্রাহিম,—ভাই,—

ফিরোজ—শিরীণা, ও যে চলে গেছে। ওকে যেতে দাও...ফিরে ডেকো না—যেতে দাও শিরী—(দূরে বন্দুকের আওয়াজ।)

শিরীণা—ওকি! বন্দুকের আওয়াজ—!

ফিরোজ—তাই তো ব্যাপার কি ?—

শিরীণা—তবে কি সেই বেদুইন দস্যুদল—ইব্রাহিমের কোনো··· ইব্রাহিম,···ইব্রাহিম,···

ফিরোজ—দাঁড়াও শিরীণা,···আমি দেখ্‌ছি!—(উপরে উঠিতেই বেদুইন দস্যুদল তাহাকে বাধা দিল।) একি! কে তোমরা—! (দস্যুদল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল) খবর্দ্দার! এ দিকে আর এক পা অগ্রসর হোয়ো না—

আমেদ— বটে! এরে, তোল্‌ হাতিয়ার—

শিরীণা—অপেক্ষা···অপেক্ষা · নামাও হাতিয়ার···নামাও বল্লম···

আমেদ— কি! কা'র হুকুম! হুকুমদার কে ?··(সম্মুখে অগ্রসর হইল।)

ফিরোজ—শিরীণা, তুমি স'রে যাও···স'রে যাও শিরীণা···

আমেদ— শিরীণা! কেয়া তাজ্জব! এরে হামিদ্‌···এরে ওসমান,—তা'র নাম ?—

সকলে— শিরীণা—শিরিবাণু···

আমেদ— ব্যস—! শিরীবাণু,—তাজিম্‌—তাজিম জানাই—

(সমস্ত বেদুইন শিরীণাকে অভিবাদন করিল)

শিরীণা—কে…কে তোমরা ?—

আমেদ— আমরা তোমার আপনার জন…এ সব তোমার জাত ভাই… নিজের লোক !

শিরীণা—আমার নিজের লোক ! আমার নিজের জন ! মিছে কথা… দুনিয়ায় আমার আপন জন কেউ নেই !—কে তোমরা… মিছে বোলো না—

আমেদ— তা নইলে, জান্ হাতে ক'রে—তোমায় একটিবার দেখ্বার জন্যে—কি দিল্লীতে যেতাম ?… আপনার জন নইলে কি তোমায় তাজিম্ জানাবার জন্যে সমস্ত হিন্দুস্থান ঘুরে শেষে এই খাড়ি পাহাড়ের মধ্যে আস্তানা নিতাম !…শিরীবাণু,— তুমি আমাদের সঙ্গে তোমার দেশে চল !

শিরীণা—আমার দেশ !

আমেদ— হাঁ...তোমার নিজের দেশ…তোমার আরব মুলুক…তোমার সাহারা গোবি মরুভূমি…তোমাকে আমরা বেদুইনের রাণী ক'রব !

শিরীণা—কিন্তু, রাণীর সওগাত ?

আমেদ— বল—

শিরীণা—এর মুক্তি এবং এর সঙ্গে এক পাত্র পানি !

আমেদ— পানি ! ও, ইব্রাহিম তোমারই জন্য পানি আন্তে যাচ্ছিল ?—

শিরীণা—কোথায়…কোথায় সে—?

আমেদ— হাঃ হাঃ হাঃ,—এই কিছুক্ষণ আগে বন্দুকের আওয়াজ শুন্লে না ?—

শিরীণা—শুনেছি…হাঁ, শুনেছি ! তবে কি…

আমেদ— কাবার···কাবার···এতক্ষণে সে জাহান্নামে !

শিরীণা—ওঃ—শেষে এই হ'ল ! ইব্রাহিম ছিল—সেও গেল ! ইব্রাহিম,—ভাই,—

(কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল ।)

আমেদ— একি, চোখে আঁসু ! ইব্রাহিম ভাই নয়—বেইমান—বেইমান—

শিরীণা—আর এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন ফিরোজ ? পালাও—শীঘ্র পালাও—!

ফিরোজ—শিরীণা—!

শিরীণা—শেখ্,—ওকে পানি আনিয়ে দাও !

আমেদ— ওস্‌মান—　　　　(ওস্‌মান জল আনিতে গেল)

ফিরোজ—শিরীণা, নির্দ্দয় হোয়ো না...তুমি আমায় তোমার কাছ থেকে যেতে ব'লো না···তোমায় একা ফেলে আমি যেতে পারবো না !

শিরীণা—আর দ্বিরুক্তি নয় !—এখানে থাক্‌লে হয় তো এরাই তোমায়··· না, না,···অসম্ভব···অসম্ভব !—ফিরোজ, এখানে দাঁড়িয়ে ভীরুর ন্যায় ম'র্‌বে তুমি—সে আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। তার চেয়ে পানি নিয়ে গিয়ে তাঁকে বাঁচাও...পারো তো এদের হাত হ'তে আমায় তোমরা জয় ক'রে নিও !···যাও—যাও !—

(জলদান ।)

ফিরোজ—তবে তাই হোক্ ! বিদায় শিরীণা,···বিদায়...

[ফিরোজের নতমস্তকে প্রস্থান ।

আমেদ সঙ্গীকে কি ইঙ্গিত করিল—সে ফিরোজকে
অনুসরণ করিল।

শিরীণা - হুঁসিয়ার—কোথায় যাও ?—উদ্দেশ্য কি তোমাদের ?—

আমেদ— ঐ দুষমণ—

শিরীণা—ওর কেশাগ্র স্পর্শ কর্‌লে আমায় তোমরা জীবিত পাবে না।
বল, কা'কে চাও—ওকে,—না আমাকে ?—

আমেদ— যাক্ তবে ও···আমরা চাই তোমাকে !—এসো—

তৃতীয় দৃশ্য

তুষার-মৌলী হিমালয়।

মহম্মদ তোঘ্‌লক

মহ— এক লক্ষ গেছে !—আমেদ হোসেন শেষ পর্য্যন্ত ছিল—ঐ পাহাড়ের নিম্নে পিপাসার তাড়নায় সেও হয় তো চ'ল্‌ল ! যাক্... সব যাক্...তবু আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে আমাকে সৃষ্টির অন্ত কাল পর্য্যন্ত এগিয়ে চ'ল্‌তে হবে। ভারতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত ক'রেছি...সেখানে দাঁড়াবার ঠাঁই নাই—এবার এই পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এর ওপারে কি আছে দেখ্‌তে হবে—পৃথিবীর ওপারে কি আছে আমায় দেখ্‌তে হবে !... (অগ্রসর হইতেছিলেন)

ফিরোজ—(নিম্ন হইতে ডাকিল) "সম্রাট"—"শাহানশা"—

মহ— কে !...কে তুমি আর্ত্তকণ্ঠে আমায় ডাক্‌ছ !···

ফিরোজ—সম্রাট,—

মহ— একি ! ফিরোজ·· তুমি !...তোমার হাতে ক'রে ও কি বহন কোরে এনেছো ফিরোজ ?—

ফিরোজ—জল...সম্রাট···জল পান করুন—

মহ— জল—জল ! এনেছ জল !...কিন্তু আমি তো ও জল পান ক'র্‌তে পারবো না।

ফিরোজ—সে কি ! কেন সম্রাট ?

মহ— আমারই আদেশে এই পর্ব্বত অতিক্রম কর্‌বার ব্যর্থ প্রয়াস ক'রে একটি নয়...তুটি নয়...শত নয়—সহস্র নয়...এক লক্ষ সৈন্য অকালে মৃত্যু বরণ ক'রেছে।...নিজের খাদ্য পানীয় নিঃশেষে তাদের বিলিয়ে দিয়েছি···তবু তাদের বাঁচাতে পারি নি। কাতর কণ্ঠে তা'রা আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল "সম্রাট, জল...একবিন্দু জল"—লক্ষ মানবের অন্তিমকালের লক্ষ নিঃশ্বাস বায়ু আমার কর্ণে ঐ একই কথা বহন ক'রে এনেছিল—"জল, সম্রাট .একবিন্দু জল"—আমি তা দিতে পারি নি ! ..এই সব বঞ্চিত...তৃষাতুর আত্মার সম্মুখে দাঁড়িয়ে···আমায় জল গ্রহণ ক'র্‌তে বলো ফিরোজ !...

ফিরোজ—সম্রাট,—যারা চ'লে গেছে, তাদের তো আর ফেরানো যাবে না ! · কিন্তু যারা এখনো আছে, তাদের আপনি রক্ষা ক'রুন !···এই জলে নিজের জীবন রক্ষা ক'রে আমাকে বাঁচান···আর···আর ঐ···ঐ শিরীণা·· শিরীণা

মহ— শিরীণা! কোথায় শিরীণা!

ফিরোজ—ঐ উপত্যকায়—বেদুইন দস্যুর কবলে!

মহ— বেদুইন, দস্যুর কবলে!—ত্রিশ কোটী নরনারীর দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা মহম্মদ তোঘ্‌লকের কন্যা আজ অত্যাচারী বেদুইনের কবলে!—মালেক খস্‌রু—আমেদ হোসেন—মেহেদি বিল্লা,... ওঃ আমার ভুল হোয়ে যায় ফিরোজ!—আজ আমার পার্শ্বে দাঁড়াতে আর একটি প্রাণীও অবশিষ্ট নেই! আমার আদেশকে ব্যঙ্গ করে' শুধু পাথরের বুকে জাগে তা'রই নিষ্ফল প্রতিধ্বনি!

মালেক খস্‌রুর প্রবেশ।

মালেক— না সম্রাট, বিশ্বসংসার আপনাকে ত্যাগ করুক...কিন্তু আপনি নিজে যাকে একদিন ত্যাগ ক'র্‌তে চেয়েছিলেন...সেই বান্দা কখনো আপনার পার্শ্ব ত্যাগ ক'রে যাবে না।

মহ— মালেক খস্‌রু—তুমি?—

মালেক—হাঁ, শাহানশা,—পথে আস্‌তে বেদুইন দস্যুদলকে পরাজিত ক'রে আপনার জন্যে এক অপূর্ব্ব উপহার এনেছি!

মহ— কি উপহার—?

মালেক—আপনার কন্যা...শাজাদী শিরীবাণুকে—

মহ— শিরিবাণু—! আমার কন্যা শিরিবাণু! কোথায় সে?

মালেক—আস্‌চেন—আমার মায়ের সঙ্গে আস্‌চেন তিনি—

মহ— আসছে—আমারই কাছে আসছে—আমার হারাণ কন্যা—আমার বুক জুড়িয়ে দিতে আস্‌ছে!

ফিরোজ—একি সম্রাট! আপনার পা টল্‌ছে—কণ্ঠস্বর জড়িত হ'য়ে আস্‌ছে—সর্ব্বদেহ্ থর্‌ থর্‌ করে কাঁপ্‌ছে!

মহ—　কাঁপ্‌ছি...! ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে কেবল ক্ষুব্ধ-দৃষ্টি বঞ্চিত মানব·· চারিদিকে শুধু পিপাসিত আত্মার ক্রন্দন!—

শিরীণা—(নেপথ্যে) পিতা—পিতা—!

মহ—　ঐ—ঐ আমাকে ডাক্‌ছে!—কন্যা,—স্নেহময়ী কন্যা আমার—!

শিরীণার প্রবেশ।

শিরীণা—পিতা—পিতা—

মহ—　না...না...সে হ'বে না—হ'তে পারে না...চলে যা, চ'লে যা শিরীণা—

শিরীণা—(সবিস্ময়ে) পিতা—!

মহ—　কন্যা ব'লে বুকেই যদি ধরবো তোকে—তবে কোন অধিকারে গঙ্গু বাহমনীর বুক থেকে তার শিশু পুত্রকে কেড়ে নিয়ে হত্যা ক'রেছি! কোন অধিকারে লক্ষ লক্ষ পিতা-মাতার বুকে তুষের আগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছি।...না, না মহম্মদ তোঘ্‌লক স্বার্থপর নয়—এ অবিচার আমি হ'তে দেব না—কিছুতেই হ'তে দেব না—!

শিরীণা—পিতা—পিতা—

ফিরোজ—সম্রাট্—সম্রাট্—

সানন্দা—যাবেন না—যাবেন না সম্রাট! ফিরোজ ডাক্‌ছে—শিরীণা ডাক্‌ছে—আপনার জীবনের আনন্দ আপনাকে ঘরে ফিরতে ডাক্‌ছে—!

মহ—　আনন্দ! লক্ষ লক্ষ জীবনের আনন্দ দীপ ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে—স্তূপীকৃত নরমুণ্ড পদতলে বিদলিত ক'রে—যে বিজয়-অভিযান সুরু ক'রেছিলাম—সে অভিযান অসমাপ্ত রেখে

গৃহে ফিরব আমি—আমার নিজের জীবনে আনন্দ দীপালি জ্বালাতে! হাঃ হাঃ হাঃ—

ঐ – ঐ ঝড় উঠেছে, দুর্গমের পথ আমায় দামামা বাজিয়ে ডাক্ দিয়েছে—আমি যাই—আমি যাই!

সামনে পাহাড়ের চূড়ায় ঝড় উঠিল, তুষারপাত হইতে লাগিল।

মহম্মদ সেই তুষারপুঞ্জ মধ্যে অগ্রসর হইলেন।

শিরীণা—পিতা—পিতা—

(ছুটিয়া যাইতেছিল; ফিরোজ তাহাকে বাধা দিল।)

ফিরোজ—শিরীণা—শিরীণা—

শিরীণা—ছাড়, ছাড় আমায়,—পিতা,—পিতা,—

*[ফিরোজ—কোথায় যাবে শিরীণা? ঐ তুষার বৃষ্টি হচ্ছে···রাশী রাশী বরফের চাপ ভেঙ্গে পড়ছে···ওখানে গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য—

শিরীণা—কিন্তু আমার পিতা···আমার পিতা—

ফিরোজ—ওঁকে ফেরাতে পারবে না···সারা দুনিয়ার মানুষ এক সঙ্গে চীৎকার কর্‌লেও—ঐ দুঃসাহসী অভিযানীকে—তাঁর জয়যাত্রা হ'তে ক্ষান্ত কর্‌তে পারবে না—।]

তুষারপুঞ্জ মধ্যে মহম্মদের দেহ অদৃশ্য হইয়া গেল।

শেষ

*[এই অংশ অভিনয় কালে পরিত্যক্ত হয়।]